বিদ্যা-বাজি

PRINTED BY B. B.

at the LALIT

5, Madan Mitra Lane

—বা—

দান-যজ্ঞ

(পৌরাণিক নাটক)

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

"গণেশ-অপেরা-পার্টি কর্ত্তৃক অভিনীত

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৫৩ সাল।

তৃতীয় সংস্করণ।

[মূল্য ২ টাকা।

সরলহৃদয়

শ্রীযুক্ত হরিপদ কুমার

সুহৃদ্বরেষু-

আমার কর্ম্মক্ষেত্রের অবলম্বন চিরপ্রিয় হরিপদ! তোমার সহায়ে আমার উত্থান, তোমার সহায়ে আমি শক্তিমান, তুমি আমার শত বিসংবাদী সুরের মধ্যে অভয় দেওয়া আশার গান। তোমায় আমি ভুলিব না। সুযোগ পাইয়াছি, আজ তোমায় সাজাইব। যদিও তুমি আপন বিভায় চির-সুসজ্জ, তবু আমার জন্য তোমায় সাজাইব। বিন্ধ্যা-বলি হরিপদে আত্মোৎসর্গ করিয়া পরামুক্তি লাভ করিয়াছিলেন; ভাবিয়া দেখিলাম. তোমা ভিন্ন বিন্ধ্যা-বলির আর মনোমত উচ্চ আশ্রয় নাই, তাই স্থানাভাবে বাধ্য হইয়া আমার "বিন্ধ্যা-বলি" তোমাতেই উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী।

"ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে।"

দানবেন্দ্র বলির ধারণাতীত অদ্ভুত দানে চমৎকৃত হইয়া ছলনাময় নারায়ণ বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ বলির যজ্ঞস্থলে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলে শ্রীভগবান্ বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক পদে স্বর্গ, দ্বিতীয় পদে পৃথিবী অবরোধ করেন; কিন্তু তৃতীয় পদের স্থান নির্দ্দেশ করিতে না পারায় দান-অবতার বন্ধনদশাগ্রস্ত হন। পরিশেষে স্বীয় সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যার উপদেশে ভগবৎপদে শির সমর্পণ করিয়া তৃতীয় পদের স্থান পূর্ণ করতঃ মুক্তিলাভ করেন। ইহাই পৌরাণিক ঘটনা।

এক্ষণে বিচার্য্য,—যাঁহার দানে ধরিত্রী ধনশালিনী, বৈজয়ন্ত স্তম্ভিত, গোলোকের আসন পর্য্যন্ত বিচলিত, তেমন মহান্ পরদুঃখকাতর কল্পতরু সম্রাটের এমন অসাধারণ সদনুষ্ঠানের পরিণাম যখন বন্ধন, আর পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করার পরমুহূর্ত্তেই পরম মুক্তি, তখন বুঝিতে হইবে—এক ব্রহ্মপুরুষে আত্মদান ব্যতীত জগতের যা কিছু সদনুষ্ঠান, সব বন্ধনের হেতু,—নির্ব্বাণ মুক্তির অন্য উপায় নাই। উপনিষদ এ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। আমিও সাধ্যানুসারে এই মতের অনুসরণ করিয়াছি ও এই উদ্দেশ্যে বিরোচন-চরিত্র বলি-চরিত্রের ঠিক পাশাপাশি রাখিয়াছি। তবে আশানুরূপ বুঝাইতে পারি নাই; কারণ, এ দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব আমারই সম্যক বোধগম্য নহে। তজ্জন্য আমি আমার ত্রুটি স্বীকার করিয়া এ বিষয় বিশদরূপে বুঝিবার ভার পাঠক-পাঠিকাগণের আপন আপন ধারণার উপর ন্যস্ত করিলাম।

পরিশেষে ঋণীরূপে স্বীকার করি, নাট্য-জগতে যদি আমার বিন্দুমাত্র স্থান হইয়া থাকে, তাহা "গণেশ-অপেরা-পার্টি"র সুদক্ষ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের অভাবনীয় যত্ন, আন্তরিক আগ্রহ ও অযাচিত আশীর্ব্বাদে। আমি তাঁহার শ্রীচরণে চির-প্রণত। ইতি—

রায়াণ।
মকর সংক্রান্তি, ১৩২৮ সাল। } গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

নারায়ণ, দেবর্ষি, ইন্দ্র, কাল, পবন, কুবের।

বলি	...	...	দৈত্যরাজ।
বাণ	...	...	ঐ পুত্র।
বিরোচন	...	...	ঐ পিতা।
প্রহ্লাদ	...	...	ঐ পিতামহ।
অনুহ্লাদ	...	...	প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ।
মহানাদ	...	...	সেনাপতি।
শুক্রাচার্য্য	...	...	দৈত্যগুরু।
উপেন্দ্র	...	...	কশ্যপপুত্র (বামন)।
শ্বেতাঙ্গ শর্ম্মা	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।
লাল	...	...	ঐ পুত্র।
অনন্ত	...	...	তর্ক।
দুর্লভ	...	...	বিশ্বাস।

জ্ঞান, কর্ম্ম, বালকগণ, ভিক্ষুকগণ, প্রজাগণ,
নাগরিকগণ, ঋত্বিকগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

লক্ষ্মী, ভক্তি, পৃথিবী ও মায়া।

বিন্ধ্যা	...	...	বলির স্ত্রী।
পুষ্প	...	...	ঐ কন্যা।
অদিতি	...	...	দেবমাতা।
দিতি	...	...	দৈত্যমাতা।

সীমা (মীমাংসা), সখীগণ, গোপিনীগণ, পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি

বিন্ধ্যা-বলি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৈত্যপুরী।

অনুহ্লাদ, বাণ ও মহানাদ পরস্পর উত্তেজিতভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন।

অনুহ্লাদ। আর বল্‌তে পারবো না বাণ! আর বল্‌বার ভাষা নাই।

বাণ। আর শুন্‌তেও চাই না বীর, আর ধারণার স্থান নাই।

অনুহ্লাদ। তবে বুঝেছ?

মহানাদ। মর্ম্মে মর্ম্মে।

অনুহ্লাদ। না, ঠিক ততটা বুঝ্‌তে পার নাই। তা' হ'লে এখনও মাথার উপর সূর্য্য জ্বল্‌ছে কেন? বাতাস স্বাধীনভাবে খেলিয়ে যাচ্ছে কেন? প্রকৃতি আড়চোখে চেয়ে হাস্‌ছে কেন? বুঝ্‌তে পার নাই মহানাদ! তা' হ'লে তোমাদের ক্রোধনেত্রে কোটী সূর্য্য ঝল্‌সে যেতো—দানবহুঙ্কারে উনপঞ্চাশ বায়ুর শ্বাসরোধ হ'তো—অস্ত্র গর্জ্জি উঠে কান্নার সমুদ্র সৃষ্টি কর্‌তো।

মহানাদ। নির্ব্বাক বিস্ময়ে
আছি চেয়ে তব মুখপানে,
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যথা মেরু।
কাপুরুষ মোরা চির-পদবিদলিত,
নৈরাশ্যের পরম সেবক,

নতশিরে স্থির আছি তাই,—
দ্বিধা যদি হ'তো বসুন্ধরা,
কলঙ্ক-পশরা ল'য়ে লুকাতাম তলে।

বাণ। লুকাবো মৃত্যুর কোলে,
অন্য স্থল উপযুক্ত নহে দানবের।
গগনের গম্ভীর রাগিণী
প্রতিধ্বনি যাদের কণ্ঠের,
নিশ্বাস বিরাট ঝঞ্ঝা,
কটাক্ষে উল্কার সৃষ্টি,
কর্ত্তব্য তাদের এ কলঙ্ক ধৌত করা
রণক্ষেত্রে বক্ষের শোণিতে!

অনুহ্রাদ। কর্ত্তব্যসেবক সাধু তুমি বাণ!
সরল সুগম তোমার নির্দ্দিষ্ট পথ।

মহানাদ। দাও তবে অনুমতি প্রভু!
আক্রমিব সুরপুর, জাগাই দানববৃন্দে,
শুনাই কঠোর রাগে মর্ম্মের সঙ্গীত।

অনুহ্রাদ। অনুমতি! অনুমতি! না মহানাদ! দৈত্যরক্তে তোমাদের উৎপত্তি—দানবী স্পর্দ্ধা তোমাদের উপাস্য—দনুজের মান-মর্য্যাদা তোমাদের অস্ত্রের ফলকে। তোমাদের অনুমতি দেবো আমি? অনুমতি নাও বিবেকের কাছে—অনুমতি নাও কর্ত্তব্যের কাছে—আর যদি অনুমতি চাও, ঐ দেখ মহানাদ! আমার খুল্লতাত হিরণ্যাক্ষ মায়াবী বরাহ-রণে লাঞ্ছিত—পতিত,—পারদ-পাংশুদৃষ্টিতে তোমাদের মুখপানে চেয়ে আছে। ক্ষমা চাও—প্রণাম কর—ঐ বীর-শয্যাশায়ীর অনুমতি নাও।

মহানাদ। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

অনুহ্লাদ। দেখ—দেখ মহানাদ! মুমূর্ষুর উৰ্দ্ধনেত্রে এইবার কেমন আনন্দাশ্রু টল্‌মল্ কর্‌ছে! তুমিও অনুমতি নাও বাণ! ঐ দেখ, আমার পিতা বীরেন্দ্রকেশরী হিরণ্যকশিপু, যার ভুজবলে ত্রিদিব টলেছে—গ্রহ, উপগ্রহ ভয়ে ভয়ে চলেছে, সেই দৈত্যকুল-গৌরব দেবচক্রে নরসিংহের কোলে। পিশাচ তীক্ষ্ণ নখে তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড বিদীর্ণ কর্‌ছে—তীব্র দন্তে চর্ব্বণ কর্‌ছে—নাড়ীগুলো নিয়ে আহ্লাদে মালা পর্‌ছে; আর কুচক্রী দেবাধমরা অন্তরীক্ষ হ'তে তাই দেখ্‌ছে—হাততালি দিচ্ছে—হাসছে। বাণ! দেখ্‌তে পাচ্ছ আমার পিতার নৈরাশ্যব্যঞ্জক শেষ শুষ্ক চাহনি! দেখ্‌তে পাচ্ছ অস্তমিত গৌরব-রবির দিগন্তব্যাপী লালিমা! দেখ্‌ছো বাণ! তোমার দৈত্যজাতির কি লোমহর্ষণ নির্দ্দয় উচ্ছেদ! প্রতিজ্ঞা কর—অস্ত্র ধর— অনুমতি নাও।

বাণ। রণ—রণ—রণ!

অনুহ্লাদ। ঐ দেখ বাণ! অনন্তশয্যাশায়ী বীর পুরুষের তপ্ত রক্ত পলকে পুষ্প হ'য়ে তোমাদের মাথায় ঝরঝর্ ক'রে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

আলুলায়িত-কুন্তলা দিতি প্রবেশ করিলেন।

দিতি। আর এই দেখ পুত্রগণ! তোমাদের আত্মহারা অভাগিনী মা, আজ নূতন উদ্যমে বুক বেঁধে তোমাদের কোল দিতে এসেছে।

অনুহ্লাদ। মা!

দিতি। ঘুম ভাঙ্‌লো অনুহ্লাদ?

অনুহ্লাদ। যদিও ভেঙেছিল, আবার চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে। ঘুম পাড়া মা—ঘুম পাড়া, আর জাগার যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

দিতি। জাগার যন্ত্রণা! যা চেন অনুহ্লাদ? তুমি মুহূর্ত্তের জাগরণে এত কাতর, আমি জীবনভোর জেগে আস্‌ছি। কত প্রতিহিংসার

দাবাগ্নি পশ্চাদ্দিক হ'তে আমায় গ্রাস করতে এসেছে, আমি তোমাদের মুখপানে চেয়েছি। অনাহারে দিন কাটিয়েছি, তোমাদের মুখে ধরেছি বুকের রক্ত। অনুহ্লাদ! মা-জাতির কি ঘুমুতে সাধ যায় না বাবা?

অনুহ্লাদ। তবে ঘুমাও জননি!
এত যদি সাধ ঘুমাবার,
জাগি আমি শিয়রে তোমার।
পাদমূলে তব প্রহরী স্বরূপ
জাগুক্ জীবনব্যাপী বিপুল দানব-বংশ
কর্ত্তব্যের গুরুভার শিরে।

দিতি। ঘুমাবো রে—ঘুমাবো রে সেই দিন,
যেদিন আকাশ ফেটে উষ্ণ রক্তধার
ঝরিবে বসুধা-বক্ষে,
মিশিবে একত্র হ'য়ে
দিতিনেত্র-প্রবাহিত অবিরাম স্রোতে।
ঘুমাবো রে তবে—
দম্ভভরা অমরার সিংহাসন যবে
দৈত্য পদাঘাতে দীর্ণ চূর্ণ ধূলিকণা হ'য়ে,
মিশে যাবে ফুৎকারে ধ্বংসের প্রবাহে।
আর যবে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু
প্রাণ-প্রিয়তম পুত্রদ্বয় মম
ঊর্দ্ধ হ'তে বজ্রনাদে বলিবে উল্লাসে—
জননী গো! মিটিছে শোণিত তৃষা,
মিটেছে সে প্রতিহিংসা,
ঘুমাবো রে সেই দিন,

সেই সে মাহেন্দ্রক্ষণে
পাতিব বিশ্রাম-শয্যা—খুলিব
ভৈরবী বেশ, বাঁধিব এ এলোকেশ,
নতুবা নিদ্রার সনে সম্বন্ধের শেষ।

বাণ। জাগ—জাগ গো জননী তবে
কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তিরূপে
দানবের মূলাধার হ'তে
সহস্রারে ঝঙ্কার তুলিয়া।
জাগ গো অসুরমাতা!
ওই মত আলুথালুবেশে
বিশ্বত্রাস বিদ্যুতের প্রায়
দানবের প্রতি ধমনীতে,
প্রত্যেক নিমেষপাতে, প্রতি লোমকূপে।
জাগুক্ ইঙ্গিতে তব সুপ্ত তেজোরাশি,
জ্বলুক্ প্রলয়-বহ্নি পাংশু আবরণ ভেদি,
ছুটুক্ দানবশক্তি সঘন গর্জ্জনে,
ঐক্যতানে বলুক্ সকলে—জয় মার জয়।

মহানাদ। আর সেই মত্ত জয়রবে
শূন্যমার্গে ঘূর্ণ্যমান হ'য়ে
আকাশ আসুক নেমে ভূতলে,
ভূমিষ্ঠশিরে দৈত্যজননীর চরণ চুম্বিতে।
উঠুক্ ত্রিদিবব্যাপী ঘোর হাহাকার;
ঢালিয়ে নয়নধার আসুক অমরপুঞ্জ,
পদধৌত করিবারে দানবমাতার।

দিতি। এই তো পুত্রের কথা।

অনুহ্রাদ। ক্ষমা কর জননী গো!
ভুলেছিনু ঘুমঘোরে পুত্রের কর্ত্তব্য।
জাগালি মা যদি, দয়াময়ি,
দেখা মা সে কর্ম্মভূমি ;
ক'রে দে মা আয়োজন সে মাতৃ-পূজার।
চাহি না সকাশে কিছু আর,
আকিঞ্চন মাত্র মাতৃ-আশীর্ব্বাদ।

দিতি। আশীর্ব্বাদ! মাতৃ-আশীর্ব্বাদ!
সে দিন নহে রে আজ
পুত্রমুখ করিয়া চুম্বন,
বাষ্প-বিগলিত-নেত্রে, বুকভরা স্নেহে
বলিব অমৃত ভাষে
চিরজীবি হও বাছাধন।
এসেছি সাজাতে আমি শ্মশান-সজ্জায়,
ধরিতে বুকের রক্ত শার্দ্দূলের মুখে,
কোথা পাবি আশীর্ব্বাদ হেথা?
তবু মা ব'লে আসিলি যবে,
করি তবে এই আশীর্ব্বাদ—
না পারিস্ ফিরাতে সে দিন,
মৃত্যু হোক্ সমরে তোদের,
থাকুক্ দানব-কীর্ত্তি অমর অক্ষয়

[প্রস্থান।

বাণ ও মহানাদ। শিরোধার্য্য মাতৃ-আশীর্ব্বাদ :

অনুহ্রাদ। বাণ! তুমি যত শীঘ্র সম্ভব, লক্ষ রথ প্রস্তুত করবার আদেশ দাও গে, আর তদুপযুক্ত রণসম্ভার; মনে রেখো—বজ্রের বিপক্ষে। মহানাদ! তুমি দক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ; আবাল-বৃদ্ধকে রণসাজে সাজাও—কেউ বাদ না যায়; জেনো শত্রু অমর। যাও বাণ! যাও মহানাদ! দাঁড়িও না, ত্যাগ কর আলস্য—উর্দ্ধশ্বাসে ছোট কর্ম্মের পথে—অভিনয় কর বলীর যোগ্য।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গপুরী—দেবসভা।

সিংহাসনোপরি ইন্দ্র, উভয়পার্শ্বে কুবের, পবন ও কাল আপন আপন আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

ইন্দ্র। বায়ুপতি দেব প্রভঞ্জন!
অবাধ ভ্রমণ সর্ব্বত্র তোমার,
কহ সমাচার দানবপুরীর।

পবন। রণধীর, নতশির দানবনিকর
অখণ্ড প্রতাপে তব।
নিশিদিন ভ্রমি আমি দিতিসুত-ধামে,
নগর, প্রান্তর, উদ্যান, শ্মশান,
দস্যুপল্লী, পূজাগৃহ,
তন্ন তন্ন করি সর্ব্বস্থান,
বিদ্রোহের না পাই সন্ধান,

ঘৃণাক্ষরে কহে না সে কথা কেহ,
নিঃসন্দেহ চির-পরাজিত তারা এইবার।
তবে এইমাত্র সমাচার,
মিলিয়া অসুরগণে,
সঁপিছে সাম্রাজ্য-ভার
বিরোচননন্দন বলিরে।

ইন্দ্র। [চমকিত হইয়া] বলিরে! বলিরে!
সঁপিছে সাম্রাজ্যভার
বিরোচননন্দন বলিরে!
[স্বগত] কেন চিত্ত চিন্তাকুল শুনি এ কাহিনী!
কাঁপে প্রাণ কেন বলি নামে?
কে সে বলি! কত শক্তি বাহুতে তাহার,
আতঙ্ক সঞ্চার করে অটল হৃদয়ে?
একি চিত্ত বিপর্য্যয়!
বুঝিতে না পারি একি দুঃস্বপ্ন আগন্তে!

পবন। কেন হেরি আচম্বিতে কহ সুরেশ্বর!
ভাস্বর সে দীপ্তি তব নিষ্প্রভ মলিন,
কুঞ্চিত ললাট,
চিন্তা-রেখা-মণ্ডিত বদন,
কি কারণ কহ তা দাসেরে?

ইন্দ্র। শুনিয়া বারতা তব মুখে,
হে বীর সর্ব্বগ! সত্যই অস্থির আমি।
সন্দেহ ঘটেছে মনে,
পরাজিত দিতিসুতগণে

একতা বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে পুনরায়
বিরোচন বর্ত্তমানে তনয়ে তাহার
রাজ্যভার দিতেছে যখন,
অনুমান মম—
অবশ্যই রাখে কোন গূঢ় অভিপ্রায়।

ত্বরিতপদে অদিতির প্রবেশ।

অদিতি। অনুমান মন্দ কর নি বাবা! সত্যই তাই।

ইন্দ্র। এ কি মা! ভয়ত্রস্তা আলুলায়িত-কুন্তলা কম্পিতকলেবরা অমরজননি, তুমি অকস্মাৎ এ ভাবে এলে কেন মা?

অদিতি। আকাশে মেঘ দেখা দিলে পক্ষিণী তার শাবকদের কাছে এই ভাবেই যে আসে বাবা!

পবন। মেঘ কি উঠেছে মা?

অদিতি। উঠেছে বাবা! একেবারে আকাশ জুড়ে।

ইন্দ্র। তা উঠুক্—তবু মেঘবাহন জননি! তোমার এতদূর বিচলিত হওয়া ঠিক হয় নি। তুমি কি জান না মা, তোমার শাবকদের পক্ষোদ্গম হয়েছে—চক্ষু ফুটেছে—সময়োচিত কর্ত্তব্য বুঝেছে, তারা আর নিতান্ত শিশুটী নাই?

অদিতি। জানি বাবা—তা জানি। তবু এসেছি,—কি জন্য জান? সন্তান যত বড়ই হোক্—যত শক্তিশালীই হোক্—যতই সুরক্ষিত থাকুক্, সন্তান চিরদিনই সন্তান আর মা চিরদিনই মা।

ইন্দ্র। তবে বল মা! সন্তানদের ভাগ্যাকাশে আবার কোন নূতন মেঘের উদয়?

অদিতি। নূতন কিছু নয় বাবা! সেই চির-পুরাতন, সেই ঈর্ষা-

পরায়ণা সপত্নী,—সেই হিংসা-বিঘূর্ণিত লোলুপ দৃষ্টি। শুনেছ তো বাবা, দানবগণ একতাবদ্ধ হ'য়ে বলিকে সিংহাসন দিচ্ছে? সেই তার প্রধানা নায়িকা। উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ? পুচ্ছবিদলিতা সর্পিণী ফণা তুলেছে, এইবার সে তার প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে দংশন করবে।

কুবের। তবে এলে যদি বিপদের ঘনীভূত অন্ধকারে স্নেহগৌর-করোজ্জ্বলা বিপত্তারিণী মা উদ্ধারে অধৈর্য্য হ'য়ে, তুমিই তোমার শিশুগণের রক্ষার উপায় কর মা!

অদিতি। করবো, আগে শপথ কর—আমি যা বল্‌বো, করবে?

ইন্দ্র। বল মা! তুমি কি চাও?

অদিতি। বেশী কিছু না; চাই তোমাদের অস্ত্র ক'খানা।

পবন। অস্ত্র নিয়ে তুমি কি করবে মা?

অদিতি। ওগুলো গুঁড়ো ক'রে জলে ফেলে দেবো।

কাল। এই বুঝি মা তোমার রক্ষার উপায়?

অদিতি। এ হ'তে রক্ষার উপায় তো আর মায়ের বুদ্ধিতে আসে না বাবা!

কুবের। অস্ত্র পরিত্যাগ করলেও হিংসার হাত হ'তে নিষ্কৃতি কৈ মা? তোমার স্বর্গ কি ক'রে রাখ্‌বে মা?

অদিতি। স্বর্গ রাখ্‌তে পারি আর না পারি, আমি অন্ততঃ তোদের রাখ্‌তে পার্‌বো তো? ওরে, সেই আমার স্বর্গ, সেই আমার সব।

কাল। তারপর আমাদের স্থান?

অদিতি। আমার বুক।

ইন্দ্র। কি মা! বাল্যের স্বপ্নক্ষেত্র—যৌবনের শান্তিকুঞ্জ—সাধের জন্মভূমি এই স্বর্গ, কাপুরুষের মত নির্ব্বিবাদে পরিত্যাগ ক'রে শেষে আমাদের আশ্রয়স্থল অশ্রুসিক্ত তোমার বুক?

অদিতি। কেন বাবা! তোমার এই শত্রু লক্ষিত স্বর্ণসিংহাসন হ'তে, নির্ব্বিবাদী মায়ের বুকটা কি কম দামী? তোমার ঐ মণিমাণিক্যখচিত অভেদ্য বর্ম্ম হ'তে মাতৃস্নেহ কি কম দৃঢ়? তোমার ঐ কোটীসূর্য্যবিভাসিত ত্রিভুবন-নমস্য শিরস্ত্রাণ হ'তে মায়ের মধুর আশীর্ব্বাদ কি কম উচ্চ?

ইন্দ্র। তবে জগজ্জননি! তোমার বিচারে সমাদরে শত্রুকে ডেকে এনে অপমানের জন্য আপনা হ'তে মাথা পেতে দেওয়াই ঠিক?

অদিতি। শত্রু কে বাবা? তারা যে তোদের ভাই, এক মায়ের গর্ভে না হোক্—এক পিতার ঔরসজাত তো? তোরাও যে বস্তু, তারাও সেই বস্তু। আমি অতটা ভিন্ন ভাব্‌তে পারি না বাবা! আমার ইচ্ছা, এতদিন তোরা স্বর্গ ভোগ কর্‌লি, তাদের সাধ হয়েছে—দিনকতক না হয় তারাই করুক।

কাল। আর আমরা—কাপুরুষ কুলাঙ্গার আমরা—পুরুষকারের ধিক্কৃত ভীরু আমরা, চির-গরীয়সী মাতৃভূমি দানবের হাতে ছেড়ে দিয়ে—তুমি রমণী, তোমার হাত ধ'রে কলঙ্কের ডালি মাথায় ক'রে চোরের মত বনবাস যাই, কেমন? না মা, তা হয় না।

অদিতি। তা হ'লে, মা হ'তেও তোদের বড় হ'লো তুচ্ছ রাজ্য?

ইন্দ্র। বড় তুচ্ছ নয় মা! এই বিশাল সৃষ্টি-সাম্রাজ্য—যার একাধিপত্য নিয়ে স্যায়দগুকরে স্বর্গের মত একটা সর্ব্বোচ্চ স্থানে ব'সে আছি: বুঝে দেখ মা! কি গুরু দায়িত্ব আমার শিরে, কি কঠোর কর্ত্তব্য আমার করে। যাও মা! মার্জ্জনা ক'রে যাও—আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও, আমি আমার যোগ্য করবো। আমার এই পবিত্র নিস্তব্ধ শান্তিকুঞ্জে যে বিন্দুমাত্র অশান্তি আন্‌বে, আমি তার বিচার কর্‌বো—তার দণ্ড দেবো।

অদিতি। শাসন কর্‌বি কাদের বাপ! তারা যে ভাই।

ইন্দ্র। ভাই হ'লেও ভাইকে শাসন করা ভাইয়ের অধিকারভুক্ত।

অদিতি। পারবি না বাবা! তারা বড়ই দুর্দ্ধর্ষ—বড়ই লালসান্ধ, তার ওপর তাদের পশ্চাতে কালস্বরূপিণী রমণী তোদের বিমাতা।

ইন্দ্র। তবে তুমিও দাঁড়াও না মাতা—বিমুক্তকুন্তলা বরাভয়-দায়িনী হ'য়ে উৎসাহের নিশান তুলে আমাদের পশ্চাতে। মাতৃমন্ত্রে হৃদয় নেচে উঠুক্—ধর্ম্মবলে বিদ্যুৎগতিতে অস্ত্র ছুটুক্—জগতের যত অত্যাচার, অনিয়ম মহাশ্মশানে লুটুক্।

অদিতি। আমি তা পারবো না বাবা! আমি যে সবার মা। পুত্রের বিরুদ্ধে পুত্রকে উত্তেজিত করা আমার কর্ম্ম নয় বাবা!

ইন্দ্র। তবে লুকাও জননী, তোমার ঐ ভেদজ্ঞানশূন্য স্নেহ-সরল ঢল-ঢল কোমল মূর্ত্তিখানি নিয়ে লালসার উচ্চ কোলাহল হ'তে নিষ্কামের নীরবতায়; এ রক্তপিপাসুর রঙ্গালয়, এখানে আর তোমার স্থান নয়। আমরা যুদ্ধই করবো।

অদিতি। যুদ্ধই করবে?

সকলে। হ্যাঁ মা! যুদ্ধই করবো।

অদিতি। যুদ্ধ ব্যতীত শত্রুদমনের কি অন্য উপায় নাই?

গীতকণ্ঠে দেবর্ষি প্রবেশ করিলেন।

দেবর্ষি।—

গীত।

সে উপায় সেথা অকারণ।
মন্ত্র বশীভূত সর্প, হয় না খল তার নিবারণ।
গীতার বাখ্যা সাধু শিক্ষা হয় কি ব্যাধের মনোমত,
দয়া মায়া উপকথা, হত্যা যে তার নিত্যব্রত,
পশুর সনে শিষ্টাচার, ভবিষ্যৎ মা ভীষণ তার,
অঙ্কুশের হয় আবিষ্কার, বাধ্য তবে মত্ত বারণ।

ইন্দ্র। শুন্‌লে মা! দেবর্ষি প্রমুখাৎ তোমার প্রশ্নের সদুত্তর?

অদিতি। সব একমত—সব একযোগ—সব একপ্রাণ। আমার সকল আশা ভরসা এই ভীষণ একতা স্রোতে তৃণের মত ভেসে গেল। আর কথা নাই—আর রোদনে ফল নাই—আর দাঁড়াবার স্থান নাই। এরা অটল—এরা উন্মাদ—এরা মায়ের কথা নিলে না। নারায়ণ! এদের রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। দেবগণ! মাতৃ-অভিশাপ মাথা পেতে নিলাম; সহায় তোমরা। আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না,—রণডঙ্কা বেজে উঠেছে। কাল! তুমি কালস্বরূপ হ'য়ে সেনা-সন্নিবেশ কর। প্রভঞ্জন! তুমি প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুর গতি লক্ষ্য কর। মিত্রবর যক্ষরাজ! তুমি বন্ধুর মত এ বিপদে মন্ত্রণা দাও। আর আপনি পরমার্থ পথগামী সিদ্ধ মহাপুরুষ! আপনি অন্তরের সহিত অভাগাদের আশীর্ব্বাদ করুন, আর কিছু চাই না।

দেবর্ষি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

অদূরে দাঁড়ায়ে সে দূরে দিতে অবসাদ,
ছড়ায় বরদ করে অযাচিত আশীর্ব্বাদ,
নাও বীর শির পেতে, অতুল পুলকে মেতে,
বাজাও সমর-ভেরী, ধর ভীম প্রহরণ।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। বল, জয় শত্রুনিসূদন নারায়ণের জয়!

সকলে। জয় শত্রুনিসূদন নারায়ণের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শূন্যমণ্ডল।

তর্ক ও মীমাংসা।

তর্ক। এস তো প্রাণেশ্বরি! তোমার সঙ্গে একবার লড়ি।

মীমাংসা। লড়াইয়ের বাজনা শুনে প্রাণেশ্বরেরও প্রাণটা সড়্ সড়্ ক'রে উঠ্‌লো না কি?

তর্ক। উঠ্‌বে না? আমার কি রণশাস্ত্রে দখল নাই?

গীত।

তর্ক।— আমায় ঠাউরেছ কি টিয়েমুখী,
কত রথী তলিয়ে গেল শুদ্ধ হ'য়ে চোখাচোখি।

মীমাংসা।— তোমার চোখরাঙানির কাটান জানি,
আমি নই সে কচিখুঁকি।

তর্ক।— আমি তর্ক,

মীমাংসা।— আমি মীমাংসা,

তর্ক।— আমি কাঁঠালের আঠা,

মীমাংসা।— আমি খাঁটী সর্‌ষের তেল বঁধু, সে পথে কাঁটা,

তর্ক।— আমি ছিনে জোঁক্,
খুঁক্‌বো যখন ঘায়ের মুখে দেখ্‌বে আমার রোক্.

মীমাংসা।— আমি কলি চুণ,
বুঝেছ, সাম্‌লে চল, জান তো আমার গুণ,—

তর্ক।— ছেড়েছি চাব্‌কে ঘোড়া সাধ কি আর তায় রুখি,

মীমাংসা।— আছে তোমার আছাড় খাওয়া.
মিছে আমার বকাবকি।

মীমাংসা। আপোষ কর—আপোষ কর; এখনও বল্‌ছি, আপোষ কর। আমায় চিন্‌তে পেরেছ তো চাঁদ?

তর্ক। তা—তা—বল্‌ছো যখন, তখন তাই, কিন্তু—

মীমাংসা। কিন্তু কি?

তর্ক। তা—তা—কিন্তু—

মীমাংসা। আবার কিন্তু?

তর্ক। না—আর কিন্তু নয়। তবু—

মীমাংসা। এঃ, কিন্তু ছেড়ে তবু—

তর্ক। না—না—এর ওপর তবু কিন্তু চলে না। তত্রাচ—

মীমাংসা। জ্বালাতন! দেখ, দোহাই তোমার, তবু, কিন্তু, কেন, তত্রাচ, ও রোগগুলো ছাড়।

তর্ক। দেখ—তুমি আমার গলায় পা দিয়ে মার—গলায় পা দিয়ে মার, তবু ও কথাটী মাপ কর। তবু, কিন্তু, কেন, এই নিয়েই শর্ম্মারামের জন্ম; ও ছেড়ে বাবা বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজী নই।

মীমাংসা। তবে গোল্লায় যাও, কি আর করছি।

[প্রস্থান।

তর্ক। আরে—আরে, শোন—শোন। চল্‌লে বটে, কিন্তু তবু তত্রাচ যাবে কোথা? শর্ম্মা যে শিয়াকুলের কাঁটা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

বিরোচন।

বিরোচন। ফাঁকায় এসে পড়েছি বাবা! একটা হাঁপ ছেড়ে নিই। ওঃ—গিয়েছিলুম আর কি! রাজ্যশাসন কি পাজী কারবার বাবা! আজ হাতী কেন—কাল ঘোড়া বেচ; আজ একে অন্ন দাও—কাল ওর শির নাও; এই সতের পেঁচে আমার দম বন্ধ হ'য়ে যাবার যোগাড়। যা হোক্, দেখ্‌তে হ'লে জ্যেঠা মশায়টী আমার পক্ষে লোক নেহাৎ মন্দ নন্! সিংহাসনটী হাত হ'তে খসিয়ে নিচ্ছেন, নিশ্বেসটা সরল ক'রে দিচ্ছেন! তবে—আবার ছেলেটার মাথা খেলেন। তার আর কি হ'চ্ছে, যাক্ শত্রু পরে পরে—নিজে বাঁচ্‌লে বাবার নাম।

অনন্তের আবির্ভাব।

অনন্ত। কিন্তু—কিন্তু বাপু! এতেই বা তোমার বাঁচাওটা—কিন্তু কিসে?

সহসা সীমার আবির্ভাব।

সীমা। বা—বা—বা! একদম জায়গা পাল্‌টে ফেলেছে—জল-হাওয়া বদ্‌লে ফেলেছে—আবার মরণটাই বা কিসে?

বিরোচন। কে বাবা তোমরা রঙ্গিন চেহারা? কোথা হ'তে ছুট্‌কে এসে আমাকেও রঙ্গিন ক'রে তোল্‌বার যোগাড়ে ঘুরচো?

অনন্ত। তা যা বল্‌বে বল, কিন্তু—কিন্তু—তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না হে! আমি কিন্তু—

বিরোচন। কিন্তু? তুমি—কিন্তু? মাপ কর বাবা কিন্তু মশাই! ঝকমারি করেছি না চিন্‌তে পেরে! তারপর তুমি কে মা রক্ষেকালী?

সীমা। আমাকেও ঐ একটা আন্দাজ ক'রে নাও না। ও যখন কিন্তু, আমি সুতরাং—

বিরোচন। [বাধা দিয়া বলিলেন] থাক্ ঐ পর্য্যন্তই,—আর বল্‌তে হবে না, ঐখানেই চূড়ান্ত মিল হ'য়ে গেছে! ও যখন কিন্তু, তুমি তখন সুতরাং।

সীমা। তা—নেহাৎ মন্দ ধর নি।

বিরোচন। ধর্‌বো বৈ কি! তবে কি বল্‌ছিলে কিন্তু মশাই?

অনন্ত। বল্‌ছিলুম কি—অমন জমাটী রাজত্বটা এক কথায় ছেড়ে দিয়ে একেবারে এমন বেজায় ফাঁকায় এসে দাঁড়ালে তেমন কি স্বার্থে?

বিরোচন। [স্বগত] লোকটা তো ধরেছে নেহাৎ মন্দ নয়! দাঁড়ালুম তেমন কি স্বার্থে? তাই তো, কি বলি! এঃ, সব গুলিয়ে দিলে!

সীমা। আরে অত ভাব্‌ছো কি? বল না—এতে স্বার্থ ব'লে কিছু নাই। শেষ জীবনে স্বার্থশূন্য হ'য়ে ছেলের হাতে সর্ব্বস্ব দিয়ে সংসারের সবাই এই রকমই দাঁড়ায়, তাই এসে দাঁড়ালুম।

বিরোচন। বাস্, এই তো মিটে গেল। সবাই এই রকম দাঁড়ায়, আমিও দাঁড়িয়েছি। এ আর কোন লোকটা না জানে বাবা?

অনন্ত। কিন্তু—লোকের সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না যে বাবা! লোকে স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য্য ছেড়ে বাণপ্রস্থে যায়, আর তোমায় নেহাৎ অকর্ম্মণ্য ভেবে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে দিয়েছে,—তুমি গতিকে ফাঁকায় দাঁড়িয়েছ। কেমন কি না?

বিরোচন। না—এ কথা একশোবার। তা—নামিয়ে দেওয়া

বৈ কি। বলির যে অভিষেক হ'চ্ছে, রাজ্যময় রাষ্ট্র হ'লো—আমি জান্‌লুম না কেন? ঠিক, আমি তো ইচ্ছে ক'রে ফাঁকে আসি নাই—ক'জন জুটে আমায় ফাঁকায় ফেলেছে!

সীমা। তাই বা মন্দ কি করেছে? রোগীতে ওষুধ না খেলে কেউ যদি জোর ক'রে দাঁত চেপে খাওয়ায়, তাতে কি তার অনিষ্ট করা হয়?

বিরোচন। হা—হা—হা! ঠিক বলেছে ,মা সুতরাং! এর ওপর আর কথা নাই। আপন ইচ্ছাতেই হোক্—চাই জোর ক'রেই হোক্, অসুধ পেটে গেলেই মঙ্গল। হা—হা—হা! ঠিক—ঠিক। [অনন্তের প্রতি বলিলেন] কি হে নয় কি?

অনন্ত। তা বটে! তবে এক রোগের যদি আর এক ওষুধ পড়ে, তা হ'লে তাতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের ভয়টাই বেশী নয় কি?

বিরোচন। পারো—পারো—এ একটা কথা বল্‌তে পারো। ঠিক রোগের মত ওষুধটা পড়া চাই। তা চাই বই কি! এঃ, আবার ফেরে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি।

সীমা। এতে আর ফের কোন্‌খানটায় বাছা? এ আর কে না জানে যে, সংসার-রোগে রোগীর এক ফাঁকায় দাঁড়ানো ছাড়া অন্য ওষুধ আজও তৈরি হয় নাই।

বিরোচন। এই তো কেটে গেল। রোগও যেমন উৎকট—ওষুধও তেমনি তীব্র। হয়েছে—হয়েছে কিন্তু মশায়! এইবার তুমি এক বাঁশ জলে প'ড়ে গেছ বাবা!

অনন্ত। আমি পড়ি উদ্ধার আছে, তুমি যে—

বিরোচন। আর কথা ক'য়ো না কিন্তু মশায়! মিটে গেল যখন, তখন আর কেন? তুমি একটি ক'রে চুলকানি তুল্‌ছো, আর মা সুতরাং

সেইটী নিয়ে টেপাটেপি করছে। আমায় মাঝে ফেলে যেন একটা বিশ্রী নাস্তা-নাবুদ আরম্ভ হ'য়ে গেছে। যাও—যাও, আর কথা ক'য়ো না।

অনন্ত। নিষেধ করছো যখন, তখন দরকার কি? তবে কি না, উচিৎ কথা না ক'য়ে থাকা যায় না—

বিরোচন। আবার সেই ঘ্যানঘ্যানানি আরম্ভ করলে?

অনন্ত। রেগো না বাবা, যা বলি—শোন।

সীমা। আবার শুন্‌বে কি—শোন্‌বার কি আছে?

বিরোচন। না—এদের মতলব ভাল নয়। কথার শেষ করতে চায় না, কেউ পরাজয় মানে না। এরা দু'জনে জুটে আমায় ঠিক পুতুল নাচের মত নাচাচ্ছে; আমার যেন কোন স্বত্ত্বা নাই। আমি আপনাকে হারিয়ে বস্‌ছি! না—না, আর ওদের কারো কথায় কান দেবো না। আমি আপনাকে ধরবো—আপনার মতলবে যা হয় একটা ক'রে ফেল্‌বো।

সীমা। কিন্তু—আমি তোমায় সুযুক্তিই দিচ্ছি।

অনন্ত। আরে রেখে দাও তোমার যুক্তি।

বিরোচন। চুপ কর—চুপ কর বল্‌ছি; নইলে এখনি টুঁটি টিপে ধরবো। আমি তোমাদের কতকটা চিনেছি। বল দেখি, তোমাদের মতলবখানা কি? আমায় নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেবে, না এই রকম কানে ধ'রে ওঠা বসা করাবে?

গীত।

অনন্ত।— মাটী নিয়ে ব'সে পড়, উঠ্‌বে বল কার কথায়।
সীমা।— ওঠার মত উঠে চল, বস্‌লে জন্ম ব্যর্থ যায়।
অনন্ত।— উঠ্‌তে গেলে আছাড় খাবে হবে থেঁতো মুখ,
সীমা।— ব'সে ব'সে মরবে যাতে তাতেই বা কি সুখ,

অনন্ত।— তবু তার নাইকো মরণ-ভয়

সীমা।— বাঁচা চেয়ে মরণ ভাল, জীবনটা যে বৃথায় বয়,

অনন্ত।— তুমি ব'সো,

সীমা।— তুমি ওঠো,

অনন্ত।— ব'সে যদি মজা মেলে রোদ জলে কে ছুট্‌তে চায় ?

সীমা।— আপন বুঝে কর্ম্ম কর, কাটিয়ে দিনু নিজের দায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিরোচন। চ'লে গেল ! চ'লে গেল ! এরা ঝঞ্ঝার মত উড়ে এসে ধীর প্রশান্ত সমুদ্রে অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস তুলে দিয়ে চ'লে গেল। চতুর্দ্দিকে তুফান, স্তূপীকৃত ফেনপুঞ্জ, প্রলয়ের ক্ষিপ্র গর্জ্জন। তরী ডুব্‌লো—আমার একাগ্রতার তরী ডুব্‌লো। রক্ষা কর—রক্ষা কর। ঘোর জটিলতার মধ্যে প'ড়ে সর্ব্বনাশ করেছি—সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি—আমি আমায় হারিয়ে ফেলেছি। কেউ আছ ? কেউ বন্ধু আছ ? এসো—বন্ধু হও—উদ্ধার কর,—হারানো আমায় খুঁজে দাও। [অস্থির হইয়া উঠিলেন]

দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। [ধীরস্বরে ডাকিলেন] বিরোচন !

বিরোচন। কি ললিত মধুর সস্নেহে সম্বোধন ! কি উদাস ঢল-ঢল শান্ত মূর্ত্তি ! [বিমুগ্ধ-দৃষ্টিতে দুর্লভের দিকে চাহিয়া রহিলেন]

দুর্লভ। কি দেখ্‌ছো ভাই ?

বিরোচন। দেখ্‌ছি এক আনন্দময় নূতন স্বর্গ। দেখ্‌ছি ভাই, দিব্য-জ্যোতিঃ-বিভাষিত শান্তিময় তোমার রূপ।

দুর্লভ। রূপ দেখ্‌ছো ? দেখ ভাই, দেখ। সহস্র চক্ষু উন্মীলিত ক'রে একদৃষ্টে আমার রূপ দেখ। এত রূপ চন্দ্রে নাই—এত রূপ সৃষ্টিতত্ত্বে নাই—এত রূপ বোধ হয় সৃষ্টিকর্ত্তাতেও নাই। তাই এই রূপের

বোঝা নিয়ে কেঁদে মরি। দর্শক পাই না, আপনাকে দেখাই; আদর নাই, অন্তরে থাকি।

বিরোচন। আশ্চর্য্য! বল কি? এমন নিরাময় নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল রূপের আদর নাই? জগতের কি হৃদয় নাই?

দুর্লভ। না ভাই! জগতের দ্বারে দ্বারে বেড়িয়েছি, প্রত্যেককে প্রাণে প্রাণে রূপ দেখিয়েছি, জাগতিক শোভার সঙ্গে আমার পার্থক্য যুক্তির দ্বারা বুঝিয়েছি, তবু স্থান হ'লো না ভাই! তবু কেউ ডাক্‌লে না—অনাদরেও একটা কটাক্ষ পর্য্যন্ত কর্‌লে না। তোমার কাছে এসেছি ভাই! কিছুই চাই না, একটু ভালবাস—একটু স্থান দাও। আমিও অকৃতজ্ঞ নই; অন্য কিছু না পারি, অন্ততঃ তোমার হারানো জিনিষ খুঁজে দেবো।

বিরোচন। দেবে? দেবে? আমার হারানো জিনিষ খুঁজে দেবে? আচ্ছা, আমি কি হারিয়েছি, বল দেখি ভাই?

দুর্লভ। তুমি তোমায় হারিয়েছ। আর জগতে হারাবার আছে কি ভাই!

বিরোচন। বা—বা—বা! দেখ্‌ছি, তুমি রূপে গুণে সমান। তোমার নাম কি ভাই?

দুর্লভ। জগৎ আমায় দুর্লভ বলে, কিন্তু আমি জানি, জগতে সুলভ কেউ থাকে তো সে আমি।

বিরোচন। বলুক্‌—বলুক্‌—জগৎ যা বলে বলুক্‌, আমি জগৎ ছাড়া। এস—এস ভাই! এস জগতের দুর্লভ বস্তু, ঐরূপ সুলভ হ'য়ে ধীরে ধীরে আমার হাতখানি ধর—ঐরূপ জ্ঞানগর্ভ রূপের আলোক ছড়িয়ে দিয়ে আমার আগে আগে চল—ঐরূপ বিমল বন্ধুত্বে মাতিয়ে তুলে আমায় আলিঙ্গন দাও। [বাহু প্রসারণ করিলেন]

দুর্লভ। দেখো ভাই! আলিঙ্গনের নীচে গুপ্ত ছুরিকা রেখো না—

বন্ধুত্ব করতে এসে স্বার্থের দিকে তাকিয়ো না—বুকে তুলে পায়ে ঠেলো না। [আলিঙ্গন]

বিরোচন। একি ভাই! একি হ'লো? তোমার হৃদয় স্পর্শে আমার হৃদয় জুড়ে অকস্মাৎ একটা আলোর উৎস খেলে উঠ্‌লো কোথা হ'তে?

দুর্লভ। ঐ আলোকে তোমার হারানো জিনিষ খুঁজে নাও।

বিরোচন। কৈ আমার হারানো জিনিষ? কোথায় আমার আমি? এ যে রাশি রাশি আলোকমালা! এ যে চির-চঞ্চল বিদ্যুতের অস্বাভাবিক স্থিরতা! হ'লো না ভাই! পেলুম না আমায়, শুধু আলোক দেখালে কি হবে ভাই? আমার যে চক্ষু নাই।

দুর্লভ। তবে বল ভাই! হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

বিরোচন। হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। তাই বটে! কি মধুর মন্ত্র! যেন চিরকালের একটা অলস ঘুমের ঘোর আপনা হ'তে কেটে আসছে।

দুর্লভ। আবার বল, হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

বিরোচন। হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। ঐ বুঝি ধীরে ধীরে আলোকের গর্ভ ভেদ হ'য়ে পড়্‌লো! ঐ তার মধ্যে কি দেখা যাচ্ছে নয়?

দুর্লভ। আবার জপ ঐ মন্ত্র—হরে মুরারে— [প্রস্থান।

বিরোচন। হরে মুরারে, মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। পেয়েছি—পেয়েছি। ঐ আমার সর্ব্বস্ব—ঐ আমার হারানো জিনিষ—ঐ আমার আমি। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৈত্যপুরী—রাজসভা।

সিংহাসনের একপার্শ্বে রাজমুকুটহস্তে অনুহ্লাদ, অপরপার্শ্বে শুক্রাচার্য্য, মধ্যস্থলে বলি, সম্মুখে মহানাদ, বাণ ও প্রজাগণ দাঁড়াইয়াছিলেন।

শুক্রাচার্য্য। বৎস বলি! সমবেত প্রজার সম্মতিক্রমে জাতির কল্যাণে আমি দৈত্যবংশের গুরু, সাশীষ তোমায় এই দৈত্য-সিংহাসনে অভিষিক্ত করি। [বলিকে সিংহাসনে বসাইলেন।]

অনুহ্লাদ। আমি দৈত্যবৃদ্ধ সসম্মানে তোমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিই। [বলির মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।] স্বীকার করি, আজ হ'তে তুমি সমস্ত জাতির প্রভু।

[শুক্রাচার্য্য কমণ্ডলু বারিতে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি, শঙ্খ ও উলুধ্বনি হইতেছিল।]

দৈত্যগণ। জয় দৈত্যেশ্বর বলির জয়!

অনুহ্লাদ। রাজা! প্রজাগণের আবেদন শোন।

বলি। অনুমতি করুন।

অনুহ্লাদ। রাজ-সকাশে তাদের বিনীত আবেদন, তারা জগতের পরমাণু হ'য়ে জীবন যাপন করতে চায় না।

বলি। তাঁরা কি চান?

অনুহ্লাদ। তারা চায় পর্ব্বত হ'তে,—জগৎ-সৃষ্টির ওপর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে।

বলি। তা হ'লে আমার কর্ত্তব্য?

অনুহ্রাদ। জগৎ-সৃষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড়াও—প্রাধান্যের উপর প্রতিহিংসা নাও—তোমার প্রপিতামহগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ দাও।

বলি। তা হ'লে পর্ব্বত হওয়া হ'লো কৈ পিতামহ? উচ্চতার আকাঙ্ক্ষায় এত অস্থিরতা পর্ব্বতের? পর্ব্বত শত ঝঞ্ঝায় বুক ফুলিয়ে থাকে—টলে না; সহস্র বজ্রপাতে শির পেতে রাখে—প্রতিহিংসা চায় না; লক্ষ বিবর্ত্তনেও স্থির—কারও উপর প্রতিশোধের দাবী রাখে না: তবে সে পর্ব্বত—তবে সে উচ্চ—তবে সে মহান্।

অনুহ্রাদ। না বলি! পর্ব্বত যে ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত অনায়াসে সহ্য করে, সেটা উদারতায় নয়—উপেক্ষায়! সে জানে এরূপ শত্রু যুগব্যাপী বিক্রম প্রকাশ ক'রেও তার কিছুই করতে পারবে না: তাই সে স্থির। কিন্তু অগস্ত্যের কাছে? সেখানে উদারতা চলবে না—উপেক্ষা খাটবে না—উচ্চ হ'য়ে থাকতে দেবে না, জীবনের মত ভূলুণ্ঠিত ক'রে দিয়ে চ'লে যাবে,—তার উপায়?

বলি। তার উপায় নাই পিতামহ! শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সদম্ভে উঠতে গেলেই ঐ রকম নতশির সবাই হবে। সেটা অগস্ত্যের পীড়ন নয়—নিয়তির নিষ্পেষণ।

অনুহ্রাদ। নিয়তি? নিয়তি তো দুর্ব্বলের সান্ত্বনা—অদৃষ্টবাদীর কল্পনা—কাপুরুষের প্রবোধ। কর্ম্মের পথে নিয়তি নাই—নত শির নাই—পরাজয় নাই; কেবল উদ্যম—কেবল সাধন—কেবল অগ্রসর। নিয়তির নির্দ্দিষ্ট শুভাশুভ লক্ষ্য ক'রে সিংহ করীন্দ্রের মাথায় ঝাঁপায় না; উত্থান পতনের আন্দোলন নিয়ে পুরুষকারপরায়ণ জীবন্তে নির্জীব হ'য়ে থাকে না; অস্ত যেতে হবে জানে, তবু সূর্য্য প্রত্যহ পূর্ব্বাকাশে লাল হ'য়ে ওঠে।

শুক্রাচার্য্য। তবে ওঠ দানব-সূর্য্য, মধ্যাহ্ন-তপনের মত ভাস্বর হ'য়ে

সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ স্তরে। জাতীয় সমপ্রাণতা; উদ্যমের শক্তি, আর এই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ রুদ্রমূর্ত্তিতে তোমায় রক্ষা করবে,—ভয় কি ?

বলি। না ভগবান্, রক্ষার ভাবনায় আপনার দীক্ষিত শিষ্য কখনও লক্ষ্য হ'তে টলে না। পতনকে পশ্চাতে নিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হ'তে বলি কখনও ভয় পায় না। সে জন্য ভাবি না গুরুদেব! ভাব্ছি, আমার এ কি হ'লো? কোথায় ছিলাম—কোথায় এলাম! সিংহাসনটা যে কেবল মড়ার মাথা দিয়ে তৈরী।

অনুহ্রাদ। তা বুঝি আজ বুঝ্লে? আগে কি ভেবেছিলে, সিংহাসনটা কতকগুলো ফুলের তোড়া দিয়ে তৈরি? রাজ্যশাসন জিনিষটা চাঁদের কিরণ, বসন্তের বাতাস, পাখীর গান, এই রকম একটা কিছু? এমন একটা দৈত্যজাতির শীর্ষস্থানে ওঠা ছেলেখেলা? তা যদি ভেবে থাক, তবে নাম। অত কোমল, অমন তাপ সহ্য করতে পারবে না। ওখানে অবিশ্রান্ত চিতার অঙ্গার ছড়ান রয়েছে—শত বৃশ্চিক মুখ ব্যাদান ক'রে ফিরছে—সহস্র অজগর একযোগে নিশ্বাস ছাড়্ছে। নাম—নাম বলি, আমি ভুল করেছি, ওখানে বাস করা তোমার কর্ম্ম নয়।

বলি। [মস্তক অবনত করিলেন, তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল।]

বাণ। ও কি বাবা! মাথা হেঁট করলে কেন? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে কেন? এমন আনন্দের মুহূর্ত্তে অমন ধারা মুখ শুকিয়ে গেল কেন? ভাব্ছো কি?

বলি। ভাবছি বাণ, এর পরিণাম কি?

বাণ। পরিণাম অক্ষয় কীর্ত্তি—অতুল গৌরব—আশ্চর্য্য নির্ব্বাণ।

বলি। নির্ব্বাণ! নির্ব্বাণ কি পুত্র! এ যে দিগন্তব্যাপী কামনার কোলাহল ভেদ ক'রে কি একটা অশ্রুত বেদধ্বনি আমার কানে বেজে

উঠ্‌লো! এর পরিণাম নির্ব্বাণ? কার কাছে শুন্‌লে পুত্র! এক নারায়ণদর্শন ব্যতীত যে জীবের নির্ব্বাণ নাই বাণ!

বাণ। এতেও নারায়ণদর্শন হবে বৈ কি পিতা। তবে এ দর্শন ষড়দর্শনের অতীত। দেখ্‌ছিলে প্রীতির চক্ষে, দেখ্‌তে হবে প্রতি-হিংসার তীব্র দৃষ্টিতে। দেখ্‌ছিলে পূজা-মন্দিরে, দেখ্‌তে হবে শোণিত-সিক্ত রণাঙ্গনে। দেখ্‌ছিলে পুষ্প দিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে, দেখ্‌বে বাণের সাহায্যে সম্মুখীন বর্ত্তমানে।

বলি। [স্বগত] তাই বা মন্দ কি? দেখ্‌ছিলাম—মুরলীধর শ্যাম-রূপ, দেখ্‌বো চক্রধর কালো রূপ; দেখ্‌ছিলাম—বিদ্যুন্মালাবিলসিত জলধর-পটলের মৃদু মৃদু হাসি, দেখ্‌বো প্রলয় গগনে প্রবল বিক্রমে ঘূর্ণ্যমানা জ্বালা-ময়ী উল্কারাশি। তাতেই বা ক্ষতি কি! বিষও বিকারীর মৃত-সঞ্জীবনী। [প্রকাশ্যে] তাই হোক্। আয় বাণ! আয় প্রাণাধিক! আমি প্রাণ-পাতে কর্ম্মের পথে দাঁড়াই, তুই সহস্র বাহু মিলে আমার সাহায্য কর্।

অনুহ্রাদ। সম্রাট!

বলি। পিতামহ! আর আমার কোন দ্বিধা নাই; আমি যুদ্ধ কর্‌বো,—দ্বাদশ মার্ত্তণ্ডের তেজঃ নিয়ে জ্ব'লে উঠ্‌বো—অষ্টবজ্রের অগ্নিদাহ একাধারে নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের উপর ছড়িয়ে পড়্‌বো; আপনারা সমরসজ্জা করুন।

অনুহ্রাদ। বহুপূর্ব্ব হ'তেই সে সজ্জা ক'রে রেখেছি প্রাণাধিক! অগ্রসর হও, দেখ্‌তে পাবে আমার একাগ্র কঠোরতা, দেখ্‌তে পাবে বৃদ্ধের অধ্যবসায়, দেখ্‌তে পাবে আমার জীবনব্যাপী আয়োজন।

গীত।

প্রজাগণ।—মোরা রাখিব বিশ্বে দানবকীর্ত্তি একতাবদ্ধ যতেক বীর।

বালকগণ।—মোরা শিখেছি জাতীয় কল্যাণপদে ঝলকে ঝলকে দিতে রুধির।

প্রজাগণ।—মোরা বাত্যার মত অসীম সাহসে ক্রুদ্ধ করিব সিন্ধু-নীর,
বালকগণ।—বিন্ধ্যের মত গর্ব্বিত হ'য়ে, তুলিব অভ্র ভেদিয়া শির;
প্রজাগণ।—যায় যাক্ ভেসে সৃষ্টি,
বালকগণ।—হোক্ অন্ধ গ্রহের দৃষ্টি,
প্রজাগণ।—উল্লাসে মোরা হা হা-হা হাসিব, ভাসিব রক্তে দানবারির,
বালকগণ।—মন্দাকিনী করি বিশুদ্ধ বহাবো প্রবাহ ভোগবতীর।
প্রজাগণ।—স্নেহ দয়া মায়া বঞ্চিত আজ উত্তেজনায় হৃদয় অধীর,
বালকগণ।—কালকুট পান করি আকণ্ঠ পায়ে ঠেলে যত রসাল ক্ষীর,
প্রজাগণ।—সঘনে বল জয়,
বালকগণ।—মরণে কিবা ভয়,
প্রজাগণ।—মরিব কিম্বা মারিব পণ শপথ পূজা তরবারির,
বালকগণ।—ধরিব হস্ত মুছাব পদ মলিনা জয়শ্রী সুন্দরীর॥

বলি। [সিংহাসন হইতে উঠিয়া] তবে আর কালক্ষয় বৃথা! পাঠ কর প্রতিজ্ঞা-মন্ত্র, জীবন কর পুষ্পাঞ্জলি, ব্রতী হও বিজয়-পূজায়।

সকলে। জয় দৈত্যেশ্বর বলির জয়!

বলি। জ্ব'লে ওঠো দাবাগ্নির মত—একত্র হও প্রাবৃট জলধরের মত —ছুটে চল বিশ্বপ্লাবী বন্যার মত।

সকলে। জয় দৈত্যেশ্বর বলির জয়! [প্রস্থানোদ্যোগ]

প্রহ্লাদ প্রবেশ করিলেন।

প্রহ্লাদ। দাঁড়াও, সম্রাট সকাশে আমার একটা নিবেদন আছে।

বলি: পিতামহ!

প্রহ্লাদ। এমন একটা সৃষ্টিসংহারী সমর আহ্বানে দৈত্যপুরীর আবাল-বৃদ্ধ সমগ্র প্রজা নিমন্ত্রিত হ'লো, আমি সংবাদ পাই না কেন সম্রাট? আমি কি দৈত্যনাথের প্রজার তালিকার বাইরে?

বলি। [অনুহ্রাদের প্রতি] পিতামহ !—

অনুহ্রাদ। হাঁ, সংবাদ দেওয়া হয় নাই। বুঝেছিলাম, তাতে দৈত্যনাথের বিশেষ কোন লাভ নাই।

প্রহ্লাদ। কেন দাদা! আমি কি অস্ত্র ধর্‌তে অক্ষম? আমার কার্ম্মুকটঙ্কারে আর কি বিশ্ব বধির হয় না? কেন দাদা! বৃদ্ধ হয়েছি ব'লে? যদিও বয়স হয়েছে, তবু আমি তো তোমার কনিষ্ঠ!

অনুহ্রাদ। সে জন্য নয় ভাই! বলা হয় নাই—এ সংঘর্ষে তুমি আপনাকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌বে না ব'লে।,

প্রহ্লাদ। আপনাকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌বো না? বল কি দাদা? এত অস্থির প্রকৃতি প্রহ্লাদ? স্বর্গের নামে শির নত করে ব'লে তার আত্মমর্য্যাদা নাই? এত কাপুরুষ তোমার ভাই, দেবতার অর্চ্চনা করে ব'লে জাতীয় গৌরব জানে না? ধন্যবাদ দিই দাদা তোমাকে—ধন্যবাদ দিই তোমার ধারণাকে।

অনুহ্রাদ। [সবিস্ময়ে প্রহ্লাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন] কি বল্‌ছো প্রহ্লাদ! আমি তোমার ভাষা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না ভাই! সব যেন জটিল—সব যেন প্রহেলিকাময়—সব যেন রহস্যগর্ভ। তুমি যুদ্ধ করবে?

প্রহ্লাদ। তা না হ'লে বিনা আহ্বানে আপনা হ'তে ছুটে আস্‌বো কেন দাদা? আমি যুদ্ধ কর্‌বো, ঠিক রাজভক্ত প্রজার মত যুদ্ধ কর্‌বো—আমার বল্‌তে কিছু আছে, সব দিয়ে যুদ্ধ কর্‌বো।

অনুহ্রাদ। তোমার নারায়ণের বিপক্ষে?

প্রহ্লাদ। আমার নারায়ণের বিপক্ষে, আমার ইহকাল পরকালের বিপক্ষে, আমার মজ্জাগত প্রবৃত্তি - জন্মব্যাপী লক্ষ্যের বিপক্ষে।

অনুহ্রাদ। আশ্চর্য্য!

প্রহ্লাদ। আশ্চর্য্যের কিছু নাই দাদা! যতদিন পেরেছিলাম—তোমাদের এ পথ হ'তে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম। যখন পারলাম না—তখন আর উপায় কি দাদা? ধর্ম্ম নিয়ে যত দ্বন্দ্বই করি না, কর্ম্মের সময় আমি তোমাদের, সম্পদের কালে যত শত্রুই হই না, বিপদের সময় আমি তোমাদের। সেই আমার জাতীয়তা—সেই আমার আত্ম-প্রসাদ—সেই আমার কর্ত্তব্য। জগতের কোন প্রীতিকর বস্তু আমি একা ভোগ করতে চাই না—ভোগ করতে চাই সমস্ত দৈত্যজাতির সহিত। তা যখন পারলাম না, তখন তোমাদেরও যে দশা—আমারও তাই।

অনুহ্লাদ। [আবেগভরে বলিলেন] বুকে আয় ভাই, বুকে আয়—শীত গ্রীষ্ম মিলে মধুর বসন্তের উদয় হোক, অনেক দিন পর আমি আবার ভাইয়ের দাদা হই। [আলিঙ্গন]

প্রহ্লাদ। দাদা—দাদা!

বলি। [অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে] কি আশ্চর্য্য মিলন! [প্রহ্লাদের প্রতি] তবে গ্রহণ করুন পিতামহ, এ রাজ্যের কল্যাণভার, গ্রহণ করুন এই অস্ত্র, গ্রহণ করুন এই দুর্ব্বার সংগ্রামের সেনাপতি-পদ। [অস্ত্র প্রদান]

প্রহ্লাদ। রাজদত্ত এ অস্ত্র পরিচালন করতে হৃদয়ের সমস্ত রক্তবিন্দু আমার মুষ্টিমধ্যে আসুক; আমার জীবনপাতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হোক, ঐহিক পারত্রিক আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে এ পদের মর্য্যাদা রক্ষা হোক।

শুক্রাচার্য্য। বল, জয় দৈত্যেশ্বর বলির জয়!

সকলে। জয় দৈত্যেশ্বর বলির জয়!

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণভূমির একপার্শ্ব।

কাল, কুবের, পবন, ইন্দ্র, দাঁড়াইয়াছিলেন,
দেবর্ষি গাহিতেছিলেন।

দেবর্ষি।—

গীত।

বল জয় শত্রু-নিসূদন নারায়ণ।
জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী
মুরহর মধুসূদন।
মৎস্য কূর্ম্মরূপী কল্যাণ পারাবার,
হিরণ্যাক্ষহারী বরাহ অবতার,
কনককশিপু-অরি হে নরকেশরি,
দুষ্ট দমনকারী দীপ্ত নয়ন।
সূর্য্য তেজঃ তব সৃষ্ট কলেবর,
উচ্চ শির তব হিমাদ্রি-শিখর,
জীমুতমন্দ্র সে তো তোমারি কণ্ঠস্বর,
সপ্তসিন্ধু প্রভু তোমারি শয়ন॥

[প্রস্থান।

পবন। শত্রুসৈন্য ক্রমেই অগ্রসর হ'চ্ছে। আর বাধা না দিলে রোধ করা কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়্‌বে। অনুমতি দাও সেনাপতি! আক্রমণ করি।

কাল। সকলেরই অভিমত তাই?

ইন্দ্র। তোমার কি যুক্তি সেনাপতি?

কাল। আমার নিবেদন, আমরা আক্রমণকারী নই, সেজেছি মাত্র আক্রমণ ব্যর্থ করতে। শক্তির পরীক্ষা দিতে আমরা আসি নাই, আমরা এসেছি শক্তির পরীক্ষা নিতে। হত্যাকাণ্ডের সূচনায় দেবতার নাম থাকতে পারে না, দেবতা থাকবে অবশ্য কর্ত্তব্যের পাছে পাছে।

ইন্দ্র। দেবতার যোগ্য সেনাপতি তুমি কাল! আমারও সঙ্কল্প তাই। দেবগণ! সহস্র রোষদৃষ্টি অগ্নিশিখার মত ধেয়ে এসে তোমাদের উপর পড়ুক্, তোমাদের শ্রী সেই প্রীতিপ্রফুল্ল থাক্; অবারিত দানবী স্পর্দ্ধা অভিশাপের মত উড়ে এসে তোমাদের নত করবার চেষ্টা করুক্, তোমরা সেই করুণাপ্লুত বরদ হৃদয়খানি নিয়ে সবার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক; অনন্ত পরাজয় এসে বন্যার মত তোমাদের বীরত্ব-কাহিনী সৃষ্টি হ'তে ধুয়ে নিয়ে যাক্, দেখো—লক্ষ্য রেখো, দেবতার গৌরব যেন ম্লান না হয়।

সকলে। জয় স্বর্গাধিপ দেবেন্দ্রের জয়!

ইন্দ্র। তা নয় ভাই! বল তাঁর জয়, যার দয়ায় ইন্দ্র—যার দান এই স্বর্গ—যার ইচ্ছায় তোমরা দেবতা। গাও সেই গান, নির্জীবও যে সুরে জীবন্ত হ'য়ে নেচে উঠ্‌বে—অস্ত্র বিনা ক্ষেপণে আপনা হ'তে গর্জ্জন ক'রে ছুট্‌বে—শত্রুর চক্ষেও প্রেমধারা প্রবাহিত ক'রে একটা নবীন শক্তি রণস্থলে ফুটে উঠ্‌বে। বল, জয় শত্রু-নিসূদন নারায়ণের জয়!

সকলে। জয় শত্রু-নিসূদন নারায়ণের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, বলি, বাণ ও মহানাদের প্রবেশ।

বাণ। প্রবল বিক্রমে বিশ্ববক্ষ কাঁপিয়ে ক্রমশঃই সম্মুখদিকে অগ্রসর হ'চ্ছি, কিন্তু কৈ, শত্রুপক্ষের বাধা দেবার কোন উদ্‌যোগই তো দেখি না।

প্রহ্লাদ। ওরা এখন বাধা দেবে না বৎস!

অনুহ্রাদ। দেবে কখন? বন্যায় কণ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রাস করলে? আগুন চতুর্দ্দিক অধিকার ক'রে বস্‌লে? বিষ সবটা রক্তের সঙ্গে মিশে গেল?

প্রহ্লাদ। হাঁ দাদা, এক প্রকার তাই।

অনুহ্রাদ। আশ্চর্য্য! শত্রুকে এমন প্রবল করা—সর্ব্বনাশকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া—যুদ্ধে নেমে পরাজয়কে ডেকে নেওয়া, এ আবার কোন্ নীতি?

প্রহ্লাদ। এ নীতি কখনও দেখ নি দাদা! একে বলে দেবনীতি।

মহানাদ। দেবনীতি! ঐ গৌরবই ওদের সর্ব্বনাশ করবে। ঐ স্পর্দ্ধাই ওদের পর্ব্বতশৃঙ্গ হ'তে গভীর কূপে আছড়ে ফেল্‌বে; দেবত্বের অভিমান নিয়ে ওরা আপনার জালে আপনি জড়িয়ে মরবে। লোকের অধঃপতন ঘটাতে উচ্চতার কাছে আর কেউ নাই।

প্রহ্লাদ। তা বটে মহানাদ! তবু ওরা উচ্চতা ছাড়্‌বে না! প্রবল ঝঞ্ঝা ভূকম্পনে অত্যুচ্চ অট্টালিকার মত ওরা একেবারে চুরমার হ'য়ে পড়্‌বে, তবু বৃক্ষলতার মত ওলটপালট করতে মাটী কাম্‌ড়ে থাক্‌বে না। ওরা শত্রুর বর্শায় বুক পেতে দেবে, তবু আগে বর্শা তুলবে না শুদ্ধ ঐ টুকুই ওদের অন্য সকল জাতি হ'তে বিশেষত্ব।

বলি। তা হ'লে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

প্রহ্লাদ। আমাদের আবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার কি? আমরা আক্রমণ করতে এসেছি, আক্রমণ করবো। সিংহের মত শিকারের সম্মুখে থাবা পেতে বসেছি, চক্ষুর নিমেষে ঝাপিয়ে পড়্‌বো! সৃষ্টির সমস্ত উদারতা, সমস্ত অনুকম্পা, সমস্ত মহত্ত্বের মাথায় পদাঘাত ক'রে নিষ্ঠুরতার রক্তাক্ত শকট নিঃসঙ্কোচে চালিয়ে দেবো।

অনুহ্রাদ। এই তো সোজা কথা! এসেছি যুদ্ধে—এখানে হৃদয়

নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চল্‌বে না! মাথা ঘামাতে হবে অস্ত্রচালনা নিয়ে। বিচার বিবেচনা কর্ত্তব্য সব ভুলে যাও; চালাও সৃষ্টির প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিরাট হত্যাকাণ্ড।

বলি। হোক্ তবে চরণে দলিত দয়া, ধর্ম্ম,
বিবেক, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ বৃত্তি যত এ সৃষ্টির।
চাহিও না কোন দিকে, মুদে থাক আঁখি,
শুনিও না কিছু, শ্রবণে অঙ্গুলি দাও,
ভুলে যাও অনুভূতি, হৃদয় পাষাণ কর,
মাত্র ধর কর্ম্মের নিশান,
শুদ্ধ ছোট শক্তির প্রবাহে।

প্রস্থান।

প্রহলাদ। বল, জয় দৈত্যেন্দ্র বলির জয়!

সকলে। জয় দৈত্যেন্দ্র বলির জয়!

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল-সান্নিধ্য।

বিরোচন।

বিরোচন। হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। কে জান্‌তো বাবা, এতে এত রস! রসনা অবশ হ'য়ে ওঠে! কি সুন্দর! হরে মুরারে মধুকৈটভারে,—কি মধুর, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। আহা-হা, সবাই কেন এই মন্ত্র জপে না? জগৎ

কি রসের ধার ধারে না? না—না, জগৎ তো চিরকেলে রসিক! সে জন্মাবধি রস খুঁজ্‌ছে—কিন্তু হাত্‌ড়ে পাচ্ছে না। পাবে কোথা? রস চাচ্ছে, নীরস ঐশ্বর্য্যের পায়ে মাথা ঠুকে; রস খুঁজ্‌ছে, কদর্য্য নারী-রূপের ভিতর দিয়ে; রস ভিক্ষা কর্‌ছে, নশ্বর যশঃ মানের পূজা ক'রে। পায় কি? আসল রসের ভাণ্ডার খোলা, তবু সেদিকে মোটেই তাকাচ্ছে না। এসো না, এসো না ভাই, একটু পাশ কাটিয়ে এদিকে এসো না? এই যে রসের অতল কূপ—হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

অনন্ত প্রবেশ করিল।

অনন্ত। কি হে! তুমি যে আবার এখানে?

বিরোচন। আবার—আবার তুমি? সেই অনন্ত—অসীম!

অনন্ত। হাঁ বাবা, সেই অনন্ত; কিন্তু বলি, এই যুদ্ধস্থলের পাশে দাড়িয়ে উঁকি-ঝুকি মার্‌ছো কেন? দু' এক হাত দেখ্‌বে না কি?

বিরোচন। [ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন] এটা রণস্থল! কে বল্‌লে? এঁ্যা! তাই তো বটে! ঐ যে স্বার্থের বাজনা বাজ্‌ছে! ঐ যে মাতালের দল আপনার খেয়ালে নাচ্‌ছে! ঐ যে সব কুকুরের মত এ ওর টুঁটী কাম্‌ড়ে ধর্‌ছে! না বাবা, কিন্তু মশাই! আমি ঠাওরাতে পারি নি, ভুলে এসে পড়েছি,; মাপ কর বাবা! এই আমি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

অনন্ত। আরে, যাবে কোথা? এলে যখন এতটা, তখন একটু দেখেই যাও।

বিরোচন। কি দেখ্‌বো বাবা, কি দেখ্‌তে বল্‌ছো?

অনন্ত। এই যুদ্ধবিদ্যাটা আজও আয়ত্তে আছে কি না, আর কি!

বিরোচন। ও আর দেখ্‌তে হবে না বাবা! ও সব লোক মারা বিদ্যে আমার পেটে গজ্‌গজ্‌ করছে! ওর পরখে আর দরকার নাই। এখন একটু লোক বাঁচানো বিদ্যে খুঁজ্‌ছি, দিতে পার? দেখাতে পার? সন্ধান ব'লে দিতে পার?

অনন্ত। এই কথা? আরে ও তো ঐখানেই পাবে। তোমার লোক মারা বিদ্যেও যেখানে, লোক বাচানো বিদ্যেও সেইখানে। সূর্য্য যে শক্তিতে সমুদ্রকে শোষণ করে, সেই শক্তিতেই পৃথিবীকে সরস করে। সেটা কি তার সমুদ্রমারা বিদ্যে বাবা? একটা মাথা নিলে যদি এক লক্ষ মাথা বাঁচে, সেটাকে লাঠিয়ালি বলে তোমার কোন্‌ শাস্ত্রে? নাও—নাও, তোমার ও সব পাগলামি ছেড়ে দাও।

বিরোচন। তুমি কি বল্‌ছো? তোমার কথা ঠিক শুন্‌তে পাচ্ছি না, আমার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ঝড় চলেছে। যদিও একটু আধটু শুন্‌তে পাচ্ছি—কিন্তু ভাষা বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, আমি যেন এ দেশের নই। জোরে বল—বুঝিয়ে বল—ঠিক ক'রে বল।

অনন্ত। যা বলেছি, ঠিক বলেছি। হেতের ধর—হেতের ধর। চোখের সাম্‌নে অমন একটা যুদ্ধ চল্‌ছে, তোমার পা দু'খানা আপনা হ'তে নেচে উঠ্‌ছে না?

বিরোচন। এই যা! মাথাটা খেলে, আবার ভেল্কি লাগালে দেখ্‌ছি।

সীমার প্রবেশ।

সীমা। ভেল্কি লাগাবে কি? ধূলোপড়া দাও—তোমার সেই আপ্তসারা জপ।

বিরোচন। এলো তো মা সুতরাং! কোথা ছিলে এতক্ষণ? এই

দেখ, আমায় নেহাৎ একলাটী পেয়ে তোমার কিন্তু মশায় বেজায় জবর-দস্তি আরম্ভ করেছে। ও বলে কি না যুদ্ধ কর। হাঁ মা! তাই করবো?

সীমা। সে কি! এতদূর উঠে ডিগ্‌বাজি খেয়ে পড়্‌বে? বল কি?

অনন্ত। আর এতদূর এসে গোঁফ চুম্‌রে শুধু ফিরে যাবে—মাইরি?

সীমা। তুমি কি মনে করেছ বল দেখি?

অনন্ত। যাও—যাও, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না?

সীমা। তোমার সঙ্গে কথা কইবার জন্যই বা কোন পোড়ারমুখী বিরহ-শয্যায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে?

অনন্ত। কি হে! তুমি যুদ্ধ করবে কি না বল দেখি?

বিরোচন। এঁ্যা—তাই তো!

সীমা। সাফ জবাব দাও না—যা ছেড়েছি, তা আর ধরবো না।

বিরোচন। তা—তা—তা নয় তো কি?

অনন্ত। তা নয় তো কি? তোমার সমস্ত দৈত্যজাতি—ছেলে বুড়ো ক'রে সবাই এই যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, আর তুমি—

বিরোচন। সত্যি—সত্যি কিন্তু মশায়? আমাদের সবাই—

সীমা। এঃ, তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে বটে? তোমার দৈত্যজাতি লড়াই করছে তো তোমার কি? তারা নরকে ডুব্‌ছে ব'লে আমাকেও তাই করতে হবে? বিরোচন! সাবধান! যখন সরেছ, তখনও জাতির গণ্ডী হ'তে স'রে দাড়াও, সকল জাতির অতীত হও। দেখ্‌বে, জাতি ব'লে কিছু নাই—জাতি ব'লে কোন কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়।

বিরোচন। ঠিক! না—আমি জাতি চাই না! জাতীয় কর্ম্ম আমার ধর্ম্ম নয়, জাতীয় উদ্দেশ্য আমার লক্ষ্য নয়। জাতি কি আমার জীবন-সমুদ্রের পরপারে গিয়ে আমার জন্য এই রকম অস্ত্র ধরতে পারবে? আমায় রক্ষা করতে পারবে? তবে কিসের জাতি?

অনন্ত। তা পারবে না, তবু জাতি—জাতি। তোমার চোখে জল দেখলে জাতির বুক ফাটে; তোমার রক্তপাত দেখলে তাদের রক্ত গরম হয়। যাক্ সে কথা, এখন ওদিকে দেখ্ছো—তোমার পৌত্র কি সর্ব্বনাশ করতে বসেছে! সে পবনের সঙ্গে লড়াই দিতে চলেছে।

বিরোচন। আমার পৌত্র বাণ? হায়—হায়—হায়! বাছা কি আর ফিরবে?

সীমা। কে পৌত্র? কার পৌত্র? কে ফিরবে—না ফিরবে, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার? তুমি নিজে ফেরো, দেখ্বে—সংসারের কারো ফেরা ঘোরার জন্য বড় একটা যায় আসে না।

বিরোচন। সে কথা স্বীকার করতে হবে বৈ কি। দেখ্তে তো পাচ্ছি, মাত্র দু'দিন লোক লোকের জন্য কাঁদে, তারপর যা কে তাই। আবার হাসে আবার খেলে, আবার একটা কিছু নিয়ে আপনাকে মজিয়ে তোলে; এই তো সংসার—এই তো তার সম্বন্ধ!

অনন্ত। তোমার সম্বন্ধ-জ্ঞান তো খুব টন্‌টনে দেখ্ছি। নিজের পৌত্র—যাক্, এদিকে দেখ বিরোচন! তোমার পুত্র ইন্দ্রের সম্মুখে!

বিরোচন। ইন্দ্রের সম্মুখে? তার হাতে বজ্র আছে যে!

সীমা। সাবধান! সে বজ্র তার মাথায় না প'ড়ে তোমার মাথাতেই যেন আগে পড়ে না।

বিরোচন। কিছুই বুঝ্তে পারছি না, আমি যেন কি হ'য়ে যাচ্ছি। ছেলের মাথায় বাজ পড়ছে, সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে নিজের মাথা বাঁচাতে হবে! এ বেটী বলে কি? আমি কি পশু?

অনন্ত। আবার ওদিকে দেখ বিরোচন! কি ভয়ানক! তোমার পিতা—বৃদ্ধ পিতা আজ কালের মুখে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোলে।

বিরোচন। পিতা! পিতা!

সীমা। সাবধান বিরোচন!

বিরোচন। আর সাবধান! এবার আমার যথার্থই কান্না এসেছে। পুত্র, পৌত্র মন হ'তে মুছে দিয়েছিলুম, এ আমার পিতা—যা হ'তে আমি বিরোচন। সারগর্ভ হ'লেও—না, এবার আর তোমার কথা টিক্‌লো না, ভেসে গেল—আমিও ভাস্‌লুম।

গীত।

সীমা।— ভেসো না কূল পাবে না, এ যে অকূল সমুদ্দুর।
অনন্ত।— না হয় তবে দেখ্‌বে ডুবে পাতালখানাই কত দূর।
সীমা।— পাতাল দেখে লাভ কি, সে তো অন্ধকার আর সাপের বাস'
অনন্ত।— সাপের মাথায় মাণিক থাকে, আঁধার হ'তেই আলোর আশা,
সীমা।— সোজা পথ সাম্‌নে প'ড়ে, ঘুর্‌বে কেন এমন ঘুর।
অনন্ত।— আ-মরি কি বুদ্ধিটা তোমার ক্ষুরের ধার,
সীমা।— হঠ্‌ছো বাছু পদে পদে মিছে গরব কর্‌ছো আর,
কেবল তোমার দাঁতখামুটা সার,—
অনন্ত।— তোমার ঘুর-ঘুরানি ভাঙ্গবো এবার মাজা ভেঙ্গে কর্‌বো চুর,
সীমা।— উড়্‌তে নারো কাঁচা ডানা করছো তাই ফুর্‌ফুর্‌।

[অনন্ত ও সীমার প্রস্থান।

বিরোচন। তাই তো, এরা কারা? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ধেয়ে আসে, আমার দু' হাত ধ'রে দু'জনে টানাটানি করে, নাচে—গায়—চ'লে যায়। এদের মধ্যেও যেন একটা বিরাট লড়াই চল্‌ছে—প্রভুত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব হ'চ্চে—আমাকেই যেন ওদের জয়-পরাজয়ের দৃষ্টান্ত ক'রে তুলেছে! তা হোক্‌, তবু আমি যুদ্ধ কর্‌বো। আমার পিতা—আমি যুদ্ধ করবো! আমার ইহকাল পরকাল—আমি যুদ্ধ কর্‌বো। [গমনোদ্যত]

দুর্লভ প্রবেশ করিল।

দুর্লভ। হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। বিরোচন!

বিরোচন। আবার সেই কিশোর মূর্ত্তি! ভাই! ভাই!

দুর্লভ কোথা যাচ্ছিলে ভাই?

বিরোচন। কোথা যাচ্ছিলাম? তাই তো, কোথা যাচ্ছিলাম—মনে আসছে না যে ভাই!

দুর্লভ। যুদ্ধে যাচ্ছিলে নয়?

বিরোচন। তা হবে! তবে সে আমি যাই নাই ভাই, কে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দুর্লভ। টেনে নিয়ে যাচ্ছে তোমার পিতৃভক্তি, তোমার পুত্রস্নেহ, তোমার পৌত্রের মায়া—এই তো?

বিরোচন। তা মিথ্যা নয়।

দুর্লভ। তারা তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি তাদের টান্‌তে পার্‌ছো না? এই শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নাম্‌ছো বিরোচন?

বিরোচন। এ আবার তুমি কি কথা বল্‌ছো?

দুর্লভ। যুদ্ধের কথাই বল্‌ছি। আসল যুদ্ধের কথা—অন্তর্যুদ্ধের কথা,—এ বহির্যুদ্ধের কথা নয়!

বিরোচন। অন্তর্যুদ্ধ?

দুর্লভ। অন্তর্যুদ্ধ—তোমার সঙ্গে তোমারই যুদ্ধ।

বিরোচন। আমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ?

দুর্লভ। হাঁ বিরোচন! তোমার ভিতর আব একটা তুমি লুকিয়ে রয়েছে, টের পাচ্ছ?

বিরোচন। এ্যাঁ! বল কি?

দুর্লভ। সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মৎসর্য্য, ছ' জন সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়ে প্রবল বিক্রমে তোমায় আক্রমণ করছে, দেখতে পাচ্ছ?

বিরোচন। ওঃ—

দুর্লভ। তুমি হঠ্‌ছো—বুঝতে পারছো?

বিরোচন। হঠ্‌ছি—হঠ্‌ছি,—তাই তো বটে! তা হ'লে কি করি?

দুর্লভ। যুদ্ধের জন্য পাগল হয়েছিলে বিরোচন, যুদ্ধ কর। নিজের ভিতর এমন দুরু দুরু যুদ্ধের দামামা বাজছে—শত্রুর খড়্গ মাথায় ঝুলছে, আর তুমি যাচ্ছ কোথায় ভাই? কে বললে—ওখানে তোমার পিতা-পুত্র বিপন্ন? সে সব মিথ্যা; তোমার প্রকৃত পিতা, পুত্র, পৌত্র, বিপন্ন এইখানেই।

বিরোচন। এখানে আমার পিতা—পুত্র—পৌত্র?

দুর্লভ। দেখ বিরোচন, তোমার বৈরাগ্য-পৌত্র ভ্রম-জয়ন্তের সম্মুখে; সে বাণে বাণে তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। দেখ ভাই, তোমার বিবেক-পুত্র মোহ-শচীশ্বরের করতলে; সে বজ্রাঘাতে বুঝি তাকে ছাই ক'রে দেয়! আরও দেখ বন্ধু, সর্ব্বশেষে সর্ব্ব উচ্চে তোমার জ্ঞানরূপ বৃদ্ধ পিতা কামরূপী মহাকালের মুখগহ্বরে। বিরোচন! ভাই! যদি যোদ্ধা হও, অগ্রসর হও—যুদ্ধ কর—ওদের বাঁচাও।

বিরোচন। কি ক'রে বাঁচাবো? এ যে অদৃষ্টপূর্ব্ব রণস্থল! এ যে অভিনব যুদ্ধ! এ যে অমর হ'তেও অমর শত্রু! ভয় হ'চ্ছে ভাই! এ যুদ্ধবিদ্যা আমার শেখা নাই যে ভাই! আমি কি অস্ত্র ব্যবহার করবো ভাই?

দুর্লভ। এ যুদ্ধের অস্ত্র সংযম—বিচার—সাধনা।

বিরোচন। ও-হো-হো! আমার চৈতন্য হয়েছে। আমি ভ্রমে

আচ্ছন্ন ছিলাম—মোহ আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রাস ক'রে ফেলেছিল—কাম আমার সকল শক্তি সুপ্ত ক'রে রেখেছিল। চোখ ফুটেছে—শক্তি জুটেছে—অস্ত্র পেয়েছি; আমি যুদ্ধ করবো—ওদের বাঁচাবো।

দুর্লভ। তবে যাও ভাই, স্বার্থময় বহির্যুদ্ধ হ'তে এই ভীষণ অন্তর্যুদ্ধে। জয়ী সে নয়, যে রক্তস্রোত প্রবাহিত ক'রে অবহেলে বিশ্বজয় করতে পারে; জয়ী বলি তাকে, যে প্রেমস্রোত প্রবাহিত ক'রে শুদ্ধ আত্মজয় করতে পারে।

[প্রস্থান।

বিরোচন। সেদিন জপমন্ত্র পেয়েছিলাম, আজ কর্ম্ম পেলাম। তবে এসো সংযম, এসো বিচার, এসো সাধনা, আমি যুদ্ধে নামবো—আমি শত্রুসংহার করবো—আমি জয়ী হবো।

গীতকণ্ঠে কর্ম্মের আবির্ভাব।

কর্ম্ম।—

গীত।

বাজে ঐ রণভেরী।
সাজ সাজ বীর, চল চল ত্বরা, তোল রে শাণিত তরবারি।
এ যে অভিনব রণস্থল,
মায়ায় সেথায় রচিত ব্যূহ, দেখাও শিক্ষা-কৌশল,—
সচেতন কর কুণ্ডলিনীরে, ভিতরে কর্ম্ম কি দেখ বাহিরে
ষট্‌চক্র ভেদি ওই সহস্রারে সাজ সকল সমরেরি।

[বিরোচনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

কুবের ও অনুহ্রাদের প্রবেশ।

কুবের। তা হ'লে একান্তই যুদ্ধ করবে ?

অনুহ্রাদ। আমি আর তোমার কথার উত্তর করতে পারছি না রাজা! আমার ভাষা ফুরিয়ে গেছে। এখন ইচ্ছা হ'চ্ছে, এমন একটা মন্ত্র পাই—তুড়ী দিলেই তোমাদের মুণ্ডুগুলো আপনি এসে আমার গলায় মালা হ'য়ে যায়! নিশ্বাস নিলেই সেই টানে স্বর্গখানা উপ্‌ড়ে এসে আমার পেটের ভিতর ঢুকে পড়ে! আর ধূলোপড়া দিলেই ঈশ্বর বল্‌তে যদি কেউ থাকে তো সে যেথানেই থাক্‌, কাণা হ'য়ে যায়!

কুবের। অনুহ্রাদ!

অনুহ্রাদ। কথা ক'য়ো না রাজা! এর উপর আর কথা নাই, অস্ত্র ধর।

কুবের। বৃদ্ধ!

অনুহ্রাদ। পুনরায় কথা কইলে ঐ নিরস্ত্র অবস্থাতেই অস্ত্রাঘাত করবো। আমি ধর্ম্ম রাখ্‌বো না,—আমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে।

কুবের। না, তুমি ধর্ম্ম না রাখ্‌লেও আমার কর্ত্তব্য, তোমার ধর্ম্ম যাতে থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা। এসো বৃদ্ধ, আক্রমণ কর। [অসি নিষ্কাশন করিলেন।]

অনুহ্রাদ। তবে সাবধান! এ ব্যাঘ্রের আক্রমণ নয়—দস্যুর আক্রমণ নয়; এ আক্রমণ হিরণ্যকশিপুর মর্ম্মাহত ব্যথিত প্রজ্বলিত পুত্রের।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ধনুর্যুদ্ধনিরত বাণ ও পবন প্রবেশ করিলেন; কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর সহসা পবনের ধনুর্গুণ ছিন্ন হইল।

বাণ। পরাজিত তুমি

পবন। বাক্যে বটে পরাজয় মোর।

বাণ। যুদ্ধেও তো হ'লো পরিচয়।
ধনুর্গুণ কাটি মুহুর্মুহুঃ,
অঙ্গ বিঁধি আঁখি পালটিতে,
রক্তস্রোত প্রবাহিত মর্ম্মস্থল হ'তে,
কাঁপে দেহ থর থর,
চক্ষে দেখ ঘোর অন্ধকার,
পরাজয় কারে বলে আর!

পবন। করুণার অবতার দেবতা আমরা
ব্যস্ত সদা পরের মঙ্গলে,
আত্মরক্ষাকল্পে চির-উদাসীন।
তাই ছিন্ন ধনুর্গুণ মোর,
তাই বহে রক্তস্রোত বুকে,
অঙ্গ কাঁপে তাই চক্ষে বহে ধারা;
ভাবিও না পরাজিত আমি,
মগ্ন ছিনু মাত্র কর্ত্তব্যপূজায়।
সে ব্রতের যথাসাধ্য হয়েছে সাধন,
এস—অসি ধর,
জয় পরাজয় কার, দেখা যাক্ এইবার।

বাণ। দেখা গেছে বহুক্ষণ—বহুদিন—বহুযুগ।

হিরণ্যাক্ষ হেতু যবে পাতালপুরীতে
দেবতার শ্রেষ্ঠ তব কদর্য্য বরাহ,—
হিরণ্যকশিপু বধে
ছলনার আড়ম্বরে যবে
প্রদত্ত অমর বর
প্রকারান্তে করিল খণ্ডন :
আর যবে সমুদ্র-মন্থন,
বাড়াতে দেবের মান,
ফাঁকি দিতে দানবেরে
কষ্টসাধ্য উপার্জ্জন হ'তে,
পরম পুরুষে তব সভ্যগণ মাঝে
রমণী বামার বেশে হইল দাঁড়াতে ;
সেই দিন সেই দণ্ডে
হ'য়ে গেছে চূড়ান্ত মীমাংসা—
কার শক্তি কত।
তবুও যখন করিলে প্রার্থনা,
নহি আমি চিত্তহীন,
এস তাই অসিযুদ্ধে—
তোমার শেষের সাধ অবশ্য মিটাব।

[যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান।

বলি ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

বলি। এই বাণে নমস্কার লহ দেবরাজ !

[বাণত্যাগ]

ইন্দ্র । এই বাণে আশীর্ব্বাদ জানিও আমার ।

[বাণত্যাগ ।

বলি । সাবধান, আত্মরক্ষা কর এই বাণে ।

ইন্দ্র । আত্মরক্ষা ! অনেক দূরের কথা,—
ওই দেখ বলি !
অদ্ধপথে অস্ত্র তব হইল বিধ্বস্ত ।

বলি । পুনঃ বাণ করিনু সন্ধান ।

ইন্দ্র । পুনঃ ওই হ'লো খান খান ।

বলি । ধরিলাম দিগ্বিজয়ী অসি,
এইবার ইন্দ্রসনে সৃষ্টি প্রলয় ।

ইন্দ্র । বাক্য যেন রক্ষা হয় বলি !

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ।

কাল ও প্রহ্লাদের প্রবেশ ।

প্রহ্লাদ । আজ একটু সতর্ক হ'য়ে যুদ্ধ করবে কাল !

কাল । কালকে অত সতর্ক করতে হবে না বীর ! বরং তুমি সতর্ক হও,—কালের সঙ্গে যুদ্ধ । সে বিরাট কিন্তু তার গতি বড় সূক্ষ্মের উপর দিয়ে । একটু ছিদ্র পেলেই সে তোমার সবটা তোলপাড় ক'রে দেবে ।

প্রহ্লাদ । আমিও তাই রথী মহারথীদের উপেক্ষা ক'রে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি কাল !

কাল । বেশ, অস্ত্র ধর ।

প্রহ্লাদ । সাবধান হও ।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান ।

উন্মত্তভাবে আলুলায়িতকুন্তলা দিতির প্রবেশ।

দিতি। চূর্ণ করি পদাঘাতে পিঞ্জরের দ্বার
ছেড়েছি সিংহের দল,
দেখায়েছি তর্জ্জনী-সঙ্কেতে
শিকারের সমূহ কৌশল।
যাক্ সৃষ্টি রসাতলেঁ—
যাক্ বিশ্ব বীভৎসে ভরিয়া।
ঐ ধায় প্রমত্ত আবেগে
দিতির শাবকগণ,
করাল গর্জ্জনে কাঁপায় বসুধাবক্ষ,
ঝাঁপায় করীন্দ্র-শিরে
উন্মত্ত লম্ফনে,
মিটায় আকণ্ঠ পানে
আজন্ম সঞ্চিত যত শোণিত-পিপাসা।

অদিতির প্রবেশ।

অদিতি। দিদি!

দিতি। মিটাও—মিটাও বাপ যত সাধে প্রাণে,
মিটাও রে বুবুক্ষু-কেশরী,
শত্রুর মস্তিষ্কে দুরন্ত জঠরজ্বালা।
বহু সাধনায় পেয়েছ সুযোগ,
বহু তপস্যায় হয়েছে সময়,
বহু বাধা হইয়া উত্তীর্ণ

নেমেছ করম-পথে,—
ছাড় রে আলস্য,
অগ্রসর হও বিজয়-মন্দিরে।

অদিতি। দিদি! দিদি! পায়ে ধরি তোমার, আমার দিকে একবার তাকাও। [পদতলে পতন]

দিতি। অদিতি! বেশ সময়ে এসেছিস্ বোন, যুদ্ধ দেখ। হত্যাকাণ্ডের গুরুগম্ভীর বাদ্য, কি প্রাণোন্মাদী! তালে তালে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য, কি নয়নানন্দদায়ী! সৃষ্টির সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে মুহুর্মুহুঃ মৃত্যুর অট্টহাস্য, কি মধুর! দেখে নে, অদিতি! দেখ্‌বার এমন আর পাবি না।

অদিতি। খুব দেখেছি দিদি! খুব দেখালে। এক একগাছি ক'রে আমার মাথার সমস্ত কেশ ছিন্ন হ'য়ে বায়ুভরে উড়ে যাচ্ছে—এক এক বিন্দু ক'রে আমার হৃদয়ের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হ'য়ে আস্‌ছে—এক একখানি ক'রে আমার বুকের সমস্ত পাঁজর রণস্থলে ছড়িয়ে পড়ছে। খুব দেখ্‌লুম, দেখার সাধ মিটে গেছে,—আর যে দেখ্‌তে পারি না দিদি!

দিতি। দেবমাতা হয়েছ—সকল উচ্চের মাথায় চড়েছ—সৃষ্টির কল্যাণে সকল বিপদের বিরুদ্ধে আপনার বুক বাড়িয়ে দিয়ে দেবমাতার মহত্ত্ব দেখাচ্ছ, আর নিজের এই একটা সামান্য স্বার্থের হানি চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌ছো না।

অদিতি। স্বার্থ! স্বার্থ কি দিদি? পুত্রের জন্য মায়ের ক্রন্দন—সেটা স্বার্থ? না দিদি! পুত্রস্নেহ- যেখানে প্রাণের সমস্ত নিষেধ সত্ত্বেও মায়ের অশ্রুজল আপনা হ'তে চোখ ছাপিয়ে ওঠে,—সে কি জিনিষ! দিদি! দিদি! তুমিও তো পুত্রের মা!

দিতি। পুত্রের মা হ'লেও আমি দৈত্যের মা—দেবতার বিমাতা।

অদিতি। সম্বন্ধ হিসাবে আমিও তো দৈত্যের বিমাতা! কৈ? আমার মনে এতটুকু হিংসার উদয় হয় না তো দিদি!

দিতি। কি জন্য হবে বোন্? তুমি পুত্র কোলে ক'রে স্বর্গের সুরভিত নন্দনকাননে সুখের অঙ্কে বিলাসের স্বপ্ন দেখ্‌ছো, আর আমি—আমি বজ্র-বিদ্যুৎ মাথায় ক'রে নিরাশ্রয় নিঃসহায় শিশু সন্তানদের হাত ধ'রে নির্জ্জন প্রান্তরের একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে নৈরাশ্যের স্তূপীকৃত অন্ধকার দেখ্‌ছি। নিষ্ফল হাহাকারের অব্যক্ত উত্তাপ তোমায় অনুভব কর্‌তে হয় নাই—তোমার হিরণ্যাক্ষ গুপ্ত চক্রান্তে পাতালগর্ভে পশুর মত মরে নাই—তোমার পাঁজর খসিয়ে হিরণ্যকশিপুর মত মাতৃভক্ত পুত্র জন্মের মত ছেড়ে যায় নাই; যদি যেতো, বুঝ্‌তে সে কি জ্বালা! বুঝ্‌তে বিমাতার সৃষ্টি কিসে!

[বেগে প্রস্থান।

অদিতি। তবে এই তো সময়! দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, বিবেক সব থুইয়ে স্বার্থের পূজা কর্‌বার এই তো সুযোগ। পুচ্ছবিদলিতা সর্পিণীর ফণা তোল্‌বার এই তো যোগ্য অবসর। ঐ বুঝি আমার প্রাণ-পুতলী ইন্দ্র বলির অস্ত্রাঘাতে মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাচ্ছে! ঐ বুঝি কুবের শত্রুকরে পরাজিত হ'য়ে লজ্জায় ক্ষোভে অভিমানে প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কপালে করাঘাত কর্‌ছে! ঐ বুঝি প্রভঞ্জন বাণের অত্যাচারে রুধিরাক্ত কলেবরে চতুর্দ্দিকে ছুটোছুটি কর্‌ছে! তবে আর কেন? ভগবান্! ভগবান্! আমার সব নাও, শুদ্ধ আমায় একবার বিমাতা ক'রে দাও।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠ।

[নেপথ্যে দৈত্যগণ- -জয় দৈত্যেশ্বর বলির জয় !]

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। এ কি ! কোথা হ'তে আসে কোলাহল ?
বুঝি দৈত্যরণে পরাজিত দেবগণ।
জয়োল্লাসে মত্ত যত দানবমণ্ডলী
ত্রিদিবের লভি অধিকার
পুরাইছে দিঙ্মণ্ডল ঘোর উচ্চনাদে।

[নেপথ্যে দৈত্যগণ পুনরায় জয়ধ্বনি করিল।]

লক্ষ্মী। একি ! স্বর্গ জয় করি
উন্মত্তের প্রায় আসিছে কি
দানব হেথায়—এই বৈকুণ্ঠ আলয় !

বলির প্রবেশ।

বলি। পেয়েছি—পেয়েছি, জগদবাঞ্ছিত লক্ষ্মী,
পেয়েছি তোমারে আমি।
এস, নেমে এস, এস মোর সাথে।

লক্ষ্মী। আমায় কোথায় নিয়ে যাবে বলি ?

বলি। কারাগারে।

লক্ষ্মী। কারাগারে ! কেন ? আমি কি তোমার বন্দিনী ?

বলি। এমন একটা অদ্ভুত সংগ্রাম জয় কর্‌লাম, তার একটা বিজয়-চিহ্ন চাই না ?

। বিজয়-চিহ্ন ? তা তোমার বিরোধী দেবতাদের ছেড়ে—আমি কিছুতেই নাই—আমার উপর এ আক্রোশ কেন ?

বলি। তুমি কিছুতেই নাই ? বল কি ? আমি তো দেখ্‌ছি—তুমিই সর্ব্বত্রে। ইন্দ্র কুবের কে ? তারা তো তোমাকে নিয়েই ? তোমার জন্য আজ সমস্ত দৈত্যজাতি পিপাসায় অধীর হ'য়ে বুক চিরে নিজের নিজের রক্তপান করছে। একটা মর্ম্মাহত সাধনা অগ্নিদাহের মত ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমার অন্যায় পক্ষপাতিত্বের পৈশাচিক প্রতিশোধ নিতে বসেছে। তোমার ঐ স্বতঃচঞ্চল হৃদয়ের সবটা অধিকার ক'রে বলি সর্ব্বকামনার পরিসমাপ্তি করতে চলেছে।

লক্ষ্মী। না বলি ! ভোগে ভোগের ক্ষয় হয় না, ভোগের ক্ষয় ত্যাগে। নিষেধ করি, যদি বাসনার পরিসমাপ্তি কর্‌তে চাও, এ পথে এসো না—আমায় নিয়ে ভেসো না—আসক্তিকে আদর দিয়ে মাথায় তুলো না। লাভ হবে না, সর্ব্বনাশ হবে—যা আছে, তাও হারাবে।

বলি। তোমায় নিয়ে সর্ব্বনাশ, তাই বলির অভিপ্রেত। [গমনোদ্যত]

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। দাঁড়াও বলি !

বলি। [স্বগত] বা—বা—বা ! এই তো সর্ব্বনাশের সূচনা ; এ বড় মধুর সর্ব্বনাশ। [প্রকাশ্যে] কে তুমি ?

নারায়ণ। তুমি আমায় চেন না ?

বলি। কৈ ? কখনও তো চেনা দাও নাই ?

নারায়ণ। তোমার পিতামহ প্রহ্লাদ আমায় বেশ চেনেন।

বলি। এইটিই কি একটা প্রমাণ ? পিতামহ বেশ চেনেন ব'লে পৌত্রেরও চেনা হ'লো ?

নারায়ণ। যাক্, অত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই, একটু পরেই আমায় বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন জিজ্ঞাসা করি, স্বর্গ হ'তে লক্ষ্মীকে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?

বলি। তার পূর্ব্বে আমার একটা কথা জেনে রাখা দরকার—এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি কি কর্‌বে।

নারায়ণ। উত্তর সৎ হ'লে নির্ব্বিবাদে পরিত্যাগ কর্‌বো, নতুবা তোমায় একবার বিশেষরূপে চেনা দেবো।

বলি। উত্তম, আমি চিন্‌তেই চাই। এর উত্তর এই যে, স্বর্গ এখন আমার অধিকৃত ; এর লুণ্ঠিত রত্ন আমি যথা ইচ্ছা নিয়ে যাবো—যা ইচ্ছা করবো।

নারায়ণ। তাহ'লে ও ইচ্ছার এইখানেই সমাপ্তি কর্‌তে হবে বলি !

বলি। কেন ? তোমার বঙ্কিম নীল নয়নে রক্তের স্ফীত শিরার সমষ্টি দেখে ? তোমার সজল জলদরুচি সুকুমার শ্যাম অঙ্গে ক্রোধের অস্বাভাবিক কম্পন দেখে ? তোমার ঐ নাগনিন্দিত মুরলীধর বরদ করে বিশ্ব-সন্ত্রাসক চক্র দেখে ? তা নয় চক্রধারী, তোমার তলে সকল ইচ্ছার সমাপ্তি হ'লেও জেনে রেখো, এ ইচ্ছা সকল ইচ্ছার বাইরে,—এ ইচ্ছার ক্রিয়া অসমাপিকা।

নারায়ণ। তবে এ ইচ্ছা পূরণ কর্‌তে হ'লে তোমায় আত্মরক্ষায় যত্নবান হ'তে হবে।

বলি। আত্মাই আত্মার চিররক্ষক।

নারায়ণ। তবে দেখ আত্মগর্ব্বী, চক্রের অনিবার্য্য গতি।

ধনুর্ব্বাণহস্তে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। তুমিও দেখ, বাণের সর্ব্ববিঘ্নবিনাশী প্রলয়কারী ক্রিয়া।

নারায়ণ। কে? প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। কে? মুরারি?

নারায়ণ। এ বেগবতী লালসার খরস্রোতে নিষ্কাম সাধক প্রহ্লাদ—তুমি?

প্রহ্লাদ। এ তুচ্ছ চন্দ্র বলির সংঘর্ষে মহাপ্রলয়ে অবিচলিত নির্ব্বিকার নিত্য-নিরঞ্জন নারায়ণ—তুমি?

নারায়ণ। না প্রহ্লাদ! এ সংঘর্ষ বড় তুচ্ছ নয়। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যায়, স্বর্গ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়, স্পর্দ্ধায় সৃষ্টি ভরে। আবি সুবিচার কর্‌বো; তুমি নিরস্ত হও প্রহ্লাদ! বুঝে দেখ, ইন্দ্রকে রক্ষা করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়?

প্রহ্লাদ। অবশ্য। তবে তোমারও বোঝা উচিত, বলিকে রক্ষা করা কি আমারও কর্ত্তব্য নয়?

নারায়ণ। তুমি বলিকে রক্ষা কর্‌বে—আমার বিরুদ্ধে?

প্রহ্লাদ। সেই জন্যই তো আবার অস্ত্র ধর্‌লাম, জগতের চক্ষে আশ্চর্য্যের মত ফুট্‌লাম, শুদ্ধ তোমার কোপ হ'তে বলিকে রক্ষার জন্য, ইন্দ্রের বজ্র হ'তে নয়। আমি জানি, বলির রণ-নৈপুণ্যের কাছে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ নিতান্ত শিশু। কিন্তু তোমার চক্রের গতিরোধে এক প্রহ্লাদ ভিন্ন জগতে কেউ সক্ষম নয়। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে অনাহত, অনাদৃত, অপমানিত হ'য়েও সেধে এই ক্রূর ভূমিকার অভিনয়ে নাম্‌তে হ'লো, শুদ্ধ তোমার জন্য—তোমার ঐ কুটীল চক্রের জন্য।

নারায়ণ। এ তোমার আত্ম-অপরাধের আবরণ মাত্র প্রহ্লাদ! আমার সম্পূর্ণ ধারণা, আমার জন্য নয়, তোমার যুদ্ধে আসা শুদ্ধ যুদ্ধের জন্য। তা না হ'লে আমি যে ইন্দ্রের রক্ষায় অস্ত্র ধর্‌বো, এ কথা লক্ষ্মী পর্য্যন্ত জানে না, তুমি কি ক'রে জান্‌লে প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। লক্ষ্মী না জানতে পারে, কিন্তু প্রহ্লাদের মত যারা, তারা লক্ষ্মী হ'তেও নারায়ণের সংবাদ অধিক রাখে। এ কথা কি ক'রে জানলুম? প্রহ্লাদ যখন নিতান্ত অজ্ঞান, পঞ্চম বর্ষের শিশু, তখন তুমি যে স্ফটিকস্তম্ভে আছ, সে কথা সে কি ক'রে জেনেছিল নারায়ণ?

নারায়ণ। প্রহ্লাদ! আমি পরাজিত, তোমার অস্ত্রের কাছে নয়, শুদ্ধ তোমার কাছে। এই আমি অস্ত্র সম্বরণ করলাম, আর আমার কোন বিদ্বেষ নাই। তুমি লক্ষ্মীকে দেবার জন্য বলিকে আদেশ কর।

প্রহ্লাদ। না নারায়ণ! যদিও আমি পিতামহ—পূজ্য, তা হ'লেও সে ক্ষমতা আজ আমার নাই। এখন বলি সম্রাট. আমি তাঁর সেনাপতি—আদেশবাহী। সম্রাট! বড় রণশ্রান্ত আছি, একটু বিশ্রাম করবো।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। বলি! তুমি স্বর্গরাজ্য নাও, পৃথিবীর সমস্ত একাধিপত্য নাও, কোন আপত্তি নাই—মাত্র লক্ষ্মীকে আমায় দাও।

বলি। লক্ষ্মীছাড়া পৃথিবীর একাধিপত্য! বারিশূন্য সরোবরের মর্য্যাদা! প্রাণহীন শবদেহের শুশ্রূষা! না ছলনাময়! তা হয় না। লক্ষ্মীকে আমি নিয়ে যাবো—স্বর্গের গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রবো। হাঁ, তবে দিতে পারি, ও রক্তচক্ষে নয়—কোন প্রতিদান নিয়ে নয়—কারো আদেশ অনুরোধে নয়; দিতে পারি, যদি তুমি আমার কাছে ভিক্ষা কর।

নারায়ণ। ভিক্ষা? ভিক্ষা? বল কি বলি? তুমি কি এখনও আমায় চিনতে পার নাই? জগৎ আমার কৃপা ভিক্ষার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি ভিক্ষা করবো তোমার কাছে?

বলি। সে আর অসম্ভব কি? মেঘ পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে, সে তো পৃথিবীরই বাষ্প নিয়ে? তোমার সৃষ্টিই তো আদান প্রদানের

তন্ত্র। তবে আর তাতে লজ্জা কি? জানি এই বিশ্ব-জগৎ তোমার দ্বারে ভিখারী, তাই ইচ্ছা হ'চ্ছে তোমায় ভিক্ষা দেওয়া একটু শিক্ষা দিই।

নারায়ণ। আমায় শিক্ষা দেবে তুমি? কেন, আমি কি ভিক্ষা দিতে জানি না?

বলি। জান্তে পার, কিন্তু দেওয়া হয় না। তাই যদি হবে, তবে জগতে এত হা-হুতাশ কেন? অভাবের এত রুক্ষ স্বভাব কেন? জীর্ণ কঙ্কালসার লালসার এত জঠরজ্বালা কেন? দেওয়া হয় না দানী, বুঝি কৃপণতা ত্যাগ ক'রে ধূলিমুষ্টির মত দেওয়া হয় না; ভিক্ষুকের সুপ্রসার মনের সঙ্গে সঙ্কুচিত জিহ্বার সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া হয় না; সবাই তোমার যাচক জেনে উপযাচক হ'য়ে অযাচিতভাবে দেওয়া হয় না।

নারায়ণ। তুমি আমায় সেইরূপ ভিক্ষা দেবে বলি? দিতে পারবে?

বলি। তুমি হৃদয়ের সমস্ত আশা একত্র ক'রে ভিক্ষা করবে, আর আমি আমার অর্জ্জিত সমস্ত ত্যাগ বীজমন্ত্রে জাগিয়ে তুলে অকুণ্ঠিতভাবে তোমায় দান করতে পারবো না?

নারায়ণ। আচ্ছা দানদর্পি! তাই হবে, যাও—ভিক্ষাদানের জন্য প্রস্তুত হও গে।

বলি। উত্তম! তবে তুমি ভিক্ষা গ্রহণের মত সজ্জা কর জগদীশ! এস কমলা!

লক্ষ্মী।— [অনিমেষনয়নে নারায়ণের দিকে চাহিয়া]

গীত।

বিদায় প্রাণেশ তবে যাই।
লীলা তব যেতে হবে যদিও বাসনা নাই।
তোমার ছড়ান জাল কার বা লাগিবে ধাঁধা,
অভাগিনী আছি আমি আজীবন দিতে বাঁধা।

খেল তুমি হেসে হেসে, আমি যাই স্রোতে ভেসে,
দোষ তব ভুগি আমি ভালবাসে দাসী তাই।
যথা থাকি প্রাণ মম রাখিব তোমার বামে,
দিনান্তে একটি শ্বাস ফেলিও দাসীর নামে,
দেখো প্রভু এই ক'রো, দয়াময় নাম ধ'রো,
যত দুঃখ দাও যেন তোমারে ভাবিতে পাই,—
জনমে জনমে কভু ও স্মৃতিটী না হারাই।

[লক্ষ্মীকে লইয়া বলির প্রস্থান।

নারায়ণ। ভিক্ষা গ্রহণের মত সজ্জা করতে ব'সে গেল। তা বলতে পারে, এ তো ভিখারীব সজ্জা নয়। তাই তো! [চিন্তিত হইলেন।

গীতকণ্ঠে গোপিনীগণের প্রবেশ।

গোপিনীগণ।—

গীত।

ছি—ছি, হেরে গেল রণে শ্যাম।
ডুবে গেল তোমার ভুবনভরা নাম।
কৈ সে শক্তি, কি দেখে পরিচয়,
জান ধরিতে শুধু রমণী মজান ঠাম,—
তুমি যে ভাগ্য, তুমি যে বিধাতা,
বল না তবে বঁধু, তোমায় কে হ'লো বাম।

[প্রস্থান।

নারায়ণ। তার আর ভাবুবো কি! এ দর্প আমায় চুর্ণ করতেই হবে—আমি দর্পহারী। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

বিরোচন।

বিরোচন। জিতেছি—জিতেছি বাবা! শুধু আমার বলি একলা জেতে নাই, দু' বাপ-বেটাতে দুটো লড়ায়েই জিতেছি। তবে বলির যুদ্ধ, ও যেমন ছেলেমানুষ, তেমনি ছেলেমানুষী যুদ্ধ। তবে আমার এটায় বল্‌বার কথা আছে, থাকাও তো উচিত—যেহেতু আমি তার বাবা। ওঃ, কি তুমুল যুদ্ধ! কি দুর্দ্ধর্ষ শত্রু! কি তাদের লড়ায়ের কায়দা! ভ্রম—কি ভীষণ জন্তু বাবা! জয়ন্ত কি তার কাছে? বিচারের শেলে তার বুক ভেঙ্গে দিয়ে আমার বৈরাগ্য-পৌত্রকে বাঁচিয়েছি। মোহ-শচীশ্বর কি দুর্দ্ধর্ষ সৃষ্টি বাবা! অমন সহস্র শচীশ্বর তার পোষা পায়রা—সাধনার বালি-বাণে তার চোখ কাণা ক'রে দিয়ে আমার বিবেক-পুত্রকে খাড়া করেছি। কাম—এ আবার কি দোর্দ্দণ্ড যণ্ডপ্রকৃতি শত্রু বাবা! হেরেও হারে না, কাল তো তার কাছে অকাল। তারও মাথায় সংযমের গদা মেরে রক্তারক্তি ক'রে আমার জ্ঞানরূপ বৃদ্ধ পিতায় অভয় দিয়েছি। আর কি? এখন তো আমি আমার সবটা রাজ্যের রাজা। ওঃ, কি লড়াই-ই কর্‌লুম, কি জিতটাই জিত্‌লুম।

দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। শুনেছ বিরোচন! বলি এ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে?

বিরোচন। তুমিও শুনেছ গুরু! বিরোচনও সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে?

দুর্লভ। বল কি বীর! জয়ী হয়েছ?

বিরোচন। দেখ্‌তে পাচ্ছ না? আমার সমস্ত রাজ্য জুড়ে আনন্দের রঞ্জিত নিশান ঢেউয়ের মত তর্ তর্ শব্দে খেলে বেড়াচ্ছে।

দুর্লভ। দেখ্‌ছি। কিন্তু কৈ বিরোচন! তার নিদর্শন কৈ? তোমার সেই অজেয় সংগ্রামের বিজয়-চিহ্ন কৈ? দেখ্‌লুম, বলি এ দুর্জ্জয় সংগ্রাম জয় ক'রে জগদারাধ্যা লক্ষ্মীকে লাভ করেছে; তুমি কি করলে জয়ী?

বিরোচন। আমি আর কি কর্‌বো গুরু! বলি এ সমর-সমুদ্র মথিত ক'রে লাভ করেছে জগদারাধ্যা লক্ষ্মীকে; আমি সে মহাসংগ্রামে সকল বিঘ্ন নীরব ক'রে জাগিয়ে তুলেছি জগদারাধনার অজ্ঞেয় অতুলনা ভক্তিকে।

দুর্লভ। দেখাও।

বিরোচন। [উদ্দেশে] মা! মা!

ভক্তির আবির্ভাব।

বিরোচন। ঐ দেখ গুরু! আঁধারের ঘন স্তর অঞ্চলে সরিয়ে দিয়ে উল্লাসিনী ঊষার মত কি মধুর ধীর আগমন!

দুর্লভ। সুন্দর!

বিরোচন। কি হেমন্ত প্রকৃতির সুষমাময় প্রভাত-চিত্র!

দুর্লভ। চমৎকার!

বিরোচন। কি অননুভূত মাতৃ-মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

দুর্লভ। মধুর!

ভক্তি। [বিরোচনের হস্ত ধারণ করিল]

বিরোচন। দেখ্‌ছো গুরু! বলি তার লক্ষ্মীকে বলে অনুগামিনী করেছে, আর আমার অধিকৃতা আপনা হ'তে হাত বাড়িয়ে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দুর্লভ। তোমার জয়ই জয়—তোমার লাভই লাভ—তোমার বীরত্বই ব্যাপার। এ জয়ে পরাজয় নাই, এ লাভে ক্ষতি নাই, এ বীরত্বে হিংসা নাই—কেবল এক অনাদি অনন্তের অজ্ঞেয় তত্ত্ব।

[প্রস্থান।

ভক্তি।—

গীত।

জিতেছ মধুর রণে চল যাদু বীরবেশে।
করিব তোমারে রাজা স্বপনের সেই দেশে।
চামর ঢুলায় তথা দাঁড়াইয়ে যামিনী,
মধুর মাতৃভাব মাখা সব কামিনী,
নাহিক কামের তাপ,
মৃত মোহ কাল সাপ,
মুছে নেয় ব্রহ্মশাপ শান্তি এলান কেশে।

[বিরোচনের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

একপার্শ্বে অনুহ্রাদ, মহানাদ, বাণ ও অন্যপার্শ্বে নিরস্ত্র অবস্থায় রক্তাক্ত কলেবরে ইন্দ্র, কাল, কুবের ও পবন দাঁড়াইয়াছিলেন।

অনুহ্রাদ। বুঝ্‌তে পেরেছ দেবগণ! তোমরা আমার বন্দী?

কুবের। এতে বোঝ্‌বার তো কিছুই নাই, এ তো প্রত্যক্ষই দেখ্‌ছি

অনুহ্লাদ। তবু বোঝ্‌বার আছে। আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে, এই দৈত্যজাতিটা ঠিক স্ত্রীজাতির মত তোমাদের অনুগ্রহের তলে বাস করে না; তারা আদর পেলে পোষা কুকুরের মত মন যোগায়, আর সময় হ'লে বাঘের মত ঝাঁপায়।

ইন্দ্র। আপনার উদ্দেশ্য কি?

অনুহ্লাদ। আমার উদ্দেশ্য যা, তা ভাষায় গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌বো না দেবরাজ! যদি এক মুহূর্ত্তে একযোগে আমার হৃদয়ের সমস্ত দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যায়, দেখাতে পারি, উদ্দেশ্য কত গভীর —কেমন রঞ্জিত। তবে এইটুকু জেনো, আমার প্রাণের যে তাপ, তোমরা দেবতা হ'লেও সবটা সইতে পারবে না; তার কতকটা তোমাদের অনুভব করাবো।

কাল। তোমার সঙ্কল্পই যখন তাই, তখন সে স্থলে দেবতারা বৃথা বাক্যব্যয় কর্‌তে চায় না।

অনুহ্লাদ। চায় না?

কাল। না। তারাও দেখাতে চায় যে, এই দেবজাতিটা হিংসার সহস্র ফণার মাঝখানে দাঁড়িয়েও শত্রুকে অনুগ্রহ কর্‌তে ভোলে না। তারা অন্য জাতির ন্যায় মুহূর্ত্তের সুযোগে ভাদ্রের ভরা নদীর মত ফুলে ওঠে না, আর এক তরবারির আঘাতে হতাশ হ'য়ে নুয়ে পড়ে না। তারা জয়-পরাজয়ে সমান স্থির—উত্থান-পতনে সমান ধীর—সুখ-দুঃখে সমান সহিষ্ণু। বন্দী হ'লেও কারো গর্ব্বস্ফুরিত রক্তচক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে যোড়হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করে না।

অনুহ্লাদ। ওঃ!

দিতি প্রবেশ করিলেন।

দিতি। স্তব্ধ হ'লে যে অনুহ্লাদ? মাথা নোয়ালে যে দানববীর?

নির্ব্বাক যে প্রাণাধিক? হাস্যমুখে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে শোভাযাত্রায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছ, আবার সঙ্কোচ কিসের? উন্নতির পথে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়েছ, আর তার রশ্মি সংযত করার কি দরকার? অস্ত্র-যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আবার বাক্‌যুদ্ধ কেন?

অনুহ্লাদ। না মা! স্তম্ভিত হই নাই—সঙ্কোচ আসে নাই—সঙ্কল্প হ'তে বিন্দুমাত্র টলি নাই। শুদ্ধ ভাব্‌ছি এর প্রতিশোধ কি?

দিতি। অত ভাব্‌বার কিছু ছিল না, তবে ভাব্‌ছো—ভাবো। কিন্তু বিলম্ব সইবে না—যা হয় একটা শীঘ্র স্থির ক'রে ফেল, আমি তোমার বিচার দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনুহ্লাদ। হাঁ—হয়েছে, আর ভাব্‌তে পারি না। মহানাদ! তুমি গলিত সীসক দ্বারা গুহ্য সংবাদবাহী দেবদূত প্রভঞ্জনের কর্ণরন্ধ্র চিরদিনের মত রোধ ক'রে দাও; কতিপয় সৈন্য পাঠিয়ে কুবেরের ভাণ্ডার লুট কর; লৌহ-লগুড়াঘাতে কালকে জন্মের মত খঞ্জ ক'রে দাও। আর বাণ! তুমি তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়ে সহস্রলোচনের সব ক'টা চোখ খুলে নাও।

অদিতির প্রবেশ।

অদিতি। বিচার মনোমত হ'য়েছে দিদি?

ইন্দ্র। মা!

অদিতি। ভয় নাই পুত্র! আমি তোমাদের জন্য আসি নাই; কারো পায়ের তলায় পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা ক'রে তোমাদের মর্য্যাদার হ্রাস করতে বসি নাই। আমি এসেছি, আমার জন্য একটা সুযোগ খুঁজ্‌তে—প্রাণখানা গালাই ক'রে নূতন ধরণে তৈরী করবার উপাদান সংগ্রহ করতে—বিমাতা হবার গোটাকতক মন্ত্র নিতে।

দিতি। বৃথা—বৃথা—বৃথা! তোমার এতটা অগ্রসর বৃথা—বিফল

মনোরথে ফির্‌তে হবে। তোমার প্রতিহিংসা বৃথা, শুদ্ধ আপনার তাপে আপনি পুড়্‌বে। তোমার বিমাতা হওয়া আর বৃথা, মাত্র কলঙ্কের বোঝা নেবে। স'রে যাও, কেন এ নিষ্ঠুর অভিনয় চক্ষের সমক্ষে দেখ?

অদিতি। তা পার্‌বো দিদি! আজ তা পার্‌বো। চক্ষের সমক্ষে কেন? এ পৈশাচিক লীলা আমার বক্ষের উপর হ'লেও আমি স্থির। আমি আর সে অদিতি নাই দিদি! আজ আমি তোমার মন্ত্র-শিষ্যা। দেখ্‌ছো না, চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করছে, একফোঁটা জল নাই; মুখখানা আপনিই হাস্‌ছে, একটু আর্ত্তনাদের ছায়া নাই; বুকখানা চড়া সুরে বাঁধা আছে, করুণার ঈষৎ কম্পন পর্য্যন্ত নাই। তবে আর ভয় কি দিদি! নাও—নাও, বিলম্ব কেন?

দিতি। তাই হোক্ অনুহ্রাদ! যখন ওর এত সাধ।

অনুহ্রাদ। মহানাদ! [দণ্ডদানে ইঙ্গিত]

মহানাদ। সম্রাটের কি অনুমতি এই?

অনুহ্রাদ। সম্রাট আবার কাকে বল্‌ছো মহানাদ? সম্রাট আমি।

মহানাদ। তা হ'লে আমাকে এ ক্ষেত্রে মার্জ্জনা করতে হবে বীর! এক বলি ভিন্ন আজ আর কাকেও সম্রাট ভাব্‌বার শক্তি আমার নাই। আমি অস্ত্র-ব্যবসায়ী হ'লেও বিশ্বাসঘাতক নই। বিক্রীত-জীবন ভৃত্য হ'লেও আমি অকৃতজ্ঞ নই, সম্পূর্ণ আপনার অনুগ্রহতলে পালিত হ'লেও মহানাদ কর্ত্তব্য-সেবক।

অনুহ্রাদ। অপদার্থ—অপদার্থ! সব অপদার্থ—অকর্ম্মণ্য—ভীরু। আমার ভুল হয়েছিল—তোমাদের ওপর ভার দেওয়া, যখন নিজের বাহুবলের উপর এখনও আমার বিশ্বাস আছে। তবে দেখ মহানাদ! আমি বৃদ্ধ হ'লেও আমার হস্তে কত তেজঃ, আমার হৃদয় কত দৃঢ়

আমার প্রাণে কত বল। তোমাদের কর্ত্তব্য সম্রাটের আজ্ঞা পালন, আমার কর্ত্তব্য ঈশ্বরের আজ্ঞা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন। প্রস্তুত হও দেবগণ! [অস্ত্র উন্মোচন করিলেন]

বলির প্রবেশ।

বলি। একি পিতামহ?

অনুহ্রাদ। দণ্ড।

বলি। পরাজিত নিরস্ত্র আততায়ীর প্রতি দণ্ড, এ তো কৈ দণ্ডবিধি-শাস্ত্রে লেখে না।

অনুহ্রাদ। না লিখ্‌লেও অনুহ্রাদের হাত দিয়ে আজ একটা নূতন দণ্ডবিধি-শাস্ত্র তৈরি হবে।

বলি। তা হ'লে সেটা বিধি-শাস্ত্র নয়, অত্যাচারের একটা নিষ্ঠুর ব্যবস্থা।

অনুহ্রাদ। তবে তাই।

বলি। প্রকৃতিস্থ হোন্ পিতামহ! ক্রোধে আপনি আত্মহারা হ'য়েছেন, হিংসা আপনাকে তুরীর সঙ্কেতে চালাচ্ছে, অবিদ্যা আপনার সমস্তটা গ্রাস ক'রে ফেলেছে। ফিরুন পিতামহ! হৃদয়ের কুলষিত আবর্জ্জনা ঝেড়ে ফেলুন; প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব করুন। বুঝে দেখুন, কি উদার মহৎ কুলে আপনার উৎপত্তি।

অনুহ্রাদ। খুব বুঝেছি, হিরণ্যকশিপুর ঔরসে আমার জন্ম তো? যে হিরণ্যকশিপুর রক্ত—ওঃ, যাও—যাও,—আমায় বোঝাবার চেষ্টা ক'রো না—পারবে না; একটা প্রকাণ্ড ঝড়ে আমার বিবেক-বুদ্ধি কোন্ দিকে উড়ে গেছে, আমি বুঝ্‌বো কি নিয়ে?

বলি। আছে পিতামহ, সব আছে; দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, শুদ্ধ

বিদ্বেষের কুজ্ঝটিকায়। ক্ষান্ত হোন্ পিতামহ! একটা অনুরোধ রাখুন— আমায় ভিক্ষা দিন,—আমি নতজানু হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার কাছে এঁদের ভিক্ষা করছি।

অনুহ্লাদ। বাঃ—বাঃ বলি! খুব চাল্ চাল্‌ছো তো? এক ডাল ভাঙ্‌ছো—সঙ্গে সঙ্গে আর এক ডাল ধর্‌ছো; বুঝিয়ে হ'লো না তো ভিক্ষা! বুদ্ধিমান্ বট। তাও হবে না বলি! ও বিদ্যাও খাটবে না। তোমার আর কিছু পুঁজি আছে?

বলি। মার্জ্জনা করবেন পিতামহ! তা হ'লে জেনে রাখ্‌বেন— আমি সম্রাট।

অনুহ্লাদ। তা বহু পূর্ব্ব হ'তেই জানি। তুমিও কি জান না বলি, তুমি সম্রাট, শুদ্ধ এই বৃদ্ধের অনুগ্রহে? সে ইচ্ছা করলে তোমার মত সহস্র সম্রাটকে প্রতি মুহূর্ত্তে দৈত্য-সিংহাসনে ওঠাতেও পারে, আবার সময় হ'লে নামাতেও পারে।

বলি। তা হ'লে বল্‌তে চান্, আমি সম্রাট—আপনার অবাধ স্বেচ্ছাচারের একটা আবরণ মাত্র। ওঃ—এতদিনে বুঝ্‌লাম, আপনি স্বহস্তে সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেন নি কেন?

অনুহ্লাদ। কেন?

বলি। অপরের অন্তরালে দাঁড়িয়ে দস্যুর মত গুপ্তাঘাত করবার জন্য, পরের মাথায় পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজের কার্য্যোদ্ধারের জন্য। আমি জানি, রাজ্যভারের সঙ্গে সুবিচারের বড় নিকট সম্বন্ধ; অভিষেক-ক্রিয়া শুদ্ধ ন্যায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা; রাজহৃদয়ের সঙ্গে মার্জ্জনার বড় চমৎকার ঘনিষ্ঠতা; তাই জেনে শুনে, স্বেচ্ছায় আপনি সেখান হ'তে দূরে দাঁড়িয়েছেন। যদি মুহূর্ত্তের জন্য রাজদণ্ড স্পর্শ করতেন—একটা দিনের মত সিংহাসনের সাম্যভাব অনুভব করতেন—বিন্দুমাত্র রাজার কর্ত্তব্য

চিন্‌তেন. তা হ'লে বুঝ্‌তেন, কি আগুন আজ আমার প্রাণে জ্ব'লে, উঠেছে ! তা হ'লে এত একাগ্র কঠোরতা আসতো না—প্রতিশোধ-চিন্তা মনে স্থান পেতো ন'—পরাজিত নিরস্ত্র শত্রুর মস্তকে এরূপ ভাবে খড়্গ উঠ্‌তো না; হাত কাঁপ্‌তে—ভয় হ'তো—ঈশ্বরের রোষদৃষ্টি ভীমমূর্ত্তিতে দেখা দিতো।

অনুহ্লাদ। হুঁ! [দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে অর্দ্ধোচ্চারিত হুঙ্কার ছাড়িলেন।]

বলি। গ্রহণ করুন পিতামহ! আপনার প্রদত্ত রাজ্যভার ; দান করুন যোগ্য জনে আপনার পিতৃ-সিংহাসন! কোন আপত্তি নাই—মাত্র আজি-কার মত, একটা দিনের জন্য এঁদের মুক্তি দিন,—আর কিছু চাই না।

[অনুহ্লাদ দিতির মুখপানে চহিলেন, দিতি তীব্র কটাক্ষ করিলেন]

অনুহ্লাদ। না—এ নেশা; আমার সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে তার ক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে। এ নিয়তি, রঞ্জিত চিত্রপট দেখিয়ে আমার কেশমুষ্টি ধ'রে আকর্ষণ করছে। এ প্রবৃত্তি জয় করা অসাধ্য। মরীচিকা হ'লেও যেতে হবে,—আমি পিপাসিত। যাও বলি! জেনে যাও, এদের বিনিময়ে আমি মোক্ষ পেলেও তৃপ্ত নই।

বলি। সম্মান রাখ্‌তে পারলুম না পিতামহ! এ রাজকার্য্য—আমি স্বেচ্ছায় এঁদের মুক্তি দিলাম। যান দেবগণ!

অনুহ্লাদ। [তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিলেন] বলি!

বলি। [দৃঢ়স্বরে বলিলেন] পিতামহ! [দেবগণের প্রতি] যান — সম্রাট-আদেশে আপনারা মুক্ত।

ইন্দ্র। বলি! আমরা নশ্বর জীবন নিয়ে অমর, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অক্ষয় কীর্ত্তি নিয়ে অমর হ'তেও অমর হও।

[প্রস্থান।

দেবগণ। ধন্য—ধন্য তুমি বলি! [প্রস্থান।

অদিতি। কি হ'লো! যা—সব হারিয়ে ফেল্লুম—সব ভুলিয়ে দিলে—আমায় সব ভুলিয়ে দিলে,—বিমাতা হ'তে দিলে না। সপত্নী-পুত্র কি না বলি, তাই এতটা বাদ সাধ্লে। অনেক দূর এগিয়েছিলুম—অনেকটা সংগ্রহ করেছিলুম, আমায় ফিরিয়ে আন্লে—আমার সব কেড়ে নিলে। হ'লো না—হ'লো না—আর বুঝি আমার বিমাতা হওয়া হ'লো না। [প্রস্থান।

বলি। যাও মহানাদ! শিবির ওঠাবার ব্যবস্থা করগে। [মহানাদের প্রস্থান।] পিতামহ! এর জন্য আমি অপরাধী, এর যথাবিধি দণ্ড নিতে আমি প্রস্তুত। [প্রস্থান।

অনুহ্রাদ। [নৈরাশ্যব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন] মা!

দিতি। [সস্নেহে] বাবা!

অনুহ্রাদ। উপায়?

দিতি। তুমি—আর তোমার প্রতিজ্ঞা!

অনুহ্রাদ। বাণ!

বাণ। বাবা!

অনুহ্রাদ। আছিস্ তো বাবা?

বাণ। আছি বৈ কি বাবা! এই যে তোমারই সম্মুখে।

অনুহ্রাদ। দেখ্তে পাই নি বাবা, দেখ্তে পাই নি। চ'—আমার হাত ধ'রে নিয়ে চ'। আজ এক মুহূর্ত্তে বড়ই বৃদ্ধ হ'য়ে পড়্লুম বাবা, আর নিজের বলে বুঝি চল্তে পারি না!

[বাণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

দিতি। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৈত্যপুরী—অন্তঃপুর।

সিংহাসনে লক্ষ্মী উপবিষ্টা, পার্শ্বে পূজানিরতা বিন্ধ্যা, সম্মুখে পুরবাসিনীগণ গাহিতেছিলেন।

পুরবাসিনীগণ।—

গীত।

কল্যাণ কর কমলালয়া করুণায়ত চক্ষে।
মঙ্গল কর মাধবপ্রিয়া মেদিনীর প্রতি লক্ষ্যে।
ধর মা অর্ঘ রাতুল পদে,
হর মা দৈন্য মাতঃ বরদে,
নাও মা তাপিতে তুলিয়া তোমার শীত শান্ত বক্ষে।
বিষাদে তুমি মধুরভাষিনী,
আঁধারে তুমি চপলাহাসিনী,
প্রকৃতি তুমি পরমারাধ্যা পরম পুরুষ বক্ষে।

[সকলে প্রণাম করিল।]

লক্ষ্মী। মনোসাধ পূর্ণ হোক্ সবাকার!
সংসার কর গো সুখে
সিঁথির সিন্দুর কোলের মাণিক ল'য়ে।

[পুরবাসিনীগণের প্রস্থান

লক্ষ্মী। মহারাণি! দানব-গৃহিণি!
বড় সুখে আছি তোমার আলয়ে;

প্রাতঃ সন্ধ্যা পাই প্রীতি-পূজা,
ভোগ করি কত রসাল নৈবেদ্য,
ত্রিলোক-ঈশ্বরী তুমি কিঙ্করীর মত
যত্নবতী সতত তুষিতে মোরে।
যদিও সংসারে তুমি চির-ভাগ্যবতী,
বলি পতি তব,
পুত্র বাণ বীর্য্যবান,
বাঁধা লক্ষ্মী আমি
ভক্তি-পাশে তব পাশে,
রমণী-জীবনে
কামনার কিছু নাহি আর ;
তবু যদি থাকে কোন গুপ্ত অভিলাষ,
ব্যক্ত কর রাণি !
অর্চ্চনার দিব যোগ্য বর।

বিন্ধ্যা। জানি সুবরদে !
অর্চ্চনা-অধীনা তুমি সর্ব্বকাল।
কি বর চাহিব মা গো আর,
পাইয়াছে দাসী ও পরম পদ
মধুময়ী শান্তির ভাণ্ডার,
সকল সাধের শেষ—
সর্ব্ব বাসনার চরম সাফল্য।
তবে—জনমিয়া রমণী-জনম,
জান তো মা, যত দাও বর,
মিটে না স্বামীর কল্যাণ-কামনা কভু।

তাই চাই—যে ভাবে রাখিবে রাখ,
যেন পাই—
পতির মঙ্গল ভিক্ষা করিতে সতত।

লক্ষ্মী। সাধ্বী তুমি দৈত্যেন্দ্র-ললনা!
বড় ভালবাসি আমি তারে সুলোচনা,
যে বামা স্বামীর মঙ্গলে
মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করে।
আশীর্ব্বাদ করি—পূর্ণ হোক্ মনোরথ,
চির আয়ুষ্মতী হও সতি!
ভোগে ত্যাগে ধ্যান-ধর্ম্মে হইয়া সহায়,
স্বামীর মঙ্গল সাধ সর্ব্বকাল।

বলি প্রবেশ করিলেন।

বলি। মায়ের অর্চ্চনা
যথাবিধি হয়েছে তো রাণি?

বিন্ধ্যা। যথাজ্ঞান পূজিয়াছি প্রভু!

লক্ষ্মী। কোন ত্রুটী হয় নি রাজন!
পরম বৈষ্ণব তুমি ভক্ত-চূড়ামণি,
ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তোমার,
কিনিয়াছ দোঁহে বহুদিন মোরে।
তা না হ'লে,
গোলকবাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া আমি,
আমারে বন্দিনী কর শক্তিভূমি রণস্থলে?
সাজ মোর পূজা, বড় তৃপ্তা আমি,

ধর রাজা প্রসাদ-নির্ম্মাল্য,
জল পান কর রাণীসহ।

[নির্ম্মাল্য দিলেন]

বলি। মাতৃদত্ত প্রসাদ-নির্ম্মাল্য
থাকুক্ মুকুট হ'য়ে রাজেন্দ্রের শিরে ;
কিন্তু মাগো ! জল পান করিব না আজ।
সারা জীবনের এক অতৃপ্ত পিপাসা ল'য়ে
ভ্রমে বলি মরুভু মাঝারে,
মরীচিকা সনে করে খেলা,—
কি হবে মা !
চাতকের মত ও বারিবিন্দুতে ?
সাগরের জল চাই শুষ্ক কণ্ঠে তার।
জলধি-নন্দিনি ! পার তুমি,—
তার যদি এ সঙ্কটে,
মিটাও যদি সে তৃষা, কর পূর্ণ আশা,
তবেই আহার পান,
নতুবা ও পদতলে
অনশনে দিব ছার প্রাণ।

লক্ষ্মী। কহ প্রাণাধিক ! কি হেন বাসনা তব,
প্রাণপাতে যাহার সাধন ?

বলি। করেছি মনন মা গো !
দিয়েছ আদরে যবে একচ্ছত্র জগতের,
করিব মা শেষ সে সাধের
দান-যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে।

পুরাইব সকলের সকল বাসনা
ঘুচাইব জগতের দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা
অশ্বমেধ হবে উপলক্ষ্য তার।

লক্ষ্মী। অশ্বমেধ! বড়ই ভীষণ যাগ,
কাঁপে প্রাণ নাম শুনে তার।
ক্ষান্ত হও বাছাধন!
হয় না পূরণ কভু সে যাগের,
লাভ মাত্র কলহ অশান্তি।
প্রতিদ্বন্দ্বী হবে বিশ্ব,
শত বাহু মেলি রাখিতে নারিব আমি।

বলি। কেন হবে বিশ্ব বিরোধী জননি?
আশা তো করি নি আমি কোন পদ পেতে,
কারো উচ্চে যেতে রাখি না তো সাধ!
কি অভাব মোর?
কি বাঞ্ছা করিব আমি কার কাছে?
বাঞ্ছাকল্প-লতিকা মা তুমি,
হৃদয়-উদ্যানে মম আত্মা-সহকারে।
নাহি মা প্রার্থনা কিছু,
আকিঞ্চন মাত্র দান,—
জগতের রোষ তার কি গো প্রতিদান?

লক্ষ্মী। দান?

বলি। দান। অভাবহারিণী দয়াময়ী তুমি,
তোমার অঙ্কেতে বসি
কি কার্য্য সাধিব মাগো আর?

প্রাণ ভ'রে দিব দান,
দু' হাতে বিলাব ধন,
দীন, দুঃখী, মহাজন বাছিব না কিছু,
দিব অকাতরে যে যাহা চাহিবে।

লক্ষ্মী। ঐশ্বর্য্য বিলায়ে
জগতের ভোগ তৃষা চাহ মিটাইতে ?
পারিবে না বৎস !
উদ্‌যাপন করিতে এ ব্রত।
ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিকণা সম
এ দানেও রয়েছে আসক্তি চাপা ;
বাড়িবে সুযোগ পেলে—মানিবে না বাধা,
কেন সেধে পড়িবে বন্ধনে ?

বলি। বন্ধন মোচনকরা করুণারূপিনী,
কিসের জননী তুমি তবে—
নারিবে যদি গো মাতা
নিবারিতে শিশুর ক্রন্দন ?
ভুলায়ো না আর বালক বুঝায়ে।
অভাবের লক্ষ ফণা করিব দলিত,
গলিত দারিদ্র্য-মূর্ত্তি প্রোথিত করিব তলে,
দিব জলে বিসর্জ্জন—বড় সাধ চিতে,
জগতের যা কিছু অপূর্ণ।
কর বাঞ্ছা পূর্ণ পূর্ণানন্দময়ি !
নামি কর্ম্মক্ষেত্রে,
অনুমতি দাও মা শ্রীমতী।

বিন্ধ্যা। দাও বর—দাও মা অভয়
বরাভয়দায়িনী পদ্মাসনা!
পতির বাসনা পূর্ণ কর,
করুণা কটাক্ষে চাও কজ্জলনয়না!

লক্ষ্মী। তুমিও কি এ প্রস্তাব যোগ্য বল রাণি?

বিন্ধ্যা। যোগ্যাযোগ্য বিচারের অধিকার
কোথা মা আমার?
পতির প্রস্তাব
অযোগ্য হ'লেও সে যে যোগ্য মোর পাশে।

লক্ষ্মী। তাই হোক্ তবে,
এত সাধ যখন দোঁহার।
যাও রাজা! কর অশ্বমেধ,
দাও দান ইচ্ছামত,
ধন-রত্নে ধরিত্রী ভরাও;
ভাণ্ডারে রহিনু আমি,
না ফুরাবে জীবনে তোমার;
কিন্তু যজ্ঞপূর্ণ জানে যজ্ঞেশ্বর।

বলি। সেবকের প্রণাম লহ মা যজ্ঞেশ্বরী! [প্রণাম]

লক্ষ্মী। সাবধান! চলেছ ত্যাগের পথে,
লক্ষ্য রেখো আসক্তির প্রতি।

বলি। চির লক্ষ্য আছে মোর তথা।
[উদ্দেশে] নারায়ণ!
প্রস্তুত হ'লাম আমি দানে,
সাজ তুমি অপূর্ব্ব ভিক্ষুক। [গমনোদ্যত]

পুষ্পের প্রবেশ।

পুষ্প। কৈ বাবা! তুমি যে বলেছিলে, আমার জন্য পুতুল এনেছ—কৈ?

বলি। এই যে মা, তোমার সম্মুখে।

[প্রস্থান।

পুষ্প। এই পুতুল? বা—বা—বা! বেশ মুখখানি তো! বেশ টানা চোখ দু'টী তো! বেশ সরস হাসিটুকু তো! যেন সবার ভিতর হ'তে একটা কিসের গরিমা ফুটে বেরুচ্ছে।

লক্ষ্মী। ইনিই রাজকুমারী?

বিন্ধ্যা। হ্যাঁ মা, দাসী-কন্যা।

পুষ্প। ও পুতুল! তা হ'লে ও রকম সাজানো পুতুল হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে শুধু ভোগ খেতে গেলে তো চলবে না—আমার সঙ্গে খেলতে হবে,—এসো।

পুষ্প :—

গীত।

সাধের প্রভাত মোর মিটাবো পুতুল খেলা।
পেয়েছি পুতুল আজি খুঁজি সারা ছেলেবেলা।
খেলিতে এসেছি যদি ছাড়ি কেন তবে আর,
পেয়েছি খেলনা হাতে ভাঙ্গিব চাতুরী তার,
দেখিব কেমন সে কত তার প্রলোভন,
কামনা-সাগরে আমি বাঁধিব ত্যাগের-ভেলা।

[লক্ষ্মীর হস্ত ধরিয়া সিংহাসন হইতে টানিয়া তুলিল।]

বিন্ধ্যা। [শশব্যস্তে] করিস্ কি? করিস্ কি পুষ্প?

পুষ্প। ভয় নাই মা! এ পুতুল সহজে ভাঙ্‌বার নয়, ভাঙ্‌বে—যখন তোমাদের কপাল ভাঙ্‌বে।

[লক্ষ্মীকে লইয়া প্রস্থান।

বিন্ধ্যা। জানি না কোন অপরাধ হবে কি না! মেয়েটার লঘু গুরু জ্ঞান নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লতামণ্ডপ।

বিরোচন ও ভক্তি।

বিরোচন। আমিও তোমার পূজা কর্‌বো মা!

ভক্তি। আজও তোমার ভ্রম গেল না বিরোচন! জগতে এক জন ছাড়া যে আর কারও পূজা নাই! আমায় পূজা করতে হবে না প্রাণাধিক! আমায় দিয়ে তাঁর পূজা কর।

বিরোচন। তাঁর পূজা! তিনি বিরাট—আমি ক্ষুদ্র, তিনি মহান্—আমি তুচ্ছ, তিনি অসীম—আমি সঙ্কীর্ণ; কি ক'রে তাঁর পূজা কর্‌বো মা?

ভক্তি। বিরাটকে নিজের মত ক্ষুদ্র ক'রে নাও—মহান্‌কে সম্মুখে রাখ্‌বার মত সঙ্কুচিত কর—অসীমকে গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেল। পূজা কর বিরোচন, এই মূর্ত্তির—এই দেখ সেই মহা-নিরাকারের সাকারা কল্পনা।

[বিরোচনকে নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রদান করিল]

বিরোচন। [অনিমেষ নয়নে নারায়ণ-মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে

বলিলেন] সুন্দর! এ যে নব জলধর শ্যাম-মূর্ত্তি—সর্ব্ব কল্পনার চরম উৎকর্ষ! মা! মা! বল মা! কি মন্ত্রে এ মূর্ত্তির উপাসনা করবো? কি উপচারে এ বিগ্রহের পূজা দেবো? কোন্ ধ্যানে এ অচেতনে জাগাবো?

ভক্তি।—

গীত।

জাগাবে যদি এ অচেতনে।
নিজে জাগ আগে ঘুমের সেবক, জাগাও যতেক ইন্দ্রিয়গণে।
ছন্দ স্তোত্র মুখেও এনো না, বাড়াবে তর্ক বাধাবে গোল,
এ পূজার নাই অন্য মন্ত্র, মন্ত্র শুধুই হরিবোল,
কুঞ্চিত জিহ্বা করি বিলোল, জপ এ মন্ত্র আপন মনে।

[প্রস্থান।

বিরোচন। বেশ মন্ত্র—চমৎকার উপচার—বাহবা ধ্যান! তবে পূজা আরম্ভ করি! [বিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া বসিলেন]

গীতকণ্ঠে অনন্ত প্রবেশ করিল।

গীত।

অনন্ত।—এই বুঝি ঘট্‌লো শেষে?
ঘুরে ঘুরে পুতুল পূজো,
বুঝেছি লেগেছে দিশে।

গীতকণ্ঠে সীমার প্রবেশ।

সীমা।—এই তো জীবের ওঠার সিঁড়ি,
এতেই যাবে সোনার দেশে।
অনং।—ওতে আছে কি?
সীমা।—ওতে নাই কি?

অনন্ত।—আছে অহঙ্কার আর কাম,
সীমা।—কাম নিয়ে কাম কাটাতে হয়, বুঝবে কি এর পরিণাম;
অনন্ত।—পরিণাম আম্‌ড়া-আঁটি,
সীমা।—মন্দ কি, সেও ভাল, সোনা হ'তে দামী মাটি,
অনন্ত।—পরিপাটী ভেঙ্কি তোমার, মধু ফেলে পাথর চোষে,
সীমা।—ও পাথর যে তৈরী বঁধু, জগৎখানার সার রসে।

[প্রস্থান।

বিরোচন। আবার সেই মেঘ, সেই ঘন ঘন বিদ্যুচ্ছটা, বুঝি আবার পথ ভোলালে! মা! মা! কৈ তুমি? তোমায় যে আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না মা! বড় অন্ধকার, যদিও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে—কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশের পরিণামও ঘোর অন্ধকার। জিজ্ঞাসা করি মা—

দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না ভাই! এতে জিজ্ঞাসা কর্‌বার কিছুই নাই। তর্ক ছাড়—বিশ্বাস নাও—ভক্তির পথে চ'লে যাও।

বিরোচন। গুরু! গুরু! তুমি প্রতিনিয়তই অন্তরে আছ, তবু এগুলো আবার আসে কোথা হ'তে?

দুর্লভ। ওগুলোর বাসাও ঐখানেই। হাসির পাশেই কান্না, প্রশংসার পাশেই ঘৃণা, আলোকের পাশেই অন্ধকার।

বিরোচন। ওঃ, না গুরু! আর ওদিকে দৃষ্টিপাত কর্‌বো না। আমি পূজা শেষ করি।

ভক্তির পুনরাবির্ভাব।

ভক্তি। পূজায় তোমার উপাস্য তুষ্ট হয়েছেন বিরোচন!

বিরোচন। তা হ'লে এইবার আমি বর চাই?

। বর ?

বিরোচন। বলি লক্ষ্মীর প্রসাদে অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে দান করছে, আমারও উপাস্য তুষ্ট, আমিও একটা কিছু করবো না গুরু ?

দুর্লভ। যজ্ঞ করবে ? তা কর। তবে ও অশ্বমেধ তোমার তো সাজে না ভাই ! যেমন যুদ্ধ করলে, সেই রকম যজ্ঞ কর। অশ্ব হ'তেও যা দ্রুতগামী, তুমি তাই ছাড়।

বিরোচন। অশ্ব হ'তেও দ্রুতগামী কে ?

দুর্লভ। মন। তুমি মনোমেধ-যজ্ঞ কর বিরোচন !

বিরোচন। ঠিক। তবে গুরু ! বলির অশ্ব স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন ভ্রমণ করছে, আমি কোন্ দিকে অশ্ব ছাড়্‌বো ?

দুর্লভ। তুমি অশ্ব ছাড় ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি দিয়ে—রমণীরূপের ভিতর দিয়ে—জগতের যত আসক্তি-রাজ্য কাঁপিয়ে দিয়ে।

বিরোচন। তারপর ?

দুর্লভ। তারপর অশ্ব যদি কোথাও ধৃত হয়, যুদ্ধ কর—সে রাজ্য ছারখার কর—অশ্বের উদ্ধার ক'রে বিজয়-গর্ব্বে যজ্ঞ সমাধা কর। কোন ভয় নাই, আমি তোমার এ যজ্ঞের পৌরহিত্য নিলুম।

[প্রস্থান।

ভক্তি। আর বলি দান করছে অর্থ, তুমি জগতে বিতরণ কর প্রেম। কোন চিন্তা নাই, আমি ভাণ্ডারে রইলুম।

[প্রস্থান।

বিরোচন। তবে উন্মুক্ত হও তুমি হৃদয়-ভাণ্ডার, জগৎ বড় দীন—বড় কাঙ্গাল। জল তুমি জ্ঞান-যজ্ঞ-বহ্নি, ত্রিতাপ তোমার আহুতি। ছোট তুমি নৃত্যভঙ্গে মন মত্ত উচ্চৈঃশ্রবা, কাম-রাজত্ব বড় গর্ব্বিত। [গমনোদ্যত]

পুষ্পের প্রবেশ।

পুষ্প। দাদামশাই!

বিরোচন। স'রে যা—স'রে যা নাতনী, আমার ঘোড়া ছুটেছে।

পুষ্প। এঁ্যা—ঘোড়া ছুটেছে কি? কৈ?

বিরোচন। বুঝ্‌তে পারিস্ নাই নাত্‌নি? তোর বাবা অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর্‌ছে না! দেখাদেখি আমিও মনোমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করেছি। আমার সেই মন-ঘোড়া জগতের যত লালসার রাজ্য দিয়ে ডঙ্কা মেরে ছুটেছে। স'রে যা ভাই! তোর ও ধ্বজা ওড়ান রূপ-রাজ্যখানা দেখ্‌লে, আগে ঐ দিকেই ধাওয়া কর্‌বে, আমি রুখ্‌তে পার্‌বো না। কেন অনর্থক একটা কাণ্ড বাধাস্?

পুষ্প। অমন কাজও কর্‌বেন না দাদামশাই! এদিকে ঘেঁস্‌তে গেলেই আপনার ঘোড়া ধরা পড়্‌বে।

বিরোচন। এ যে-সে ঘোড়া নয় নাত্‌নী, এ ঘোড়া সদাই শীষ-পা তোলে—চাট মারে—কামড়াতে যায়।

পুষ্প। যে ঘোড়াই হোক্, বশ কর্‌বার আমার চাবুক আছে।

বিরোচন। এঁ্যা—বলিস্ কি!

পুষ্প। হাঁ দাদামশাই! ছাড়ুন না, আমার ঘোড়ায় চাপ্‌বার বড় সখ হয়েছে।

বিরোচন। তা হবে বৈ কি! সময় তো হয়েছে! তা—যা, এ দিকে আর তাকাস্ নি ভাই! তোর বাবাকে ব'লে তোর মনের মত একটা রঙ্গিন টাটু শীগ্‌গির আনিয়ে দেওয়াবো।

পুষ্প। না দাদামশাই! আমি সে হাত পা ওয়ালা ঘোড়া নেবো না; আমি এই রকম একটা নিরাকার ঘোড়া চাই, যাকে বশ ক'রে আনন্দ আছে।

বিরোচন। ঐ সাকারই ও তুফানে পড়্‌লে দিন কতকের মধ্যে গ'লে নিরাকার হ'য়ে যাবে দেখ্‌তে পাবি। যা ভাই, এখন আর ঝঞ্ঝাট বাড়াস্‌ নি।

পুষ্প। তা অত বিরক্ত হ'চ্ছেন যখন—যাচ্ছি, তবে—

বিরোচন। আবার তবে কি?

পুষ্প। এলুম—নেহাৎ শুধ্‌ হাতে যাবো, আপনার ঐ পুতুলটাই দিন না!

বিরোচন। আচ্ছা মেয়ের পাল্লায় পড়্‌লুম যে গা, ঘোড়া গেল তো পুতুল দাও। সব বিষয়েই ছেলেমি! দেখ্‌ পুষ্প! এখনও কি তোর পুতুল খেলার সময় আছে ভাই?

পুষ্প। বাঃ, আপনি আমার ঠাকুরদাদা, আপনি পুতুল নিয়ে খেল্‌-ছেন আর আমার সময় গেছে? ও মা, এই আমি চল্‌লুম,—মাকে বলিগে—দাদামশায় আমাকে গাল দিলেন। [গমনোদ্যতা]

বিরোচন। আরে শোন্‌ শোন্‌ নাত্‌নী, চটিস কেন? বলি, ও পুতুলটী নিয়ে তুই কি কর্‌বি বল্‌ দেখি?

পুষ্প। বাবা আমায় একটী পুতুল দিয়েছেন; ও পুতুলটী পেলে বেশ হয়,—তার সঙ্গে বিয়ে দিই।

বিরোচন। এই কথা? তা হবে,—তার আর কি?

পুষ্প। হবে নয়—এখনই—এই দণ্ডে।

বিরোচন। আরে গেল যা,—অত ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন? বিয়ে ব'লে কথা—আমায় পাত্রী দেখ্‌তে হবে না? আমার এমন সোনার চাঁদ, যা নয় তাই একটা ক'রে বস্‌বো?

পুষ্প। সে আর দেখ্‌তে হবে না দাদামশাই! পাত্রীটি অবিকল দিদিমার মত।

বিরোচন। তা হ'লে আর দেখ্‌তে হবে না, নিশ্চয়ই সে জগদেক

সুন্দরী—অন্তত: আমার চক্ষে। তবে কি নাত্‌নী, আমার এখন কাজের বড় ঝঞ্ঝাট ভাই! এর মধ্যে আবার বিয়ে আরম্ভ কর্‌তে গেলে যজ্ঞটা পণ্ড হ'য়ে যেতে পারে।

পুষ্প। না দাদামশাই! সে জন্য ভাব্‌বেন না—তত ধূমধাম নাই হ'লো! যজ্ঞ পণ্ড হওয়া দূরের কথা, আপনার যা কুটুম্ব হবে—দেখ্‌বেন, তাদের দ্বারা বরং ঢের সাহায্য পাবেন।

বিরোচন। বটে! তাই না কি? তা হ'লে আমার সম্পূর্ণ মত আছে নাত্‌নী!

পুষ্প। তবে আমি চল্‌লুম; বাবাকে ব'লে পণ্ডিতমশায়কে ডাকিয়ে একটা দিন স্থির ক'রে ফেলিগে।

বিরোচন। যা, কিন্তু পাওনা-থোওনা আমি আগে ছাঁদ্‌নাতলায় বুঝে নেবো।

পুষ্প। তার জন্য আট্‌কাবে না দাদামশাই!

[প্রস্থান।

বিরোচন। ছেলের জাত হ'লেও মেয়েটার হৃদয়টা যেন উচ্চ অঙ্গের। যাক্‌, এখন ওদিকে চোখ কান দেবো না। আমায় যজ্ঞ কর্‌তে হবে—দান কর্‌তে হবে—বলিকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে হবে। সহায় হও তুমি!

[বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

অনুহ্রাদ একাকী গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন।

অনুহ্রাদ। সৃষ্টির সমস্ত নৈরাশ্য জগৎখানায় নুইয়ে দিয়ে যাক্, আমি সোজা থাক্‌বো। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে কাঁদুক্, আমি ধূমকেতুর মত একটানা ছুটবো। কোন সিদ্ধ পুরুষের অভিশাপ এসে অত্যাচারকে অন্ধ ক'রে দিক্, আমি লক্ষ্য ছাড়্‌বো না; যতক্ষণ জীবন—যতক্ষণ সৃষ্টি—যতক্ষণ আমি। [উদ্দেশে] বলি! তুমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত—না? জান, তুমি কি অপরাধ করেছ? আমার গন্তব্যের মধ্যস্থলে পরিখা খনন করেছ—আশাকে অর্দ্ধেক পথে গলা টিপে ফিরিয়েছ—নির্ব্বাণপ্রায় রোষ-বহ্নিতে ইন্ধন দিয়েছ। সাবধান! সে আবার নব উদ্যমে জ্ব'লে উঠেছে।

নতমস্তকে বাণ প্রবেশ করিল।

অনুহ্রাদ। এই যে বাণ! এ কি? মুখখানা যে একেবারে কালিমাখা হ'য়ে গেছে প্রাণাধিক? এই একটা সামান্য কথা নিয়ে এত চিন্তা—এত তর্ক কিসের, আজ সপ্তাহ ধ'রে তার একটা স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না?

বাণ। না তাত! আজ আমি স্থির ক'রে ফেলেছি।

অনুহ্রাদ। [সানন্দে বলিলেন] স্থির করেছ? বা—বা—বা, এই তো চাই। তবে কার্য্য আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক্?

বাণ। না জ্যেষ্ঠতাত! আমি স্থির করেছি—এ কার্য্য আমার দ্বারা হবে না।

অনুহ্রাদ। [সাশ্চর্য্যে বাণের দিকে চাহিয়া বলিলেন] এঁ্যা—বল কি ? পর্ব্বত হ'তে সমুদ্রে ফেল্‌লে যে ? কেন—কেন, হবে না কেন ?

বাণ। তিনি পিতা—আমি পুত্র। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেই সিংহাসনে বস্‌বো আমি ?

অনুহ্রাদ। কেন বস্‌বে না ? সিংহাসনটা খাতিরের নয়, যোগ্যের জন্য।

বাণ। এতদূর যোগ্যতা বোধ হয় পৃথিবী সহ্য করতে পারবে না তাত ! প্রলয় হবে।

অনুহ্রাদ। চিরকালটা ছেলেমি সাজে না বাণ ! বুঝে দেখ, কত বড় এই দৈত্য-সিংহাসন !

বাণ। বিশেষরূপ বুঝে দেখেছি তাত ! তা হ'তেও বড় আমার পিতৃভক্তি।

অনুহ্রাদ। [বিরক্তিভরে বলিলেন ; এঃ, তোকে এ পথ দেখালে কে ?

বাণ। আমার অন্তরাত্মা। জ্যেষ্ঠতাত ! আপনি যে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে জগতে অত্যাচার অশান্তি এনেছেন—রাজ-পরিবার মধ্যে বিদ্বেষ-বিগ্রহ বসিয়েছেন—সৃষ্টির সমস্ত পুণ্য সমভূমি ক'রে, একটা প্রকাণ্ড পাপের ঝড় তুলেছেন, আমারও তো সেই পিতা ?

দিতি প্রবেশ করিলেন।

দিতি। তা হ'লে সিংহাসনটা বোধ হয় অন্যত্রে গিয়ে পড়ে বাণ !

বাণ। আপত্তি নাই মা ! আমি যেচে ভিক্ষাবৃত্তি নেবো, তবু পিতার হাত ছাড়্‌বো না।

অনুহ্রাদ। বাণ ! অপরকে বিনা বাধায় সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারবি, আর বংশের আসনে নিজে বস্‌তে পার্‌বি না ?

বাণ। না তাত! আমি বুঝে দেখলুম, এ সিংহাসনে যে বসবে, তাকে ঠিক আপনার হাতের পুতুলটী হ'য়ে থাকতে হবে। প্রভুত্ব খাটবে না, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার রাখতে পাবে না—মুখের একটা কথা পর্য্যন্ত চলবে না। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই, আপনার ক্ষমতার বিন্দু-মাত্র ক্ষতি করলেই আজ বলির বিপক্ষে যে ষড়যন্ত্র, তার দশাতেও তাই।

দিতি। তা হ'লেও এত বড় একটা বিশাল দৈত্য-সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব,—কি সম্মান—কি মর্য্যাদা—কি সৌভাগ্য, তুমি আজ হাতে পেয়েও পায়ে ঠেলছো বাণ! তুমি বালক—তা হ'লেও এত অবোধ নও যে, সুরভিত নন্দন-কাননের মন্দার-গন্ধ সেবন, আর রবিকরতপ্ত শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে নগ্নপদ ভিক্ষুকের বিষাদ ভ্রমণ,—দু'য়ের পার্থক্য বোঝ না?

বাণ। খুব বুঝি—তবু ঐ বিষাদ ভ্রমণই আমি আজ বেছে নিলুম।

দিতি। বুঝে দেখ বাণ! আজ যদিও তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দিব্যচক্ষে দেখছি—ভবিষ্যতের একটা নিস্ফল অনুতাপ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আজ যে সুযোগ তোমায় সাধনা ক'রে লওয়াতে পারছে না, সেই সুযোগ তুমি অনন্ত জন্ম চেষ্টা ক'রেও আর পাবে না।

বাণ। কেন? এর জন্য সুযোগ অনুসন্ধান কিসের? আমার পিতৃসিংহাসনের ন্যায়তঃ অধিকারী তো একমাত্র আমিই।

দিতি। অধিকারী হবার সময়কে আর ধরতে ছুঁতে পাবে না বাণ! দেখতে পাচ্ছো না, তোমার পিতৃ-সিংহাসন টলমল করছে?

বাণ। [নীরব]

অনুহ্রাদ। নীরব যে বাণ?

দিতি। বল—প্রাণ খুলে বল, হিরণ্যকশিপুর দন্তের আসন তার যোগ্য বংশধর বর্ত্তমানে পরের হাতে সঁপে দেওয়াই ঠিক?

বাণ। [স্বগত] না—এ প্রবৃত্তি জয় কর্‌বার ক্ষমতা আমার থাক্‌লেও সবাই এসে তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে—তারই সহায়তা কর্‌ছে, আমার মুখের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। আমার অস্ত্র ফুরিয়ে আস্‌ছে, কিন্তু ওরা ক্রমাগত সেই পূর্ণোদ্যমে বাণবৃষ্টি কর্‌ছে,—আমি এখন দাঁড়াই কোথায় ?

অনুহ্লাদ। এখনও নীরব ? এত অস্থিরতা কিসের বাণ ? চিন্তার ? চিন্তা অলস মস্তিষ্কের আবর্জ্জনা। এত সঙ্কোচ কিসের ? পাপের ? পাপ-পুণ্য দুর্ব্বল হৃদয়ের তরঙ্গ ? এ দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন ? ও শুধু কাপুরুষের লক্ষণ। শক্তি—শক্তি—শক্তি ; শক্তি নিয়েই সৃষ্টি—শক্তিবলেই সব। কোন ভয় নাই, সে শক্তি আমি তোমার জন্য আকাশ প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। সমগ্র প্রজায় মাতিয়েছি, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে তোমায় সম্রাট ব'লে অভিবাদন কর্‌তে চায়। দেখ্‌বে ? স্বচক্ষে দেখ। তারা এইখানেই উপস্থিত আছে, আমি ডাক্‌ছি। [গমনোদ্যত]

মহানাদ প্রবেশ করিলেন।

অনুহ্লাদ। [চমকিয়া] একি ! মহানাদ ! তুমি কি ক'রে ?

মহানাদ। মার্জ্জনা কর্‌বেন দৈত্য-পিতামহ ! বড় একটা রূঢ় কথা বল্‌তে এসেছি। সম্রাটের ইচ্ছা, আপনারা আর এ প্রাসাদের বাইরে না যান।

অনুহ্লাদ। বল কি মহানাদ ? প্রাসাদের বাইরে যাবো না কি ? এতদূর ইচ্ছা সম্রাটের মনে আস্‌তে পারে ? না—না, তুমি ভুল শুনেছ,—যাও।

মহানাদ। না পিতামহ ! আমার ভুল হয় নাই—আপনি ভুল কর্‌ছেন। সম্রাট বেশ মুক্তকণ্ঠেই এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, আর আমাকেই

আপনাদের পার্শ্বরক্ষী নিযুক্ত করেছেন। আমি সেই জন্যই আপনার বহির্গমনে বাধা দিতে এসেছি ; এ ভুল নয়—অলীক নয়—অতি সত্য।

অনুহ্রাদ। এ যদি সত্য হয়, তা হ'লে মহানাদ! তুমি কি বল্‌তে চাও, চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা? স্নেহ ভক্তি মিথ্যা? এত বড় জগৎখানা সব মিথ্যা—প্রতারণা—ভেল্কি? বল—বল, যা ইচ্ছে বল।

মহানাদ। আমি কিছু বল্‌তে চাই না পিতামহ! আমি আজ্ঞা-পালন কর্‌তে এসেছি মাত্র।

অনুহ্রাদ। তুমি আজ কি আজ্ঞা পালনের ভার নিয়ে এসেছ, জান মহানাদ?

মহানাদ। জানি ; সম্রাট তা আমায় বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন—রাজবিদ্রোহীর রক্ষণাবেক্ষণ।

অনুহ্রাদ। রাজবিদ্রোহী!

মহানাদ। আজ্ঞা—হাঁ।

বাণ। আপনাদের এর অর্থ কি সেনাপতি?

মহানাদ। আপনাকেও বাদ দেওয়া হয় নি কুমার! এই এর অর্থ, আর কি!

বাণ। তা বুঝেছি—তবে আমার অপরাধ?

মহানাদ। যুদ্ধের পর ক'দিন ধ'রে আপনার চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে সম্রাটের অনুমান, আপনিও এই ষড়যন্ত্রে ইতস্ততঃ কর্‌ছেন।

বাণ। [স্বগত] ওঃ!

দিতি। তা হ'লে আমিও তোমার সম্রাটের বন্দিনী মহানাদ?

মহানাদ। না মা, আপনি এ ষড়যন্ত্রের নায়িকা হ'লেও, আপনার প্রতি সম্রাটের কোন আদেশ নাই,—আপনি যথা ইচ্ছা যেতে পারেন।

অনুহ্রাদ। রাজবিদ্রোহী? বল কি মহানাদ? রাজবিদ্রোহী?

আমার পিতার রাজ্যে আমি রাজবিদ্রোহী? আমারই ঘরে আমি চোর? এঁ্যা—অবাক্ করলে যে! কথাটা বললে কি ক'রে মহানাদ?

মহানাদ। আমি বলি নাই পিতামহ, বল্‌ছেন সম্রাট।

অনুহ্রাদ। সম্রাট? সম্রাট? কে সম্রাট? বলি? সে এ কথা বল্‌ছে? বল্‌ছে যে হিরণ্যকশিপুর পুত্র অনুহ্রাদ রাজবিদ্রোহী! বল্‌ছে যে, সে গুটীপোকার মত আপনার ঘরে আপনি বন্দী হ'য়ে থাক্? বল্‌তে পারছে? একবার তাকে সাম্‌না-সাম্‌নি ডেকে দিতে পার মহানাদ! গোটাকতক কথা বলি। যদিও সে জানে, তবু বলি; বলি যে, বৃদ্ধ নিরাশ্রয় নিঃসহায় ভেবে যে হুকুম সে আজ আমার উপর চালাচ্ছে, আমি ইচ্ছা করলে সেই হুকুম তার উপর চালাতে পারতুম। বলি যে, প্রকৃতির শৃঙ্খলায় রক্তচক্ষে নির্ব্বাক্ ক'রে তার যে শির স্বর্গ ফুঁড়ে উঠেছে, আমি একটু বুঝে চল্‌লে, তার সেই মাথা আজ আমার পায়ের তলায় লোটাতো। বলি যে, সম্রাট সে নয়—সম্রাট আমার ত্যাগ—সম্রাট আমার দয়া—সম্রাট আমার দান। ডেকে দিতে পার? দেখি, সে আমার চোখে চোখ দেয় কি ক'রে? হিরণ্যকশিপুর পুত্রের সাম্‌নে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে সম্রাটত্ব দেখায় কি ক'রে?

দিতি। মহানাদ! তোমারও তো একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে?

মহানাদ। আছে বৈ কি মা! তবে এক প্রভু-আজ্ঞা পালন ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য এখন আমার অকর্ত্তব্য।

অনুহ্রাদ। খুব তো প্রভুভক্ত হ'য়ে পড়েছ দেখ্‌ছি! যাক্—তোমার সে ভক্তিতে বাধা দিতে চাই না। তবে একটা কথা—দেখ, আমি লোকটা নিতান্ত একগুঁয়ে হ'লেও বড় সরল—কূটনীতির ধার ধারি না; এতটা যে হবে, তা আমি মোটেই ভাব্‌তে পারি নাই, এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না; একটু অবকাশ দিতে পার—সাবধান হই?

মহানাদ। না পিতামহ! সম্রাট আমায় ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন, আমি সে বিশ্বাস হ'তে বিচ্যুত হ'তে পারবো না। তা হ'লে আর আমার কিছু থাকবে না?

দিতি। তুমি কি চাও মহানাদ? সেনাপতি তুমি, কতদূর আশা তোমার? বল—অসঙ্কোচে বল। ঐশ্বর্য্য, সম্মান, এমন কি দৈত্য-সিংহাসন পর্য্যন্ত। কি চাও, বল?

মহানাদ। কি মা? আপনি কি বুঝলেন—সেনাপতি মহানাদ পদোন্নতি, প্রভুত্ব, সম্পদ, এই রকম গোটাকতক রাক্ষসের উচ্চাশা নিয়ে রাজসংসারে ফিরছে? আপনি কি বলতে চান্ যে, সে তার আত্মা, আত্মমর্য্যাদা আপনার বলতে যা কিছু, সব দিয়ে পূজা করুক এক গলিত দুর্গন্ধময় কঙ্কালসার পাপের? আপনার ইচ্ছা যে, সে তার বিবেক, বিশ্বাস মহত্ত্ব, সবার বিনিময়ে ক্রয় করতে ছুটুক এক নশ্বর পার্থিব ভূখণ্ড? যান মা! মহানাদ এ রকম কথা প্রথম সহ্য করলে।

অনুহ্লাদ। রাগ ক'রো না মহানাদ! তা না চাও, দরকার নাই। তবে আমি অনুহ্লাদ—হিরণ্যকশিপুর পুত্র, তোমার কাছে ভিক্ষা করছি, আমায় একটা দিনের মত মুক্তি দাও।

মহানাদ। দুরাশা করবেন না পিতামহ! কাকুতি, অনুনয়, ভিক্ষা, কর্ত্তব্যের কাছে কেউ টেকে না।

অনুহ্লাদ। কি মহানাদ! একজন ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা হ'তে পারে যে, হিরণ্যকশিপুর পুত্র আমি—আমি সব খুইয়ে ভিক্ষা করছি, সে অম্লানে প্রত্যাখ্যান করে? সাবধান মহানাদ! জান, যে বলিকে সিংহাসনচ্যুত করতে যেতে পারে, তোমার মত কাণ্ডহীন অকৃতজ্ঞ একটা মূর্খের এ ঔদ্ধত্যের প্রতিফল দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নয়?

মহানাদ। উগ্র হবেন না পিতামহ! তাতেও বিশেষ লাভ নাই।

অনুহ্রাদ। আমার উগ্রতায় নম্রমুখ করবে তুমি? তোমার সাহসকে বাহবা দিই—তোমার আশাকে সাবাস বলি—তোমার মস্তকে পদাঘাত করি। এই আমি চল্লুম। দেখি, তোমার সম্রাটের কেমন আজ্ঞা—তোমার সেনাপতিত্বের কত গৌরব—তোমার কর্ত্তব্য কেমন অটল! [গমনোদ্যত হইলেন]

মহানাদ। [অসি নিষ্কাসন করিয়া বলিলেন] সাবধান পিতামহ! এর জন্য আমি সকল রকমেই প্রস্তুত।

অনুহ্রাদ। ওঃ, বলি! বলি! কর্লি কি ভাই? বংশের নাম ডুবুলি? নিজে এলি না কেন? একটা ভৃত্য পাঠিয়ে আমার অপমান কর্লি? কর্লি কি? ছি—ছি ভাই, কর্লি কি? ও-হো-হো—[মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন]

প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। কোলাহল কিসের দাদার কক্ষে? এ কে? মহানাদ? অস্ত্র ধ'রে? ও কে—মাটিতে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে? দাদা? [আবেগভরে অনুহ্রাদের হাত ধরিয়া সমবেদনার স্বরে বলিলেন] দাদা! দাদা! কি হয়েছে দাদা?

অনুহ্রাদ। প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! বলি আমায় বন্দী করেছে রে ভাই! [উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

প্রহ্লাদ। বলি তোমায় বন্দী করেছে? কেন দাদা? কি অপরাধ করেছ?

অনুহ্রাদ। অপরাধ এই যে, আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র।

প্রহ্লাদ। আমিও তো হিরণ্যকশিপুর পুত্র; কৈ দাদা! আমার প্রতি তো এরূপ আজ্ঞা নাই?

অনুহ্রাদ। তুমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র হ'লেও, সে হিরণ্যকশিপুর পুত্র নও ভাই! আমি পুত্র—শক্তির সেবক দেব-দ্বিজদ্বেষী নরসিংহের কোলে শায়িত প্রতিহিংসাপিপাসু রক্ততর্পণপ্রার্থী সেই হিরণ্যকশিপুর।

প্রহ্লাদ। ওঃ—দাদা! আর কেন? শান্ত হও না দাদা! আর কেন দিবারাত্রি চিন্তার চিতা জ্বালিয়ে আপনাকে পোড়াও দাদা? কেন অশান্তির নরককুণ্ডে ব'সে আপনার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট কর দাদা? ফেরো দাদা? খুব হয়েছে—আর না।

অনুহ্রাদ। প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! তুমিও তার দিকে হ'লে ভাই? আমি বন্দী, এ কথা শুনে তোমার মাথা ঘুরে গেল না? শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুট্‌লো না? আমারই দোষ সাব্যস্ত ক'রে আপনাকে বুঝিয়ে ফেল্‌লে ভাই? প্রহ্লাদ! আমার ধারণা ছিল—আমার সব গেছে, কিন্তু আমার ভাই আছে। আজ দেখ্‌ছি—সে ভাই পর্য্যন্ত হারালুম। [অভিমানে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন]

প্রহ্লাদ। না দাদা! ভাইহারা হও নাই। তবে বল্‌ছিলুম কি? গর্ব্ব, অভিমান আর সাজে না দাদা! শক্তির প্রয়োগ আর চলে না দাদা! যার তার উপর এ প্রভুত্ব আর খাটে না দাদা! আমাদের সে দিন গিয়েছে।

অনুহ্রাদ। তা বটে! আজ আমরা বড়ই বৃদ্ধ—আজ আমরা বড়ই নিঃসহায়—আজ আর আমাদের কেউ নাই!

প্রহ্লাদ। কেউ নাই কেন দাদা? যাদের কেউ নাই, তাদের ভগবান্ আছেন। চল না দাদা, তাঁর স্মরণ নিই; চল না দাদা, আমরা দুটী ভাইয়ে গলা ধরাধরি ক'রে এই স্বার্থের পঙ্কিল পল্বল হ'তে উঠে সেই শান্তি-সরোবরে গা ঢেলে দিই; চল না দাদা, সেই পরমাত্মীয়ের হৃদয় অধিকার ক'রে, আমাদের কেউ না থাকার সব ক্ষতি পূরণ ক'রে নিই।

অনুহ্রাদ। না প্রহ্লাদ! ও উপাদানে আমার উৎপত্তি নয় ভাই! আমি এই কারাবন্ধনেই প্রতিহিংসার জপ কর্‌বো,—এই নরককুণ্ডে ব'সেই তার রূপ ধ্যান কর্‌বো; আমার ইহকাল পরকাল সব দিয়ে কিছু না পারি, লক্ষ্যটাকে বজায় রাখ্‌বো। সেই আমার ইষ্ট—সেই আমার শান্তি—সেই আমার সব।

প্রহ্লাদ। দাদা! আমি একবার সম্রাটের কাছে যাবো?

অনুহ্রাদ। কেন?

প্রহ্লাদ। তোমার মুক্তি ভিক্ষা করতে।

অনুহ্রাদ। প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! আমি বন্দী হয়েছি, তাতে ততটা ক্ষতি হয় নাই,—তুমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র, আমার ভাই—তুমি একটা অপগণ্ড বালকের সিংহাসনতলে দাঁড়িয়ে করপুটে ভিক্ষা কর্‌বে—সেই দৃশ্যটা কল্পনা ক'রে যতটা হ'চ্ছে।

প্রহ্লাদ। উপায় নাই দাদা! যত বড়ই হই, আমাদের মাথা নোয়াতেই হবে। আজ সে সম্রাট—আজ সে প্রবল—আজ সে ঈশ্বরের অনুগৃহীত। দেখো মহানাদ! রক্ষী হ'লেও আমার দাদার মর্য্যাদা ঠিক রেখো। [প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহানাদের প্রস্থান।

অনুহ্রাদ। মা! আছিস্ মা?

দিতি। আছি বৈ কি বাবা! মা কি যাবার? মা থাকে প্রতি দীর্ঘনিঃশ্বাসে, মা থাকে প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুতে, মা থাকে সন্তানের বিপদ-মঙ্গল, লাভ-সর্ব্বনাশ, আশীর্ব্বাদ-অভিশাপ সর্ব্বত্রে ছড়িয়ে। কিছু ভেবো না বাবা, একটু চোখ বুজে থাক,—দেখি সম্রাটের বিচারটা। তার পর—তার পর আকাশের বুক চিরে বজ্র নিয়ে আসবো, ভূগর্ভ খনন ক'রে অগ্নিতরঙ্গ নিয়ে আসবো, কঠোর তপস্যা ক'রে ব্রহ্মশাপ নিয়ে আসবো। [প্রস্থান।

বাণ। না—আর ভাব্‌তে পারি না। জ্যেষ্ঠতাত! আমি আপনার সঙ্গে সন্ধি কর্‌বো।

অনুহ্রাদ। কিসের?

বাণ। আপনার সঙ্গে যোগ দেবার—আপনার সেই প্রস্তাবে পশু হবার—আপনার এই প্রলয়-যজ্ঞে প্রাণপাতে সাহায্য কর্‌বার।

অনুহ্রাদ। বাণ!

বাণ। আশ্চর্য্য হবেন না তাত! আমিও বন্দী। আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রে সম্রাটের অনুমান, আমিও এই ষড়যন্ত্রে ইতস্ততঃ করছি; এই অপরাধে আমি বন্দী। এতখানি চিন্তার বিনিময় এই? এতটা প্রবৃত্তি জয়ের উপহার এই? এত বড় পিতৃভক্তির পুরস্কার এই? যাক্—আমি তাঁর সে অনুমান মিথ্যা সপ্রমাণ করতে চাই না। আমার এতক্ষণে চৈতন্য হয়েছে তাত! যে পিতা শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে সন্তানকে এতটা দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন, অলীক সন্দেহে এতখানি গুরু দণ্ড বিধান করতে পারেন, তুচ্ছ সিংহাসনরক্ষায় ভবিষ্যতের জন্য এমন সাবধান হ'তে জানেন, তার পুত্রের আবার বিচার কি? তার অংশজের আবার পিতৃভক্তি কি? জ্ব'লে উঠুন তাত, দাবানল শিখার মত—আমি প্রভঞ্জনের মত চতুর্দ্দিকে বিস্তার করি; গর্জ্জন করুন আপনি প্রলয়-গগনের মত—আমি বিরাট বন্যা হ'য়ে বিশ্ব-খানায় গ্রাস করি; মন্ত্র পাঠ করুন আপনি পুরোহিতের মত—আমি এ যজ্ঞে দেব, দ্বিজ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, গুরু, ঈশ্বর, সব এক ধার হ'তে আহুতি দিই।

অনুহ্রাদ। দেখা যাক্ বাবা, পারি আর না পারি, এ চিন্তাতেও সুখ আছে। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক।

সিংহাসনে নারায়ণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—
গোপিনীগণ গাহিতেছিলেন।

গোপিনীগণ।—

গীত।

কালো মেঘে আলো দিতে চপলা খেলে না আর।
আঁখিতে দেখিব কি, এ যে ঘোর অন্ধকার।
মিছে রূপের বড়াই কর শ্যাম,
কই সে ললিত হাসি, কালা হয়েছে বাঁশী
কোথা গেল বঙ্কিম ঠাম,
ঘন ঘন আঁখিঠারা, কোথা সে রসের ধারা,
বুঝেছি হে, তার কাছে তোমার যা কিছু সার।

[প্রস্থান

নারায়ণ। জানি না কি ভাবে আছে শক্রপুরে
কমলনয়না কমলা আমার!
ফুলময় বপু তার
শুকায় নিঃশ্বাস-তাপে,
শীর্ণা ম্লানমুখী তিলেকের অযতনে।
আমা বই জানে না সে কিছু,
নীলাব্জ নয়ন তার

হেরিতে চাহে না কভু শ্যামরূপ বিনা,
কর্ম্ম তার ও পায়ের চরণ সেবা!
জানি না—
কি দিয়ে তারে রেখেছে ভুলায়ে
দানবেন্দ্র বলি।
কারে বলি এ মর্ম্ম-কাহিনী!
কিরূপে উদ্ধারি তায়,
কিসে করি দান-দর্প চূর্ণ অসুরের!

দেবর্ষিসহ ইন্দ্র ও দেবগণ প্রবেশ করিলেন।

দেবর্ষি।—

গীত।

তব চরণপ্রান্তে ত্রিবেণী-তীর্থ মুক্ত জগৎ করিয়া স্নান।
অমৃত তব নাম অনন্ত, সে অমর যে করেছে পান।
বক্ষে তোমার জগৎ-লক্ষ্য পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনী,
বাহুতে শক্তি কণ্ঠে বেদ রসনায় বীণাবাদিনী,
বদনে বিশ্ব নাসায় বায়ু,
অধরে তৃপ্তি ললাটে আয়ু,
চক্ষে তোমার চন্দ্র সূর্য্য, শান্তি তোমাতে হে ভগবান্।
তোমারই রচিত নন্দন মাঝে তুমিই আছ হে ফুটিয়া,
তুমিই তার মকরন্দ মধুপ তুমিই লতেছ লুটিয়া,
কেহ নাই হেথা তুমিই সব,
তোমাতে সর্ব্বি হে কেশব,
তুমিই শুনিছ তোমারই গীত তোমারই এ গুণগান।

নারায়ণ। দেবগণ !
তোমাদের চিন্তাতেই ছিলাম মগন,
আগমন বার্ত্তা কিছুই জানি না ;
সম্ভাষণ পাও নাই যথাযোগ্য,
অভিমান ক'রো না তাহাতে,—
বড়ই উদাস আমি আজ।
কহ, কেন হেথা আগমন ?

ইন্দ্র। এসেছি জানাতে এক শুভ সমাচার,—
তোমার সেবক ইন্দ্র,
তব দর্পে দর্পিত বাসব,
তোমারি ইঙ্গিতে—
তব কর্ম্ম অনুষ্ঠানে,
পেয়েছে আঘাত বড়
তোমারি প্রদত্ত প্রাণে।
মত্ত বলি-অসুরের বাণে
শক্তিহীন—স্থানভ্রষ্ট—পরাজিত।

নারায়ণ। শুধু তুমি নও, ইন্দ্র, আমিও যে তাই।

পবন। এ আবার কি ছলনা দেব ?

নারায়ণ। নহে ছলনা পবন !
সত্য, যা কহিনু।
নহি শুধু পরাজিত,
হারায়েছি এ ঘোর আহবে
অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী প্রাণপ্রিয়া
ইন্দিরারে মম।

কাল। কি হবে—কি হবে তবে দেব দামোদর !
কিসে রক্ষা হবে দেবতার মান ?

নারায়ণ। উভয় সঙ্কটে আমি পতিত শমন !
একদিকে তোমরা আমার,
অন্যত্রে প্রহ্লাদ, বিরোচন, বলি।

কুবের। দলিয়াছ তুমি মধু, মুর, কৈটভেরে
অভয় দানিতে দেবে ;
হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু তরে
সহিয়াছ কত ক্লেশ ;
জানি যে বিশেষ—
সুর-শক্তি চির-অসুরারি তুমি।

নারায়ণ। [নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন]

পবন। রক্ষা কর স্বর্গভূমি,
হর দুঃখ দেবতার হরি !
তুমি পিতা, তুমি মাতা,
তুমি গতি মুক্তিদাতা,
ত্রাহি ত্রাহি জগৎ-তারণ !

নারায়ণ। স্তব-স্তুতি চাহি না পবন !
অবশ্য-কর্ত্তব্য যাহা করিব তা আমি।
শুনিব না কাহারো রোদন,
মানিব না কোন বাধা।
কে কিসে জাগাবে মোরে
নিজে না জাগিলে আমি ?
যোগনিদ্রা মোর !

স্থির হও,
উপায় বিধান যাহা হয় নিশ্চয় করিব।
এক কথা শুধাই তোমারে দেবরাজ !
সন্দেহ ঘটেছে মনে,
কশ্যপ-প্রদত্ত অস্ত্র বর্ত্তমানে
কেন হ'লো পরাজয় তব ?

ইন্দ্র। সে অস্ত্র পেয়েছি মাত্র
কিন্তু তার প্রয়োগ করি নি প্রভু !

নারায়ণ। কেন ?

ইন্দ্র। পাছে হয় পিতার কলঙ্ক।
আমি যে পিতার পুত্র, বলিও যে তাই।
শক্তি লভি পিতৃ-সন্নিধানে,
তাঁরই অংশজ প্রাণে হানিব সে শেল ?
পরাজয় হয় হোক্ মোর,
থাক্ পিতা পবিত্র উজ্জ্বল।

নারায়ণ। আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি আখণ্ডল,
কি মহত্ব কি সমদর্শনে !
তা না হ'লে এত উচ্চাসনে কেন তুমি ?
ধন্য তুমি, ধন্য ভাগ্যবান সে কশ্যপ—
তোমা হেন পুত্রের জনক।

ইচ্ছা হয়—
প্রাণ ভ'রে পিতা ব'লে ডাকি আমি তারে।
যাও দেবরাজ ! নিশ্চিন্ত হইয়া যাও,
যে কোন প্রকারে আবার ফিরাবো দিন,

মুছাবো মঙ্গল করে সর্ব্ব মলিনতা,
আবার বহাবো স্বর্গে শান্তির পাথার।
আমার দশায় যা হবার হোক্,
তোমার মতন
মূর্ত্তিমান্ মহত্বে ভরিয়া থাক্
স্বর্গ-সিংহাসন।

অদিতি প্রবেশ করিলেন।

অদিতি। এই সঙ্গে আমাকেও একটা ভিক্ষা দাও দয়াল!

নারায়ণ। আর কোন ভিক্ষার প্রয়োজন নাই মা! আমি তোমার পুত্রকে অভয় দিয়েছি, তাকে আবার রাজরাজেশ্বর কর্‌বো।

অদিতি। আমি ও ভিক্ষা চাই না কৃপাময়! আমায় ভিক্ষা দাও, আমার পুত্র ভিখারী হোক্। রাজরাজেশ্বর পুত্রের জননী হওয়ার সাধ আমার মিটে গেছে, ইচ্ছা—দিনকতক ভিখারীর মা হ'য়ে দেখি। ভিক্ষা দাও দয়াময়!

নারায়ণ। দেবমাতার এরূপ হীন ভিক্ষা কেন মা?

অদিতি। দেবমাতা হ'লেও আমি বুঝে দেখ্‌লুম, আমি কশ্যপপত্নী, ভিখারীর গৃহিণী—ভিখারিণী; আমার ভিখারী পুত্রই দরকার। দেখ্‌তে পাচ্ছো না সর্ব্বদর্শি! রাজ-জননী হওয়ার সুখ? চোখের জলের বিরাম নাই—আহার-বিহারের সময় নাই—পুত্রকে পুত্র ব'লে বুকে নেবার অধিকার নাই; কেবল রোদন—কেবল ভ্রমণ—কেবল আত্মগোপন। ভিখারী পুত্র হ'লে আর কিছু না হোক্. দিন রাত তার হাস্যমুখ দেখ্‌তে পাবো—হিংসার হাত হ'তে দূরে দাঁড়াবো—প্রকাশ্যে প্রতি স্নেহবিন্দু দিয়ে প্রাণ ভ'রে পুত্রের মা হ'তে পাবো। দাও—দাও, ভিক্ষা দাও,—সব নাও—আমায় ভিখারী পুত্র দাও।

নারায়ণ। [স্বগত] দিতে হ'লো বর ;
এই যোগ্য অবসর
কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার,
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে এই এক বরে।
[প্রকাশ্যে] দেবমাতা !
হেরিয়া দৈন্যতা তব,
হেরিয়া পুত্রের প্রীতি, সন্তান-বাৎসল্য,
মা বলিয়া ডাকিতে তোমারে
ব্যাকুলিত আমারো রসনা,
প্রার্থনা হইবে পূর্ণ অচিরাৎ,
যাও গৃহে অমর জননি
ভিখারী পুত্রের সাধ মিটিবে তোমার।
নির্ভয় দেবতাগণ !

প্রস্থান

দেবগণ। য়—জয় শত্রু-নিসূদন !

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

শ্বেতাঙ্গ শর্ম্মা।

শ্বেতাঙ্গ। না—এ অন্যায় আর সয় না! আজ ব্রাহ্মণীর পিঠের চামড়া যাবে, তার হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করবো। ওঃ—এ কি কম অন্যায়? সেই কোন্ আমলে একটা ছেলে হ'য়ে গেছে—কেবল ব'সে ব'সে ভাত মারছেন, এ পর্য্যন্ত তার নামটী নাই। কত যাগ-যজ্ঞ দান-খয়রাৎ হ'চ্ছে, এক এক জন এক এক কাহন ছেলে নিয়ে গিয়ে খাচ্ছে—লুটপাট করছে—ঘরে আনছে। আর আমি একটা অপগণ্ড নিয়ে কি আর করবো,—মনের দুঃখে তাদের ব্রাহ্মণীদের বাহবা দিতে দিতে শুধু হাতে ঘরে ফিরছি। সে সব তো যা হোক্ এক রকম সহ্য হয়েছিল, আজ আর রক্ষা নাই,—আজ বলি রাজার যজ্ঞ; রাশি রাশি টাকা, রাশি রাশি কাপড়, রাশি রাশি চাল, মুখের কথা কইতে না কইতে। ওঃ—এ কি সহ্য হয়? আমি কি করি গো! একটা দুধের বাচ্ছা নিয়ে আমি কোন্ দিক সামলাই গো! আমার মরণ হয় না কেন গো! না—আজ আর কোনমতে নিস্তার নাই। আজ তার একদিন কি আমার একদিন। আজ তাকে হিরণ্যকচ্ছপ বধ করবো।

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। বলি, কি হয়েছে গো! ঘরের ভিতর ঘোড়ার মত অমন শাঁষ-পা তুলে নাচছো কেন?

শ্বেতাঙ্গ। আমার নাচ পেয়েছে। দেখ লালের মা! রসিকতা রাখ, রাগে আমার মাথা বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে। যা বলি শোন, ভাল চাও তো আজ রাত্রির মধ্যে যেথা পাও, অন্ততঃ এক পণ ছেলে এনে হাজির কর।

কালিন্দী। ও মা, ছেলে কোথা পাবো গো? রোজ রোজই তোমার সেই এক কথা! ছেলে কি গাছের ফল?

শ্বেতাঙ্গ। গাছের ফল হোক্—নদীর জল হোক্—চড়ার বালি হোক্, লোকে পায় কোথা?

কালিন্দী। তা—যে যেমন দিয়ে এসেছে।

শ্বেতাঙ্গ। তুমি না দিয়ে এলে কেন? যাও—এখনও বলছি, ঠাকুর ঘরে যাও—যা দেবার দাও, ছেলে পণটাক্ কিন্তু আজ রাত্রির মধ্যেই যে কোন প্রকারে যোগাড় করা চাই-ই চাই!

কালিন্দী। ও মা, বলে কি গো! মিন্সের মতিচ্ছন্ন ধরেছে না কি গো! ঠাকুর ঘরে যাবো? ঠাকুর তো ঠাকুর, তেত্রিশ কোটী দেবতা এলেও আজ রাত্রির মধ্যে কেউ এ বর দিতে পারবে না।

শ্বেতাঙ্গ। পারবে না? তবে তারা দেবতা কিসের? কেবল চাল-কলা খাবার? আচ্ছা, আজ রাত্রির মধ্যে না পারে, কখন নাগাদ পারবে? ক' দিনে পারবে? না হয় দু'দিন সবুরই করি, যজ্ঞটা এমন কিছু আজই ফুরিয়ে যাচ্ছে না!

কালিন্দী। ন্যাকামি কর কেন? ক' দিনে—কখন নাগাদ,—ও মা, কি ঘেন্না! ওগো, ঠাকুর-দেবতাকে এ জন্মে দিয়ে রাখলে আর জন্মে পাওয়া যায়।

শ্বেতাঙ্গ। এ্যা! একটা দিন নয়—একটা মাস নয়—একটা বছর নয়—একটা জন্ম! না—আজ একটা কাণ্ড না হ'য়ে যায় না—খুনোখুনি

হবে। আঃ, কি কথাই বললেন আর কি গো—আর জন্মে। আরে, এখন আমার কাজ চলে কি ক'রে?

কালিন্দী। তা আর কি করছি? কোন রকম ক'রে চালিয়ে নাও।

শ্বেতাঙ্গ। কোন রকম মানে? ধার-ধোর ক'রে না কি! ছেলে হাওলাত? যা হোক্ বাবা! আর তাই বা দিচ্ছে কে? সবারই তো এই একটা দাঁও না কি? আর দিলেই বা শুধ্‌ছি কিসে? তোমার তো ঐ সবেধন রামকানু?

কালিন্দী। ও আমার একাই এক লক্ষ। বংশ রক্ষে হয়েছে, এই ঢের; আবার কেন?

শ্বেতাঙ্গ। বংশ কাকে বলে জান? কি বর্ষায় বর্ষায় যার দশ বিশটা কোঁড় গজায়, তাকে বলে বংশ! তোমার এমন আকোঁড় বংশ নির্ব্বংশ যাক্।

কালিন্দী। ষাট্ ষাট্—বালাই—ষাট্! বংশ নির্ব্বংশ হ'তে গেল কেন, তুমি যাও না! ও মা, আমার দুধের বাছায় গাল! ওগো আমার কি হবে গো? শনিবারের বারবেলা যে গো—আমার নেকনে কি আছে গো?

শ্বেতাঙ্গ। তোমার নেকনে ঢেঁকি আছে গো—আবার কি থাক্‌বে গো। নাও—নাও, এখন কান্নাকাটি রেখে দিয়ে ছেলেটাকে ডেকে দাও। লোকের দেখে আর বুক ফাটিয়ে করছি কি! কাজটা তো সারতে হবে? তাকে নিয়েই যা পারি নিয়ে আসি। অনেক দূর পথ—শীগ্‌গির ডেকে দাও—আমি শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে নিই!

লালের প্রবেশ।

লাল। মা! মা! আমার পায়ে কাঁটা ফুটেছে।

কালিন্দী। ওগো মিন্সের কি কাল বাক্যি গো, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ফ'লে গেল গো!

শ্বেতাঙ্গ। এই দ' পড়িয়েছে গো! আমারও কপালে আগুন লেগেছে গো! আদুরে গোপাল এখনই বুঝি বা বলে—আমি পথ চল্‌তে পার্‌বো না গো!

কালিন্দী। কোথায় কাঁটা ফুটেছে বাবা, দেখি?

লাল। না মা! ফুটেছিল—সে বেরিয়ে গেছে।

শ্বেতাঙ্গ। যাক্, রক্ষে পাই। দেখ্ লাল! বলি রাজার যজ্ঞ হ'চ্ছে শুনেছিস্ তো? ভোরে উঠে আমাদের দু' বাপ-বেটাকে যেতে হবে। বামুনের ছেলে, কায়দা-টায়দা শিখেছিস্ তো?

লাল। আমি যেতে পার্‌বো না বাবা! আমার পা দেখ।

শ্বেতাঙ্গ। যা ভেবেছি তাই! এ কেবল আদর দেওয়ার ফল। দেখ লালের মা! আজ তুমি নেহাত বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌লে দেখ্‌ছি।

কালিন্দী। ও মা! ছেলের পায়ে কাঁটা ফুটেছে, তা—

শ্বেতাঙ্গ। কেন ছেলের পায়ে কাঁটা ফোটে? দু'দিন সবুর ক'রে যজ্ঞটা সেরে এসে কাঁটা ফুটুলে চল্‌তো না? এ সব নাই দেওয়া নয়? আজ তোমার মুণ্ড দ্বিখণ্ড।

কালিন্দী। এই নাও—আমি আর তার কি কর্‌বো? আমার দোষ কি?

শ্বেতাঙ্গ। কেন তুমি এমন ছেলে গর্ভে ধর? কাঁটা ফোটানোর তাল বোঝে না! নাও—এখনও বল্‌ছি, ঝাড়-ফুঁক সেক-তাপ ক'রে পা সারিয়ে দাও,—যজ্ঞে যেতেই হবে।

লাল। আমি কিছুতেই যাবো না; আমার পায়ে বেদনা।

শ্বেতাঙ্গ। দেখ—দেখ—বামুনের ঘরে মুখ্যু দেখ একবার। আমরাও

তো বাবার ছেলে ছিলুম বাপু! কাঁটা ফোটা তো কাঁটা ফোটা—একটা পা কোন্ দিকে উড়ে গেলেও নেমন্তন্ন বাদ দিই নাই।

লাল। সে যাই বল বাবা, আমি কিছুতেই যাবো না।

শ্বেতাঙ্গ। আরে বাবা, বামুনের ঘরের ছেলে—ও রকম একগুঁয়েমি করলে কি চলে? ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি—পাহাড় পাহাড় সন্দেশ—পুকুর পুকুর ক্ষীর।

লাল। নিয়ে এস না বাবা আমার জন্যে, আমি ঘরে ব'সেই খাবো।

শ্বেতাঙ্গ। ব্যাটার ছেলের এদিকে আঁটুনিটা দেখ একবার! আমি বাড়ী ব'য়ে এনে দেবো—উনি ব'সে ব'সে গিল্‌বেন।

লাল। তবে আমি খাবোও না—যাবোও না,—খেল্‌তে চল্‌লুম।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

শ্বেতাঙ্গ। দেখ—দেখ, ব্যাটার ছেলের কাজের বেলায় পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আর দৌড়ানোর রকমটা দেখ একবার।

কালিন্দী। ওরা ছেলের জাত—ওদের ও রকম করলে কি যায়? বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

শ্বেতাঙ্গ। বুঝোও—শীগ্‌গির বুঝোও—যা ক'রে পার, বুঝিয়ে ঠিক কর। নইলে আর রক্ষে নাই, তোমার লালকে লালে লাল ক'রে ছাড়্‌বো—তোমার আদর দেওয়া ঝাঁটায় ঝাড়্‌বো—ঘরের মট্‌কায় আগুন দেবো। [প্রস্থান।

কালিন্দী। কি দুর্ম্মুখোর পাল্লাতেই পড়েছি আর কি! হাড়ে নাড়ে জ্বালালে। যাই, দেখি, আবার ছেলেটা কোন্ দিকে গেল।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

রত্নাসনে বলি উপবিষ্ট ও সম্মুখে
কোষাধ্যক্ষ দাঁড়াইয়াছিল।

কোষাধ্যক্ষ। বার বার কেন এ আদেশ?
আছি মোরা চির-সাবধান,
প্রভু-আজ্ঞা অঙ্কিত হৃদয়ে সদা,
যথাবিধি দান-কার্য্য হতেছে নির্ব্বাহ।

বলি। জানি তুমি সুদক্ষ, বিশ্বাসী,
প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্য-সেবক ;
তাই তব করে সঁপিয়াছি হেন গুরুভার।
তবু সাবধান!
জেনো হে ধীমান্!
সর্ব্ব শ্রম সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ
বিন্দুমাত্র ক্রটী হ'লে।
ধন রত্ন অন্ন বস্ত্র
আসন তৈজস ভূমি আদি
যে যাহা চাহিবে—বাছিবে না পাত্রাপাত্র,
দিবে দান অকাতরে ;
মুখের বিকৃতি আভাসেও যেন
নাহি দেখা যায়—যাও।

[কোষাধ্যক্ষের অভিবাদন ও প্রস্থান।

মহানাদ প্রবেশ পূর্ব্বক অভিবাদন করিল।

মহানাদ। দৈত্যনাথ! দেবতারা যজ্ঞ-সভায় আগমন করেছেন।

বলি। দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন?

মহানাদ। এসেছেন; তিনি আপনার সাক্ষাৎ চান।

বলি। যাও মহানাদ! তাঁদের যথাযোগ্য আসন দাও গে, সমাদরে অভ্যর্থনা কর গে। তোমার উপর ভার দিলাম, তাঁদের মর্য্যাদার যেন কোন হানি না হয়। যদিও তাঁরা আজ সর্ব্বস্বান্ত, দীন হীন পথের ভিখারী, তবু মনে রেখো—তাঁরা সবার উচ্চে; যাও। [মহানাদ গমনোদ্যত হইলেন] আর দেখ, গুরুদেবকে নিবেদন ক'রো, তিনি যেন বিনা আপত্তিতে সসম্মানে তাঁদের যজ্ঞ-অংশ দান করেন। যাও, আমি অবিলম্বেই যাচ্ছি।

মহানাদ প্রস্থান করিল।

বলি।　এতদিনে বুঝিতেছি
কেন এ দানবকুল দেবের বিদ্বেষী।
এত উচ্চ দেবতা-হৃদয়!
গর্ব্ব অভিমান দিয়ে জলাঞ্জলি,
বারেকের অশ্রদ্ধা আহ্বানে
শত্রু-যজ্ঞে আসে মিত্রভাবে!
কোন্ তুলিকায় ধাতা করিল অঙ্কিত
এ হেন অতুলনীয় মহান্ চরিত্র?
আমারো অসূয়া আসে,—
মনে হয়, পরাজয় হয় নি তাঁদের,
পরাজিত আমি প্রতিপদে।

ধীরপদে বিন্ধ্যা প্রবেশ করিলেন।

বলি। রাণী—

বিন্ধ্যা। দাসী।

বলি। কেন বিন্ধ্যা, এত নতমুখে ?
আরক্ত আনন,
ছল ছল দৃষ্টি হেরিয়া তোমার
মনে হয়, আছে কিছু বলিবার।

বিন্ধ্যা। মহারাজ।

বলি। বল বিন্ধ্যা।

বিন্ধ্যা। ভিক্ষা।

বলি। সেই ভিক্ষা ?

বিন্ধ্যা। লক্ষ লক্ষ যাচকের অপূর্ণ প্রার্থনা কত
অবাধে হতেছে পূর্ণ বিনা বাক্যব্যয়ে.
যাচিকা একটী ভিক্ষা পায় না কি রাজা ?

বলি। অন্য ভিক্ষা চাহ মহারাণি !
পুত্র ভিক্ষা ইহ জন্মে পাবে নাকো আর।
কুমার তোমার অতি দুরাচার.
পিতৃদ্রোহী—রাজদ্রোহী।

বিন্ধ্যা। নিতান্ত বালক সে যে প্রভু !
জানে কি সে কারে বলে বিদ্রোহিতা ?
যে—যে পথে নিয়ে যায়,
চ'লে যায় বালক-স্বভাবে।
নাহি তার দোষ,

কু-লোকের পরামর্শ হেতু তার ;
মুক্তি ভিক্ষা দাও এইবার,
বুঝাবো তাহারে,
আর কভু হবে না এমন।

বলি। রাজা আমি—রাণী তুমি—
ধরার বিচার ভার আমাদের করে ;
বুঝিয়া প্রার্থনা কর রাণি !
হেন গুরু অপরাধে বিনা সুবিচারে
যদি দিই মুক্তি তারে
পুত্রস্নেহ বশবর্ত্তী হ'য়ে,
কি কহিবে লোকে ?
কোথায় রহিবে ধর্ম্ম ?
কি দৃষ্টিতে দেখিবে ঈশ্বর ?

বিন্ধ্যা। পিতা তুমি তার,
তাই সর্ব্বস্থলে সাজে বিচার তোমার।
কিন্তু প্রভু ! জননী যে আমি।
করুণার সরোবর মাতা,
মমতায় গঠিত জননী,
মার্জ্জনার অভিন্ন মূরতি।
ধন ধর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধি কর্ত্তব্য বিচার
কিছু নাই মাতৃ-প্রাণে,
শুধু পুত্র—শুধু পুত্র।
বন্দী মোর সেই সে সর্ব্বস্ব,—
পায়ে ধরি রাজা !

সহিতে পারি না আর,
যা দেবার দাও দণ্ড মোরে,
মুক্তি দাও অবোধে আমার।

বলি। এই তুমি মহারাণী ?
এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণ ল'য়ে
অভিষিক্তা জগতের মাতৃপদে ?
নিজ পুত্র তরে এত ব্যাকুলতা ?
কৈ রাণি! পুত্রসহ তব
বন্দী বৃদ্ধ অসহায় পিতামহ মোর,
কি ভাবিলে তাঁর দশা ?
তাঁর তরে ভিক্ষা কে চাহিবে রাণি ?

পুষ্প প্রবেশ করিল।

পুষ্প। সে ভিক্ষা নেওয়ার ভার যে আমার উপর বাবা! পরের মা কি কথনও পরের ছেলের মুখের দিকে চায় ? তাঁদের কেউ নাই ; আমি তাঁদের জন্য তোমার কাছে ভিক্ষা কর্‌বো, আমি তাঁদের ছ'টী ভাইয়ের মা হবো।

প্রহ্লাদ প্রবেশ করিলেন।

প্রহ্লাদ। মা হ' মা! এই জ্বালাময় স্বার্থের সংসারে আজ আমাদের একজন মায়ের বড় দরকার। আজ আমরা বড় একা। আজ আমাদের মুখের দিকে চায়, এমন কেউ নাই। মা হ' মা! এতদিনে আমরা মায়ের অভাব টের পেয়েছি, আজ আমাদের চৈতন্য হয়েছে। যাদের মা নাই, তারা আবার বেঁচে থাকে কেন!

পুষ্প। দুঃখ ক'রো না বাবা! মা নাই তো কি? চেয়ে দেখ বাবা! নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত আমার সর্ব্বাঙ্গটা, আমিই তোমাদের সেই কল্পবধূ-মা কি না! [বলির প্রতি] বাবা! বাবা! আমি সবার মা হ'য়ে তোমার নিকট ভিক্ষা করছি, আমার অনাথ পুত্রের মুক্তি দাও বাবা!

বলি। প্রহরী!

জনৈক প্রহরী প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

বলি। যাও, মহানাদকে বলগে—পিতামহ ও কুমারকে অবাধ অধিকার দিতে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

মহানাদ প্রবেশ করিল।

মহানাদ। সম্রাটের আজ্ঞা দেবার পূর্ব্বেই তাঁরা স্বেচ্ছায় সে অধিকার নিয়েছেন দৈত্যনাথ!

বলি। স্বেচ্ছায় সে অধিকার নিয়েছেন?

মহানাদ। হাঁ মহারাজ! তাঁরা প্রাসাদ হ'তে লাফ দিয়ে রাজপথে পড়েছেন।

প্রহ্লাদ। সর্ব্বনাশ!

বিন্ধ্যা। [কম্পিত-কলেবরা হইয়া পতনোন্মুখী হইলেন, পুষ্প তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।]

পুষ্প। মা! মা!

বলি। কি হয়েছে? ওঃ, যা মা পুষ্প! শীঘ্র অন্তঃপুরে নিয়ে যা—একটু শুশ্রূষা করগে।

[বিন্ধ্যাকে ধরিয়া লইয়া পুষ্পের প্রস্থান।

বলি। তারপর ব্যাপারটা কি মহানাদ? সহসা প্রাসাদ হ'তে লাফ দিলেন, কারণটা কি?

মহানাদ। কারণ আর কিছু না, পিতামহ একজন প্রহরীর মুখে আগাগোড়া যজ্ঞের ব্যাপার শুন্‌ছিলেন। প্রহরী অনেক কথা ব'লে যখন বল্‌লে, এইবার দেবতারা যজ্ঞ-সভায় এসেছেন, তাঁদের রীতিমত আদর অভ্যথনা করা হ'চ্ছে; তখন তাঁর মুখখানা সহসা রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো, চোখ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হ'লো, বার্দ্ধক্য-পীড়িত সেই লোল দেহখানা মুহূর্ত্তে যেন সহস্র যুবার মত্ততায় ফুলে উঠ্‌লো। তিনি সদম্ভে দাঁড়ালেন, কুমারের মুখপানে চেয়ে একটা শুষ্ক তীব্র কটাক্ষ কর্‌লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর হাত ধ'রে জয় হর শঙ্কর ব'লে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন।

বলি। তা হ'লে তাঁর উদ্দেশ্য তো বড় ভয়ানক দেখ্‌ছি মহানাদ!

জনৈক প্রহরী প্রবেশ করিল।

প্রহরী। সর্ব্বনাশ হয়েছে দৈত্যনাথ! পিতামহ রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হয়েছেন। যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্য নষ্ট কর্‌ছেন—দেবতাদের দুর্দ্দশার একশেষ কর্‌ছেন?

বলি। মহানাদ! তুমি যাও; সম্মান, ভক্তি, অনুকম্পা, সব দূরে দিয়ে শুদ্ধ কর্ত্তব্য নিয়ে যাও। তাঁদের আক্রমণ কর—বন্দী কর—বাধা দিলে হত্যা কর। যাও—

অনুহ্রাদ প্রবেশ করিলেন।

অনুহ্রাদ। আর কাকেও যেতে হবে না বলি! আমি নিজেই এসেছি। লোক দিয়ে আর আমার অপমান ক'রো না। যা কর্‌তে হয়, নিজে কর। বাণ! আস্‌ছিস্?

রক্তাক্ত-কলেবর দেবগণকে লইয়া বাণ প্রবেশ করিল।

বাণ। আসবো বৈ কি তাত! আপনি যেখানে, আমিও যে সেই-খানে; আজ যে আমি আপনার মন্ত্র-শিষ্য—আজ যে সমস্ত মহত্বের উপর দিয়েই আমার গন্তব্য—আজ যে বিশ্বের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা নিয়েই আমার খেলা।

বলি। [স্বগত] ওঃ—কি মর্ম্মান্তিক জ্বালা!
কোন্ দিকে যাই—কোথায় লুকাই মুখ?
আমারি আশ্রয়ে—আমারি চক্ষের মাঝে—
আমারি আহূত দেবতা-মণ্ডলী—
তাঁদের দুর্দ্দশা এই!
এস তুমি বজ্র,
দ্বিধা হও বসুন্ধরা! [মুখ ফিরাইলেন]

অনুহ্লাদ। ওদিকে ফিরছো কেন বলি? এদিকে তাকাও! দেখ—তোমার পূজ্যপাদ দেবতাদের দুর্দ্দশাটা। কথামত করেছি কি না? আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র, আমার ইচ্ছায় বাধা দেবে তুমি? সে দিন রণস্থলে প্রতিশোধ নিতে গিয়েছিলুম, তুমি চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে চ'লে গেলে। মনে করলে বুঝি, আশা-ভঙ্গ হ'লেই যুদ্ধের উদ্যম ভঙ্গ হবে! তা হবে না,—দেখে নাও, আজ তোমার বুকের উপর কেমন চূড়ান্ত শোধ নিয়ে নিলুম, কি করবে কর।

বাণ। কি ভাবছেন পিতা! কুপুত্র—না? আমি এতটা ছিলুম না পিতা! আপনার নির্ম্মমতাই আমায় এই পথে নামিয়েছে। আমার সব ছিল; পিতাকে বসাবার জন্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে রত্ন-বেদিকা ছিল—পদধৌত করতে নেত্রকোণে অফুরন্ত প্রেমাশ্রু ছিল—পূজা করবার মত

ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, ব্যাকুলতা, রাশি রাশি রঙ্গিন পুষ্প ছিল। চিন্‌তে পার্‌লেন না পিতা! বড়ই অবজ্ঞা কর্‌লেন,—বেশী সাবধান হ'তে গিয়ে সব হারালেন। আজ আমি সত্যই একটা কদাচার।

বলি। বাণ!

অনুহ্লাদ। সাবধান বলি! ওকে একটা কথা ব'লো না। যা বল্‌তে হয়, আমায় বল—যা কর্‌তে হয়, আমায় কর। তোমার সম্রাটত্বের যতটা শক্তি, সব এই হিরণ্যকশিপুর পুত্রের মাথার উপর দিয়ে চালাও—দেখি, তুমি কেমন সম্রাট!

বলি। [স্বগত] না—এ অসহ্য! আমি রাজা—আমি যেন ওদের হাতের পুতুল। আমার করে রাজদণ্ড—শাসন করে অন্যে। আমার মুকুট যেন বিলাসিতার একটা সজ্জা। ওঃ—কি করি! পিতামহ! হোক্‌,—ভক্তি এতদূর উঠ্‌তে পারে না। পুত্র! কিসের? স্নেহ এমন অধঃপতনকে আলিঙ্গন দেয় না। [প্রহ্লাদের প্রতি] পিতামহ! এঁদের মুক্তির জন্য এসেছিলেন—না? এইবার বিচার করুন।

প্রহ্লাদ। কি বিচার কর্‌বো বলি? আমি তো সম্রাট নই।

বলি। যদি হ'তেন?

প্রহ্লাদ। তা হ'লে কি হ'তো, বল্‌তে পার্‌ছি না বলি!

বলি। এখন আপনার ইচ্ছা?

প্রহ্লাদ। এখন ইচ্ছা—এখন ইচ্ছা, বল্‌তে পার্‌ছি না বলি! এখন ইচ্ছা করে, শোক-সন্তপ্ত বান্ধবহীন আমার বৃদ্ধ দাদাকে পশ্চাতে রেখে তোমার শাণিত রাজদণ্ডের মুখে নিজের বুকখানা পেতে দিই।

বলি। তা হ'লেও কোন ফল হবে না পিতামহ! এ ন্যায়দণ্ড আজ পুণ্যের সহস্র ব্যবধান ভেদ ক'রেও পাশবিকতায় স্পর্শ করবে। মহানাদ! তুমি মূর্ত্তিমান কর্ত্তব্য, তুমিই পারবে।

ইন্দ্র । দৈত্যেন্দ্র !

বলি । দেবেন্দ্র !

ইন্দ্র । এঁদের মুক্তি দাও দৈত্যেন্দ্র !

বলি । মুক্তি ?

ইন্দ্র । হাঁ বলি ! আমি বিচার ক'রে দেখ্‌লুম—এরা নির্দ্দোষ ; এঁদের মধ্যে একজন পিতৃহত্যা-প্রতিশোধপ্রার্থী ঈর্ষাপরায়ণ অন্ধ, আর একজন পিতার অবজ্ঞাত ঘোর অভিমানী তরলমতি বালক। এ অত্যাচার এদের স্বভাববিরুদ্ধ হয় নাই। এঁদের মার্জ্জনা কর।

বলি । মার্জ্জনা ! আপনি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পার্‌ছেন দেবেশ ?

ইন্দ্র । কেন ? এরা আমাদের প্রতি অযথা অত্যাচার করেছে ব'লে ? অত্যাচারকে যদি পূজা ব'লে আদরে মেখে নিতে না শিখ্‌তাম তা হ'লে বোধ হয় আমাদের এতটা অধঃপতন ঘট্‌তো না। আমি এদের মার্জ্জনা করেছি, তুমিও এদের ভিক্ষা দাও।

বলি । [নীরব]

ইন্দ্র । ভেবো না বলি ! আজ তুমি কল্পতরু ; তোমার কাছে প্রার্থনা অপূর্ণ থাক্‌লে কলঙ্ক।

বলি । যাই হোক্, এ আপনার আদেশ। [অনুহ্লাদের প্রতি] যান পিতামহ, দেবাদেশে আপনারা মুক্ত। চলুন দেবরাজ ! আমি আজ স্বহস্তে আপনার শুশ্রূষা কর্‌বো—অশ্রুজলে অস্ত্র-চিহ্ন ধৌত কর্‌বো—হৃদপিণ্ড খণ্ড খণ্ড ক'রে আপনার ক্ষতস্থান পূরণ কর্‌বো।

[দেবগণ সহ প্রস্থান করিলেন।

প্রহ্লাদ । তোমায় এত ক'রে বুঝিয়ে এলুম, একটু স্থির হ'তে পার্‌লে না দাদা !

অনুহ্রাদ। পারলুম না ভাই! যজ্ঞে দেবতাদের খুব আদর অভ্যর্থনা হ'চ্ছে শুনে আমার মাথাটা কেমনতর বিগ্‌ড়ে গেল। আর অপেক্ষা সইলো না—লাফ দিয়েই ছুট্‌লুম। এ আমার সহ্য হ'চ্ছে না ভাই! কোথাও দেবতা-ভোজন, কোথাও লক্ষ্মীপূজা, কোথাও নারায়ণের বিগ্রহ নিয়ে খেলা! হিরণ্যকশিপুর রাজধানীটা দশজনে জুটে যেন একটা বৈষ্ণবের আড্ডা ক'রে তুলেছে। এই একটা শোধ নিলুম, আর একজনকে পেলে হয়।

প্রহ্লাদ। তাঁকে এ পথে পাবে না দাদা!

অনুহ্রাদ। খুব পাবো; আমার পিতা এই পথেই পেয়েছিলেন। আমি তাঁর পুত্র—তাঁর পথ ছাড়্‌বো না ভাই, দেখি পাই কি না। চ'লে আয় বাণ!

[বাণ সহ প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। নারায়ণ! আজ একটা কামনা কর্‌ছি; তুমি আমার দাদাকে দেখা দাও, তাঁর এ মতি হরণ কর; তাঁকে তোমার মত ক'রে নাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল-সন্নিহিত পথ।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকগণ, ভিখারিণীগণ ও শিশুগণের প্রবেশ।

গীত।

ভিক্ষুকগণ।— অন্ন দাও জীবন রাখি,
ভিখারিণীগণ।— বস্ত্র দাও লজ্জা ঢাকি,
ভিক্ষুকগণ।— দীর্ঘ অনাহার,
ভিখারিণীগণ।— দেখ দান-অবতার।
ভিক্ষুকগণ।— এসেছি দয়ার দ্বারে
ভিখারিণীগণ।— জানাতে বেদনা,
ভিক্ষুকগণ।— দীনে করুণা কর,
ভিখারিণীগণ।— নিবার হাহাকার।
ভিক্ষুকগণ।— পত্নী সম্মুখে কাঁপিছে বাতাহত,
ভিখারিণীগণ। শিশুর এ শুষ্ক মুখ মা হ'য়ে দেখি কত,
শিশুগণ।— মা খেতে দাও, মা খেতে দাও,
ভিখারিণীগণ।— ফেটে যাও বসুমতি, একি মা সহে আর।
ভিক্ষুকগণ।— দেখ হে দুর্গতি, দেখ হে সংসার॥

[সকলের প্রস্থান।

মোটমস্তকে শ্বেতাঙ্গ ও লালের প্রবেশ।

লাল। আর আমি পারবো না বাবা! এই তোমার সব রইলো! মোট নামাইল]

শ্বেতাঙ্গ। ওঃ, বেটা আমার রাজপুত্তুর গো! এই ক’পা এসে আর পারবো না! নে—নে, তোল্।

লাল। দেখ না বাবা, আমার পা ফুলে উঠেছে।

শ্বেতাঙ্গ। পা যায়, তোর কাঠের পা গড়িয়ে দেবো; তার আর ভাবনা কি?

লাল। কাঠের পা? ওরে বাপ্ রে!

শ্বেতাঙ্গ। বেশ তো, আর কাঁটা কোঁটার কি ফোল্বার ভয় থাক্বে না। নাও বাবা লালমোহন! আর তেতো ক’রো না বাবা, তল্পী তোল।

লাল। যে ভারী বাবা!

শ্বেতাঙ্গ। হাল্কা হ’য়ে যাবে বাবা, আমি মন্তর বল্তে বল্তে যাবো—চল।

লাল। তুমি এত নিলে কেন বাবা?

শ্বেতাঙ্গ। সাধ ক’রে কি নিলুম বাবা? হাত পা গুলি ছোট ছোট দেখ্লে কি হবে, উদরটী যে তোমার আসমুদ্র বাবা! আমাকে ভরাতে হবে তো!

লাল। যাও—যাও, আর তোমায় ভরাতে হবে না।

শ্বেতাঙ্গ। কেন বাবা সোণার চাঁদ! ডানা গজিয়েছে না কি? বাবাকে ত্যজ্য-পুত্তুর কর্ছো?

লাল। কর্বো না! এমন কথা বল, উদর আসমুদ্দুর?

শ্বেতাঙ্গ। ঝকমারি করেছি বাবা, রাগ কর্তে আছে কি! ছিঃ—তুমি হ’চ্ছো আমার লালমোহন—তোমার মায়ের তুমি রসগোল্লা—তোমায় দেখ্লে জগতের চক্ষু ছানাবড়া। আহা, বাছা রে, তোমায় আমি কি ভালই না বাসি।

লাল। ভালবাস আর যাই কর, আমায় মোট বওয়াতে পারছো না বাবা, আমি কাঁচা ছেলে নই।

শ্বেতাঙ্গ। আহা, তা আর জানি না রে মাণিক! তোমায় মা পাকা পাকা ফল দিয়ে আকাঁড়া পঞ্চানন্দের পূজা করেছিল, তাই অমন ঝুনো ফলটী তার কোলে উঠেছে! তোমায় কাঁচা বল্‌তে পারি? তোমার কাছে আমার বাবা পর্য্যন্ত নাবালক। নাও বাবা পাকারাম! বেলা হ'চ্ছে, আর ফাঁকা কথা ভাল লাগে না।

লাল। তবে এক কাজ করি এস না বাবা! আমি মোট মাথায় করি, তুমি আমায় কাঁধে কর। আমার পা'টাও আড়ষ্ট হয়েছে—বজায় থাকবে, জিনিষগুলোও বাড়ী পৌঁছবে,—তোমায় ভাব্‌তে হবে না।

শ্বেতাঙ্গ। আহা-হা, কি বুদ্ধি! বৃহস্পতি শাপভ্রষ্ট হ'য়ে আমার বাড়ীতে জন্ম নিয়েছেন, বাঁচ্‌লে হয়!

লাল। সে জন্তে ভেবো না বাবা। মা বলেছে, আমার লক্ষ বছর পরমায়ু হবে।

শ্বেতাঙ্গ। তা হবে বৈ কি! তুমি থাকৃতে থাক্‌তেই তো কলি পড়্‌তে হবে!

লাল। দেখ বাবা—

শ্বেতাঙ্গ। দোহাই বাবা, আর বকিয়ো না, আমার মাথা গরম হ'য়ে আস্‌ছে। এ রকম কর্‌লে কি চলে বাবা! ঘরকন্না করতে হবে—আজ বাদে কাল বিয়ে হবে—রাঙা টুকটুকে বৌ আস্‌বে।

লাল। হি-হি-হি, দেখ বাবা—দেখ বাবা, আমার পা সেরে গেছে, আমি এইবার এক ছুটে বাড়ী যাবো। [মোট মাথায় তুলিল]

শ্বেতাঙ্গ। তা যাবে বৈ কি বাবা, ওষুধ পড়েছে যে! চল বাবা, বাড়ী গিয়েই তোমার বিয়ের যোগাড় করছি আর কি!

বিরোচন প্রবেশ করিল ।

বিরোচন। দাঁড়াও বাবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমরা যে সব বলিরাজার যজ্ঞে যাচ্ছো—দান নিচ্ছো, আর আমি যে এদিকে একটা যজ্ঞ আরম্ভ করেছি—ভাণ্ডার খুলে রেখে দিয়েছি, সে দিকে ঘেঁস্‌ছো না কেন? এত পক্ষপাতিত্বটা কিসের বল দেখি? আমি তোমাদের কি করেছি?

শ্বেতাঙ্গ। এঁ্যা! তুমি আবার যজ্ঞ করেছ? এই রকম দান দিচ্ছো? বল কি?

লাল। আমি কিন্তু আর বইতে পার্‌বো না বাবা! বুঝে-পোড়ে—

শ্বেতাঙ্গ। চোপরাও! তোর বাবা যে, সে পার্‌বে। হাঁ মশায়, সত্যি?

বিরোচন। কেন বাবা! উপরে জাঁকালো পোষাক নাই ব'লে মন উঠ্‌ছে না? ভিতরটা দেখ। তোমরা ও সব কি কতকগুলো বাজে জিনিষ নিয়ে গণ্ডগোল কর্‌ছো, আমি তোমাদের আসল মতি দেবো—যত চাও।

শ্বেতাঙ্গ। দেখ্‌ছি—আপনি মহাশয় লোক। তা—তা—কতদূর যেতে হবে? দানটা কোন্‌খানে হ'চ্ছে মশাই?

বিরোচন। যেতে হবে না কোথাও বাবা! আমি লোকের বাড়ী ব'য়ে দিচ্ছি। আমার যজ্ঞ আমার ভিতরে,—আমার ভাণ্ডার আমার সঙ্গে।

শ্বেতাঙ্গ। [স্বগত] তাই তো, এখন করি কি? কিসেই বা নিই? কি ক'রেই বা নিই? এদিকে তো গাধার বোঝাই হ'য়ে গেছে। আর ছাড়িই বা কি ক'রে? হীরে-মতির ছড়াছড়ি! ওঃ আমার প্রাণটা যে খাঁচাকলে পড়্‌লো গা! সাধ ক'রে কি লালের মা গাল খায়! এই

গোটাকতক আণ্ডাবাচ্ছা এ সময় থাক্‌লে কি মজাই না হ'তো বল দেখি? আমার মাথা ঠুকে মর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

বিরোচন। অত ভাবছো কি হে! নেবে না কি বল দেখি?

শ্বেতাঙ্গ। দেখ বাবা দয়াময়! যখন নিজগুণে এতটা দয়া করলে, তখন আর একটু কষ্ট স্বীকার কর বাবা! দেখ্‌ছো তো বাবা, আমার কেউ নাই। এখান হ'তে আমার বাড়ী বেশী দূর নয় বাবা—তুমি দয়া ক'রে চল বাবা! যত দিতে পার—আমি গাড়ী গাড়ী নেবো বাবা!

বিরোচন। এ সে ধন নয় ভিখারী! এ ধন গাড়ীতে বোঝাই চলে না, হৃদয়ের স্তরে স্তরে বোঝাই নিতে হয়। এ ধনে ঐ সব নশ্বর পার্থিব লালসা-মাখা ঐশ্বর্য্যের মত ভার নাই, আছে মুক্তিময় এক অনন্ত প্রীতির উচ্ছ্বাস। এ ধনে চক্ষুর দৃষ্টি চলে না—এ কেবল প্রাণে প্রাণে দেখা শোনা; বুঝ্‌তে পেরেছ ভিখারী, এ কি ধন? এ প্রেমধন—এ ধন যত হাল্কা, তত দামী।

লাল। বাবা! বাবা! তুমি আমার মোটটা নাও তো, আমি ওর প্রেমের বোঝাটা নিই।

বিরোচন। ভাব্‌ছো কি ভিখারী? অমন কট্‌মটিয়ে তাকাচ্ছো কেন প্রার্থী? নাও—নাও, ও ধন ক'দিনের জন্য? এ ধন অফুরন্ত! নিয়ে দেখ, অভাব ব'লে আর কিছু থাক্‌বে না—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মনে ধর্‌বে না, হাতের মুঠোয় পাবে এক আনন্দময় পরম সাম্রাজ্য। নাও না ভাই!

শ্বেতাঙ্গ। তুমি পাগল না কি?

বিরোচন। শুধু আমি নই বাবা, তুমিও পাগল, তোমায় যে এই সব দান দিয়ে ভুলিয়েছে, সে বলিও পাগল। জগৎটাই একটা পাগলের মেলা। কেউ ভাবে পাগল, কেউ ভেবে পাগল, কেউ স্বভাবে পাগল। ছেড়ে দাও না বাবা, ও সব কথা; যা দিচ্ছি নাও, বুঝ্‌তে পার্‌বে পরে। প্রেম—প্রেম, অহো-হো, কি মধুর—কি মূল্যবান!

শ্বেতাঙ্গ। দেখ বাবাজি! তোমার কেউ ভালবাসার লোক থাকে তো, ও জিনিষটা তাকেই দাও গে।

বিরোচন। আরে জগৎটাই যে আমার ভালবাসা।

শ্বেতাঙ্গ। দোহাই বাবা, রক্ষে কর। তোমার ও গোঁফ-দাড়ী-ওয়ালা বুনো ভালবাসা, জগতের সবাই নিতে পারবে না। আমায় ছাড়ান দাও বাবা!

বিরোচন। কি! এমন নিঃস্বার্থ অন্তরের ভালবাসা নিতে পারবে না, নেবে কাজ কেনা মৌখিক অভ্যর্থনা? এমন অমরত্বের মধুর মিলন চাও না, চাও গলায় ছুরী দেওয়া ঘৃণিত আলিঙ্গন! এমন সুগন্ধ সুস্বাদু ক্ষীর ভোজন করবে না, খাবে শূকরের মত অস্পৃশ্য মলমূত্র? না, আমার চোখ ফেটে জল আস্‌ছে, জগতের এ দুর্দ্দশা আর দেখ্‌তে পারি না। আমি তাদের টেনে তুল্‌বো—আমি তাদের জোর ক'রে প্রেম দেবো! নাও—নাও, তুমি ও সব ভূতের বোঝা ফেলে দাও। [মোট ধরিতে উদ্যত হইলেন]

শ্বেতাঙ্গ। ওরে লাল! পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়, দেখ্‌ছিস্ না বেটা চোর, কেড়ে নেবার মতলবে আছে।

[লাল সহ দ্রুত প্রস্থান।

বিরোচন। নিলে না—নিলে না, এত ক'রে সাধ্‌লুম—কিছুতেই নিলে না; উল্টে আমায় চোর ব'লে চ'লে গেল। হা রে অধম জীব! তোমার চোখ দু'টো কি সাজানো? জিনিষ চেন না?

পুষ্প প্রবেশ করিল।

পুষ্প। আমায় একটু প্রেম দিন না দাদামশায়!

বিরোচন। নাত্‌নী? তুই প্রেম নিয়ে কি করবি? প্রেম চিনিস্?

পুষ্প। তা কেন চিন্‌বো না দাদামশাই? প্রেম : রামধনুর মত রঙ্গিন—রসগোল্লার মত রসাল—হক্‌কীর মত হজ্‌মী, সেই তো?

বিরোচন। [স্বগত] কথা ক'টা নেহাৎ ছেলেমি হ'লেও একটা শৃঙ্খলা আছে তো!

পুষ্প। ওকি দাদামশাই! ভাব্‌ছেন কি? এই প্রেম নিলে না—প্রেম নিলে না ক'রে দেশ মাথায় কর্‌ছিলেন, যেই লোক জুট্‌লো—অমনি বিচার আরম্ভ কর্‌লেন। বাঃ দানী!

বিরোচন। দেব কি নাত্‌নী, এ প্রেম বোধ হয় তোর ধাতে সইবে না।

পুষ্প। কেন দাদামশাই! আপনার প্রেম কি বড় কড়া?

বিরোচন। বড় কড়া নাত্‌নী, বড় কড়া। এ প্রেম পেটে ঢুক্‌লে আর দরোজা বন্ধ ক'রে ঘরে ব'সে থাকা চলে না,—দিনরাত ফাঁকার হাওয়া খেতে হয়।

পুষ্প। এই তো দাদামশাই, লোক চেনেন না। আমি যে আজ কাল ফাঁকাতেই আছি। দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, আমার দৃষ্টিটা ফাঁকা ফাঁকা—আমার প্রাণখানা ফাঁকা ফাঁকা—আমার সর্ব্বস্বটা ফাঁকা ফাঁকা?

বিরোচন। তাই না কি! আরে, এমনধারা কবে হ'তে হ'লো নাত্‌নী?

পুষ্প। যে দিন হ'তে আপনার সেই পাত্র দেখেছি—বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। দাদামশায়! আপনি প্রেম দান কর্‌ছেন, আমি মনে করেছি, একটা প্রেমের হাট বসাবো—বেচাকেনা কর্‌বো; তাই আপনার কাছে জিনিষ সংগ্রহের যোগাড়ে আছি। তা হ'লে সে বিয়েটা আজই হ'চ্ছে তো?

বিরোচন। আজই দিন ভাল না কি?

পুষ্প। হাঁ দাদামশাই! সে সব আমি দেখিয়ে শুনিয়ে ঠিক করেছি; বিয়ের যোগাড়-যন্তর হ'য়ে গেছে, এমন কি আল্‌পোনা পর্য্যন্ত,—বর বেঁতেই যা দেরী। আসুন তো দাদামশাই, দু'জনে মিলে আজ জীবন্ত প্রেমের ছড়াছড়ি করি।

বিরোচন। আরে, এত কাণ্ড করেছিস্? তা—যা, যখন কথা দিয়েছি—

পুষ্প। তবে ঠিক সন্ধ্যের পর—বুঝেছেন? দেখ্‌বেন—এর যেন আর নড়চড় না হয়, তা হ'লে আমি ক'নে নিয়ে বিপদে পড়্‌বো।

বিরোচন। যা—যা—

পুষ্প। দেখ্‌বেন—দেখ্‌বেন—দেখ্‌বেন।

[প্রস্থান।

বিরোচন। [প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিয়া] তুমি কি বল্‌ছো? পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি তুমি—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তুমি—বামার্দ্ধাংশশূন্য নারায়ণ তুমি, পুর্ণ কর্‌বার সুযোগ পেয়েছি—ছাড়্‌বো না। আমি তোমার বিবাহ দেবো, চির-কিশোর! শুনেছি, বিবাহ দিলে আপনার পর হ'য়ে যায়; তুমি পর হবে না তো চির-আপন? তা হবে, হও। যে কন্যা পেয়েছি, সে লোভ আমি সম্বরণ করতে পার্‌ছি না। তোমাদের এ উৎকট বিয়োগের মধুর সংযোগ আমায় কর্‌তেই হবে। এটা নিতান্ত ছেলেখেলা হ'লেও আমায় খেল্‌তে হবে—এর ভিতর একটা বেশ মাধুর্য্য রয়েছে। এ জীবন্ত প্রেমের ছড়াছড়িই বটে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পের কক্ষ।

পুষ্প ও লক্ষ্মী।

পুষ্প। ওগো পুতুল! আজ তোমার বিয়ে!

লক্ষ্মী। সে কি? বিয়ে কি? কার সঙ্গে?

পুষ্প। দাদামশায়ের পুতুলের সঙ্গে।

লক্ষ্মী। [মৃদু হাস্যের সহিত] যে বিয়ে দেবে, আগে তার বিয়ে হোক্।

পুষ্প। দেখ পুতুল, এটা তুমি অন্যায় বল্‌লে ভাই! যতদিন মেয়ে-ছেলের বিয়ে না হয়, ততদিনই তারা পুতুলের বিয়ে দেয়, বিয়ে হ'লে আর কেউ পুতুলের দিতে যায় না। তখন আর কিছু নিয়ে মেতে পড়ে। ওগো, তোরা আস্‌ছিস্?

[নেপথ্যে সখীগণ]

১ম সখী। যাচ্ছি গো, যাচ্ছি। অত ব্যস্ত কেন? বর এসে তো আর ফিরে যাচ্ছে না! জিনিষ পত্তর সব গুছিয়ে নিতে হবে তো!

বিবাহোচিত মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া সখীগণের প্রবেশ।

গীত।

পুষ্প।— আজকে তোমার বিয়ে পুতুল, আজকে তোমার বিয়ে।
পটলচেরা কাজল চোখে দেখ্‌ছো কি আর পুটপুটিয়ে॥

সখীগণ।—শ্যাম-বিরহের বৈদ্য মোরা, ঘাম দিয়ে ছোটাবো জ্বর,
সকল যোগাড় হাতে হাতে যা দেরী আর আস্‌তে বর,
এস চড়াই রূপের দর ঐ সোণার গায়ে হলুদ দিয়ে।

লক্ষ্মী।— রঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপে, বল ভাই, কে হবে মোর বর,
পুষ্প।— ভেবো না শশিমুখি, বর তোমার সেই নটবর,
লক্ষ্মী।— ছি-ছি-ছি লাজে ম'রে যাই,
পুষ্প।— মুখে লাজ পেটে ক্ষিদে, একি গো বালাই,
সখীগণ।—এবার ঘুচবে তোমার পালাই পালাই
রোগের মত অসুখ পিরে॥

[নেপথ্যে নারায়ণ-মূর্ত্তি মস্তকে বিরোচন।]

বিরোচন। বর যাচ্ছে—বর যাচ্ছে, তফাৎ—তফাৎ।

পুষ্প। ও ভাই! বর আস্‌ছে, কেউ ক'নের মুখে পান চাপা দে; শুভদৃষ্টি না হ'লে দেখ্‌তে নাই।

[সখীগণ লক্ষ্মীর মুখে পান ঢাকা দিল এবং শঙ্খ
ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিল]

বিরোচনের প্রবেশ।

বিরোচন। এই নে নাত্‌নী, তোদের বর এনেছি।

পুষ্প। আমাদের নয় দাদামশাই, আমাদের ক'নের।

বিরোচন। যার হোক্, তোরা আপনার আপনার মিটিয়ে নিস্। এখন বর নামিয়ে নে।

পুষ্প। দাঁড়ান দাদামশাই, বরণ কর্‌বো না?

বিরোচন। নে ভাই, যা করতে হয়, শীগ্‌গির ক'রে নে।

গীত।

পুষ্প।— এসো বিশ্ব-বিমোহন বর!
সখীগণ।— এসো তৃষিত চাতককুল-কল্যাণ জলধর
সুন্দর চারু মনোহর॥

পুষ্প।— এসো চন্দন-চর্চ্চিত সুকোমল অঙ্গ,

সখীগণ।— এসো খঞ্জন নীল আঁখি ঈষৎ হসিতাধর

প্রবাহিত কল কল রসের তরঙ্গ।

পুষ্প।— এসো হে কামিনীকুল-আশা,

সখীগণ।— এসো হে সবার ভালবাসা,

পুষ্প।— এসো তুমি চিতচোরা সুধারস-সাগর নাগর নব-নটবর।

সখীগণ।— এসো তুমি প্রাণবঁধু, তোমার স্পর্শ-মধু, মধু হ'তে মধুরতর॥

[বরণ করিয়া বিরোচনের মস্তক হইতে বর নামাইয়া লইল।]

পুষ্প। এইবার দাদামশাই, আপনি যেতে পারেন।

বিরোচন। এঁ্যা—বলিস্ কি? কাজ মিটে গেল না কি? যাবো কি? আমার সঙ্গে বরযাত্রী আছে যে!

পুষ্প। বরযাত্রী? কৈ, সে সব কথা তো থাকে নি দাদামশাই?

বিরোচন। তা ছিল না বটে, কিন্তু নাত্‌নী, বিয়ে ব'লে কথা—নেহাৎ পাঁচজন ভদ্রলোক না এলে কি ভাল দেখায়? বেশী নয় নাত্‌নী, ভয় করিস্ না, গোণা পাঁচটী—দর্শন, শ্রবণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ ভদ্র, এরা আমার নেহাত আত্মীয়—আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, বিনা নিমন্ত্রণেও অভিমান নাই, আপনা হ'তেই হাজির! অন্যের কথা যাই হোক্—এদের না নিয়ে কি আস্‌তে পারি ভাই?

পুষ্প। তা এনেছেন যখন—আর কি হ'চ্ছে! যান—তাদের নিয়ে বাইরে বসুন; এ দিককার কাজ কর্ম্ম আগে সারা হোক্। বিয়ের সঙ্গে তো আর আপনার বরযাত্রীর কোন সম্বন্ধ নাই দাদামশাই! খাবার সময় ডাক্‌বো এখন।

বিরোচন। তা—তা—তাই চল্‌লুম; তবে ঠিক সময়ে ডেকো যেন,—কাজের গোলমালে ভুলে যেও না। [প্রস্থান।

পুষ্প। নে গো—এইবার তোরা শুভদৃষ্টি করা।

সখীগণ। চাও গো চাও, ভাল ক'রে চার চোখে চাও। [শুভদৃষ্টি করাইল।]

সহসা নারায়ণের আবির্ভাব।

গীত।

নারায়ণ।— ধনি! ভরসা ক'রে চাও।
পুতুল খেলার ভিতর দিয়ে প্রেমের খেলা শিখিয়ে দাও॥
সব ঘটেতে আমি থাকি,
ভয় কি তোমার মেল আঁখি,
আমি রাধা বলা পাখী, বাঁশীকে তার সাক্ষী নাও।

লক্ষ্মী।— চাই না আমি চোখের দেখা,
ও শ্যামরূপ যে প্রাণে আঁকা,
আমি এবার ধ'রে দেখ্‌বো সখা, কেমন ক'রে মন মজাও॥

সখীগণ। ওমা! ওমা! একি হ'লো? পাষাণ ফুঁড়ে যে দিব্যি কোমল নধর বর বেরিয়ে পড়্‌লো গো!

লক্ষ্মী। ও তোমাদের রাজকুমারীর মন্ত্রের গুণে গো, মন্ত্রের গুণে।

পুষ্প। আমার মন্ত্রের গুণে নয় ক'নে, তোমার চাউনির গুণে। যা টানা চোখ তোমার! ওতে শুক্‌নো গাছে রস হয়, মরা বেঁচে ওঠে, আর একটা পাষাণ গলাই হবে না?

[নেপথ্যে বিরোচন]

বিরোচন। দেরী কত নাত্‌নী?

পুষ্প। সবুর করুন দাদামশাই! এই তো সবে শুভদৃষ্টি হ'লো। এইবার সম্প্রদান।

বিরোচন। তা হোক্, তবে তোমার শুভদৃষ্টিটাও যেন এদিকে থাকে।

পুষ্প।—[লক্ষ্মীর হস্ত নারায়ণের হস্তে সংযোগ করিয়া।]

গীত।

আজি দিতেছি তোমারে বর আদরে মধুর দান,
ধর পুলকিত করে দেখি এক দুটী প্রাণ।
যেবো না চরণতলে মরে এ বালুকাস্তূপ,
পিপাসিত তুমি এ যে নির্ম্মল রসকূপ,
আপনা পোড়ায়ে যথা গন্ধ বিতরে ধূপ,
এ অনুপে পাবে সখা অপরূপ অভিমান॥

সখীগণ।—

গীত।

কোথা রতি তোর পতিকে ডাক্, এইবেলা দিক্ ধনুকে টান।
গোলাপ শিশিরে ভরিয়া থাক্, ভয় কি এ নয় হরের ধ্যান॥
আয় নেমে আয় চাঁদের কিরণ, আয় কোকিলা আয় লো আয়,
ঘুরে মরিস্ আঁস্তাকুড়ে আ-মরণ তোর মলয় বায়,
আজকে তোদের নিমন্ত্রণ,
চোখের ক্ষিধে মিটাবি তো নিসে মধু জাগরণ,
এমন নিশি আর হবে না ভরিয়ে নে যার যতটা প্রাণ॥

[নেপথ্যে বিরোচন]

বিরোচন। নাত্‌নী!

পুষ্প। আস্‌বেন না—আস্‌বেন না দাদামশাই! এইমাত্র বিয়ে সারা হ'লো।

বিরোচন। তবে আবার কি?

পুষ্প। বাঃ—বাসর হবে না?

বিরোচন। ও বাবা! এর পর বাসর—তারপর আমাদের? তোদের মতলবখানা কি, খোলসা বল দেখি নাতনী? শুভদৃষ্টি হ'লো—বিয়ে হ'লো—এইবার বাসর হবে। নিজেদের কাজ কর্ম্মগুলি একে একে সব সেরে নিলি, তারপর ঘরের দরজা দিবি না কি?

পুষ্প। ক্ষেপেছেন দাদামশাই! তাই কখনও হ'য়ে থাকে?

বিরোচন। না—আমার বরযাত্রীরা আর মানছে না।

পুষ্প। আচ্ছা পেটুক লোক নিয়ে এসেছেন যা হোক্। এতটা হ'লো যখন—আর একটু সবুর করতে বলুন না দাদামশাই!

বিরোচন। নে—তোর হাতে পড়েছি যখন! তবে বাসরটা আর তেমন ঘটা করিস্ নি ভাই, একটু হাত চালিয়ে নিস্।

পুষ্প। ওগো বর! এইবার তোমার বাসর হবে। বাসরে কি করতে হয় জান?

নারায়ণ। কি ক'রে জান্‌বো?

পুষ্প। জান না? তবে তুমিই না হয় শিখিয়ে দাও গো ক'নে।

লক্ষ্মী। আমিই বা কি ক'রে জান্‌বো?

পুষ্প। আর অত চালাকি কেন ভাই! উনিও দ্বিতীয় পক্ষের বর—তুমিও দ্বিতীয় পক্ষের ক'নে। কিছু জান না? আ-ম'রে যাই আর কি! ওগো বর! বাসরে গান করতে হয়, একখানি গান কর শুনি।

নারায়ণ। এই কথা? তাতে আর কি? তবে কি জান, নূতন জায়গা—নূতন লোক, প্রথম প্রথম একটু বাধে। আগে তোমারই একখানা হোক্ না!

পুষ্প। তা হ'লে হবে তো? তাই হোক্, তবু খানিক পুরাণো হও।

পুষ্প।—

গীত।

আমি চাহিব না আর কারো আশা-পথ চেয়ে চেয়ে গেল দৃষ্টি।
আমি সহিব না আর চাতকিনী হ'য়ে এত শত ঝড়-বৃষ্টি।
আমি মেঘ পানে চাই সে হানে বজ্র,
এ কি কম কথা বঁধু হে,
যে বেঁধে পরাণে বিষের ছুরিকা,
তার তরে রাখি মধু হে,—
আমি আর তারে কভু চাবো না,
সে থাকে শীর্ষে পদধূলি হ'য়ে,
আমি তো তাহারে পাবো না,—
আর পিপাসা বাড়াতে মরুতে যাবো না সে তো ছলনার সৃষ্টি।
আমি কাঁদিব না আর হাপুস-নয়নে,
ছাড়িব না শ্বাস হা নাথ বলিয়া,
শত ফণা আমি দলিব স্মৃতির
আপনার বুক আপনি দলিয়া,—
আমি বুঝেছি প্রেমের মর্ম্ম,
দিতে থাকি শুধু চাহিতে পাবো না,
চাহিলেই গেল ধর্ম্ম,
তবে রত্ন বিলায়ে দুঃখিনীর মত কেন নিই ভিক্ষামুষ্টি।

নারায়ণ।—

গীত।

সখি, কিসের এত অভিমান ?
প্রতি চাহনিতে, প্রতি নিঃশ্বাসে
কেন ছাড় খর বাণ।

আমি এত লঘু, তবু ডুবে যাই
ঐ সরস সরল সঙ্গীতে
আমি এত ভারী তবু ভেসে যাই
ঐ বিলোল তরঙ্গ ইঙ্গিতে,—
সখি! পিয়ে ঐ প্রেমধারা,
আমি হয়েছি পাগল পারা,
আমি দিয়েছি যা কিছু মৃদুতা আমার
তোমার নয়ন-তারা,
তবে কি দিয়ে বাঁধিলে পুষ্প-হৃদি এ
কোথা পেলে তার উপাদান।

পুষ্প। ওকি গো ক'নে! তোমার মুখ শুকিয়ে গেল কেন ভাই? তোমার চোখ দু'টো ছল ছল ক'রে উঠ্‌লো কেন ভাই? আমাদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ছো কেন ভাই? ওঃ, বুঝেছি! তোমার বর আজ আমার হয়েছে ব'লে? তোমার বুকের রক্ত নিংড়ে বের ক'রে নিচ্ছি ব'লে? তোমার প্রাণের প্রাণ রাক্ষসীর গ্রাসে পড়েছে ব'লে? না ভাই! সে জন্য ভেবো না! গায়েপড়া হ'লেও নেবো না; আমি নিতান্ত অভাবী হ'লেও পরের জিনিষ ছুঁই না। এই নাও ভাই, তোমার জিনিষ, তুমি নাও—তোমার ধন, তুমি রাখ—তোমার সখা, তুমি দেখ। আমি ভোগ ক'রে সুখী নই,—আমি সুখী, ভোগ করা দেখে। আমি পুষ্প, আমার সৃষ্টি কারো বুকে ওঠ্‌বার জন্য নয়, আমার সৃষ্টি শুধু পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌বার জন্য।

[নেপথ্যে বিরোচন]

বিরোচন। এইবার বোধ হয় পাতা হয়েছে, কি বল নাত্‌নী?

পুষ্প। দেখুন দাদামশায়, অত ব্যস্ত হ'লে কিন্তু এইবার ঝগড়া হবে।

বিরোচন। বটে! বটে! এইবার ঝগড়া করবার তাল পেয়েছিস্ বুঝি? তা তুই যা করবি কর নাত্নী, আমি কিন্তু ও পথে যাবো না ভাই! আমার ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে—তেষ্টায় ছাতি ফাটছে—ঝগড়া বাধ্লেও আমি গায়ে গা দিয়ে ভাব রাখ্বো।

পুষ্প। আসুন দাদামশায়! আর ঝগড়া বিবাদে কাজ নাই, সব হয়েছে।

বিরোচন প্রবেশ করিলেন।

বিরোচন। হয়েছে? হয়েছে? কৈ? কৈ?

পুষ্প। এই যে দাদামশাই! সব প্রস্তুত। [লক্ষ্মী ও নারায়ণকে দেখাইল]

বিরোচন। এই তো বটে! আহা-হা! [নির্ব্বাক বিস্ময়ে উভয়ের রূপ দেখিতে লাগিলেন]

পুষ্প। আর দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি দাদামশাই? পাঁচ কুটুম্ব মিলে ভোজন করুন। নয়নকে দিন ঐ মধুময় যুগলরূপে, শ্রবণকে দিন ঐ শ্রীচরণের নূপুরধ্বনির দিকে, নাসিকাকে দিন ঐ মন্দার-গন্ধ আঘ্রাণে, জিহ্বাকে দিন ঐ নামামৃতের রসাস্বাদনে, ত্বক্‌কে দিন ঐ পরম রজঃ আকণ্ঠ ভোজনে, আর সবার শেষে, সবার উচ্চে আপনি স্বয়ং ভোগ করুন, ঐ মধুময় তন্ময়ত্বটুকু।

বিরোচন। আর কেন, সব প্রস্তুত। যাও ইন্দ্রিয়গণ, যাও আত্মীয়-গণ, এমন ভোগ আর পাবে না। ব'সে পড় আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে। আর তুমি বিরোচন! চল—চল, মিটিয়ে নাও তোমার সারা জীবনের ক্ষুধা, তোমার জন্য প'ড়ে রয়েছে ঐ কল্পতরু-মূলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল। [লক্ষ্মী নারায়ণের পদতলে বসিলেন]

সখীগণ।—

গীত।

একলা খেও না গো দাদা, একলা খেও না।
প্রসাদ পাবার আশায় আছে এই নাতনী ক'জনা।
তোমার হাঁ দেখে প্রাণ কাঁপছে দাদা,
এ তো গিলে খাবার নয়,
শুক্‌নো গলায় আট্‌কে গেলে হেঁচ্‌কি ওঠার বড় ভয়,—
চুষে খাও ব'সে ব'সে, ভিজ্‌বে গলা মিষ্টি রসে,
সাবধান! কোক্‌লা কসে পাক্‌লে পিষে ভুঁতি চুষে ম'রো না।

পুষ্প। কেমন হ'লো দাদামশাই?

বিরোচন। আকণ্ঠ—আশাতীত—আনন্দ-ভোজন।

পুষ্প। তবে এইবার ভোজন-দক্ষিণা নিন দাদামশাই, নাতনীর একটী সরস প্রণাম। [প্রণাম করিল]

বিরোচন। তোকে আশীর্ব্বাদ করি নাতনী, তুই চিরদিন আই-বুড়ো থাক্,—তোর এত প্রেম সহ্য করবে কে?

পুষ্প। যাক্, তবে দাদামশাই! খাওয়া হ'লো,—দক্ষিণা পেলেন, এইবার পথ দেখুন।

বিরোচন। একেবারে বর-ক'নে নিয়েই যাবো।

পুষ্প। বর ক'নে নিয়ে যাবেন কি রকম?

বিরোচন। কি রকম নয়?

পুষ্প। ও,—আপনি বুঝি সেই মতলবে বিয়ে দিলেন? সে সব হবে না দাদামশাই!

বিরোচন। কেন হবে না? বিয়ের পর বর-ক'নে নিয়ে যাওয়া রীতি নাই?

পুষ্প। সে যেখানকার রীতি, সেখানকার রীতি দাদামশাই, আমাদের রাজ-পরিবারের রীতি জানেন তো? আমাদের ঘরের ক'নে কখনও শ্বশুরবাড়ী যায় না। বিয়ের পর সংসার হ'তে তার পৃথক্ বন্দোবস্ত হয়। আর যে লোক বিয়ে করে, তাকে এইখানকারই বৃত্তি-ভোগী হ'য়ে থাক্‌তে হয়।

বিরোচন। ওঃ—ঠকালে তো! [ভাবিতে লাগিলেন]

পুষ্প। কি ভাব্‌ছেন দাদামশাই, আমি অন্যায় বলেছি?

বিরোচন। দেখ্ পুষ্প! অন্যায় হোক্ আর ন্যায়ই হোক্, তা হ'লে কিন্তু এ বিয়ে মঞ্জুর নয়। এ আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না ভাই! অন্ততঃ আমার বর ফিরে দিতে হবে।

পুষ্প। তা বেশ, নিতে হয় নিন। আপনি যে বর এনেছিলেন, তার বেশী তো আর দাবী কর্‌তে পাচ্ছেন না? এই নিন আপনার সেই বর। [নারায়ণের মূর্ত্তি দিলেন] চ' গো চ', আর এখানে কেন? কনিষ্ঠতাতকে আমাদের বর-ক'নে দেখিয়ে আসিগে চ'।

[বিরোচন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিরোচন। [ভাবিতে লাগিলেন]

দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। কি ভাব্‌ছো বিরোচন? পুতুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছো ভাই? ওতে আর কিছুই নাই। পুতুলপূজা তার, যে নিজের কিছু দিয়ে পুতুলকে জাগিয়ে নিতে পারে; নইলে যে পুতুলখেলা, সেই পুতুলখেলা।

বিরোচন। গুরু! গুরু। আমি হারিয়ে ফেলেছি।

দুর্লভ। কি হারিয়েছ ভাই?

বিরোচন। কি হারিয়েছি, বল্‌তে পার্‌ছি না গুরু! সে অব্যক্ত—তার ভাষার সৃষ্টি নাই।

দুর্লভ। তা হারাও নাই বিরোচন! তুমি তোমার যজ্ঞের ঘোড়া হারিয়েছ।

বিরোচন। ঘোড়া হারিয়েছি?

দুর্লভ। তোমার সেই মন-ঘোড়া এই আসক্তি-রাজ্যে ধরা পড়েছে।

বিরোচন। একেও আসক্তি বল গুরু?

দুর্লভ। আসক্তি না হ'লে বিরক্তি আসে কোথা হ'তে? আশা না হ'লে নৈরাশ্য পেলে কোথায়? কাম না হ'লে কান্না এলো কেন বিরোচন! যদিও এটা উচ্চ অঙ্গের আসক্তি, তা হ'লেও আসক্তি—বন্ধন: লোহার শৃঙ্খলে না হ'লেও সোণার শৃঙ্খলে। মানি, এতে সুখ আছে, কিন্তু এ হ'তেও অপার শান্তি পশ্চাতে প'ড়ে রয়েছে।

বিরোচন। এ হ'তেও অপার শান্তি?

দুর্লভ। হাঁ বিরোচন! ভক্তির ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত। এইবার জ্ঞানে ওঠো ভাই! বুঝ্‌তে পার্‌বে, সে কি কল্পনাতীত আনন্দ!

বিরোচন। তার অনুষ্ঠান?

দুর্লভ। কিছুই নাই, শুদ্ধ ধারণা কর—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।

বিরোচন। তাতে কি হবে গুরু?

দুর্লভ। যা হারিয়েছ, তাই দেখ্‌তে পাবে। সে দেখায় এমন অন্তর্দ্ধান নাই, দেখ্‌বে চির-স্থির; সে দেখায় আর বিরহ নাই, দেখ্‌বে মহামিলন; সে দেখা এমন গণ্ডীর মধ্যে নয়, দেখ্‌বে সর্ব্বভূতে। শিশুর হাসিতে দেখ্‌বে সেই রূপ, কুলটার কটাক্ষে দেখ্‌বে সেই রূপ; ধর্ম্মের পূজা-মন্দিরে দেখ্‌বে সেই রূপ, পাপের বীভৎস কুটীরে দেখ্‌বে সেই রূপ; পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে দেখ্‌বে সেই রূপ, পরমাণুর দৈন্যতায় দেখ্‌বে

সেই রূপ ; তোমার সেইরূপ, আমার সেইরূপ, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে সেই এক বিশ্বরূপ।

[প্রস্থান।

বিরোচন। যেও না,—যেও না গুরু, দাঁড়াও। বিদ্যুতের মত আলোক দেখিয়ে পথ ভোলান খেলা খেলে যেও না, পূর্ণচন্দ্রের মত আমার সামনে দাঁড়াও। আমি মন ফিরে পেয়েছি ; তাকে সেই পথে চালাও গুরু, যে পথে লঘু গুরু নাই—যেখানে তুমি আমি এক—যেখানকার অস্তিত্ব মাত্রেই সেই নিরাকারের বিকাশ।

[প্রস্থান।

অনন্ত ও সীমার প্রবেশ।

অনন্ত। এই—এই—এই ধরেছি, আর কোথা যাবে বিরোচন ?

সীমা। আরে, কাকে ধরেছ ? এ যে আমি !

অনন্ত। এঁ্যা—তুমি ? সে কৈ ?

সীমা। সে অনেকক্ষণ চক্ষুদান দিয়েছে।

অনন্ত। চ'লে গেছে ? যা ! আর একটু আগে আস্‌তে পার্‌লে বোধ হয় হ'তো।

সীমা। আগেই এসো, আর পিছেই এসো, আর ওকে ধর্‌তে পার্‌ছো না। সে অনেক দূর চ'লে গেছে,—তোমার হাতছাড়া হ'য়ে গেছে।

অনন্ত। হাতছাড়া হ'য়ে গেছে, আচ্ছা ফের দেখ্‌বো। [গমনোদ্যত]

গীত।

সীমা।— [বাধা দিয়া] তারে তুমি দেখ্‌বে কি ?

দেখ্‌তে হয় আমায় দেখ, আমি বঁধু তোমায় দেখি।

অনন্ত।— চাইবো না ও চুলোমুখে ছাই,
সীমা।— চুলো বিনে তোলো হাঁড়ির গতি কোথাও নাই,
অনন্ত।— না হয় হবো খোলামকুচি, করবে কি আর চালাকি ?
সীমা।— রাগ ক'রো না প্রাণবঁধু নিজের গলায় নেবে ফাঁস,
অনন্ত।— করবো না তবু তোমার ঠারা চোখের তলে বাস,
সীমা।— সাবাস তোমায় পুরুষবর !
অনন্ত।— টিপি-টিপি হাসি কিসের, চিনবে কি চাদ আমার দর ?
সীমা।— চলবে না আর এ বাজারে তোমার মত অস্ত মেকি,
অনন্ত।— বুঝেছি প্রাণপ্রেয়সী, কুমীর তুমি ঘরের ঢেঁকী।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বলি ও মহানাদ।

বলি। দেবতারা বেশ সুস্থ হয়েছেন তো মহানাদ ?

মহানাদ। আজ্ঞে হাঁ ; তাঁরা আর এখানে থাকতে চান না—রাজ-সকাশে বিদায় প্রার্থনা করেন, আর যাবার পূর্ব্বে একবার মহারাজের সাক্ষাৎ ভিক্ষা করেন।

বলি। যাও, বলগে মহানাদ ! আমি অবিলম্বেই তাঁদের প্রণাম দেবো।

মহানাদ। না মহারাজ ! অতটা সম্মান আর তাঁরা চান না। তাঁদের ইচ্ছা, রাজসভায় এসে রাজদর্শন করেন, আর মহারাজকে যথা-বিধি আশীর্ব্বাদ করেন।

বলি। তাঁদের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখ্‌তে পারি না। যাও মহানাদ! তাঁদের সসম্মানে নিয়ে এসো।

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আর যেতে হবে না বলি, আমরা নিজেই এসেছি।

বলি। আসুন—আসুন! [সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।] আসন প্রস্তুত, উপবেশন করুন।

ইন্দ্র। না বলি, যথেষ্ট সম্মান পেয়েছি—আর না। আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, যাত্রাকালে একবার রাজদর্শন করতে এসেছি মাত্র। আসন গ্রহণ কর। বলি! অস্ত্রযুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আমাদের ততটা পরাজয় করতে পার নাই, যতটা পরাজয় করলে এই চির-শত্রুর মুমূর্ষু অবস্থায় কিঙ্করের মত শুশ্রূষা ক'রে। তোমায় আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করবো রাজা! সমৃদ্ধি তোমার করতলে, সুখ তোমার আয়ত্তে, শান্তি তোমার হৃদয় ভরা। তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার কিছু নাই, তবে এখন একটা বল্‌বার আছে, তোমার ব্রত সত্বর উদ্‌যাপন হোক্।

[প্রস্থান।

দেবগণ। আমরা সকলেই তোমায় এই আশীর্ব্বাদ করছি বলি!

[প্রস্থান।

বলি। যাক্, ঐখন এ দিক্‌কার সংবাদ কি মহানাদ?

মহানাদ। যজ্ঞ-অশ্ব সেই ভাবেই ত্রিভুবন ভ্রমণ করছে, দানকার্য্য যথাবিধি নির্ব্বাহ হ'চ্ছে, যাচকের সংখ্যা ক্রমশঃই কম হ'য়ে আসছে। অনুমান, পৃথিবীর দারিদ্র্যগহ্বর এইবার বোধ হয় পূর্ণ হয়।

বলি। না মহানাদ! সে গহ্বর পূর্ণ হবার এখনও অনেক বাকী। তবে পূর্ণ করতে হবে। অশ্ব যেমন ভাবে ভ্রমণ করছে করুক, তার

গতিরোধ ক'রো না। দানকার্য্য যে উদ্যমে নির্ব্বাহ হ'চ্ছে—হোক্, বিন্দুমাত্র আলস্য এনো না। আবার ঘোষবাদকগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ কর; নগর, প্রান্তর, পল্লী, বন, উপবন, পর্ব্বত, কন্দর, প্রকাশ্য, প্রচ্ছন্ন, সকল স্থান যেন তারা প্রতিধ্বনিত ক'রে বলির যজ্ঞের কথা বিশেষরূপে জ্ঞাপন করে, দান গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করে,—যাও।

[মহানাদ প্রস্থান করিলেন।

প্রহ্লাদ প্রবেশ করিলেন।

প্রহ্লাদ। তোমায় দেখে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে বলি !

বলি। কেন পিতামহ ?

প্রহ্লাদ। এ দানে ক্রমশঃই তোমার একটা মত্ততা আসছে দেখছি। তোমার সুবিস্তৃত উজ্জ্বল ললাটে আসক্তির কালিমা টের পাচ্ছি, তোমার অনুরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠে যেন একটা দর্পের স্ফীতি অনুভব করছি। বড় ভয় হ'চ্ছে রাজা !

বলি। কোন ভয় নাই পিতামহ ! এ যদি মত্ততা হয়, এ বড় মধুর মত্ততা ; এ যদি আসক্তি হয়, এই আসক্তিই নিবৃত্তির সোপান ; এ যদি দর্প হয়, এ দর্প চূর্ণ করতে দর্পহারীকে অবতীর্ণ হ'তে হবে।

প্রহ্লাদ। না বলি ! এর পরিণাম আমার বেশ শুভ ব'লে বোধ হ'চ্ছে না ভাই ! তোমার মুখ দেখে আমার বুক কেঁপে উঠছে। তোমার এই অস্বাভাবিক দানে আমার প্রাণে প্রফুল্লতা আসছে না, একটা অশুভ কল্পনায় তাকে কাঁদিয়ে দিচ্ছে। এতটা ঘটবে, তা আমি ভাবতে পারি নাই। তা হ'লে যজ্ঞে ব্রতী হবার পূর্ব্বেই তোমায় বাধা দিতাম ; যাক্—যা হ'য়ে গেছে, তার আর হাত নেই। আর না, এখনও সাবধান হও—এ পথ হ'তে ফেরো ভাই, এ যজ্ঞের এইখানেই শেষ কর।

বলি। আর তা হয় না পিতামহ! বহুদূর এসে পড়েছি।

দিতি প্রবেশ করিলেন।

দিতি। এসেছ—বেশ করেছ, ফির্‌তে বলি না; তবে একটু সাবধান হও, আমি একটা বড় গুরুতর সংবাদ নিয়ে আস্‌ছি।

বলি। কি মা!

দিতি। তোমাদের বিমাতা অদিতি গর্ভবতী: তার প্রসবকাল উত্তীর্ণ, তবু সে প্রসব হ'তে পার্‌ছে না। কারণ জান্‌লুম, তার গর্ভস্থ সন্তানের ভার পৃথিবী সহ্য করতে পার্‌বে না, প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে প্রলয় হবে। তবে সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় যদি কেউ পৃথিবীর ভার ধারণ করতে পারে, তা হ'লে আর কোন আশঙ্কা নাই। তাই অদিতি লোক খুঁজ্‌ছে; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করছে, কিন্তু কেউ এ অসমসাহসিকতায় হাত দিতে স্বীকার করে নাই। এইবার সে তোমার কাছে আসছে। তোমার শক্তি আছে, আমি তাই আগে এলুম বলি, কথাটা তোমায় জানিয়ে রাখা দরকার, কি করতে কি ক'রে বসবে। তার গর্ভের লক্ষণ দেখে আমার বেশ ভাল বোধ হ'চ্ছে না বাবা! সাবধান! কদাচ তাকে এ ভিক্ষা দিও না, তার কাকুতি অশ্রু-জলে গ'লে যেও না, সর্ব্বনাশ হবে—সাবধান! আর আমি দাঁড়াতে পার্‌বো না, এখনই সে এসে পড়্‌বে। সাবধান বলি! আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েই চল্‌লুম, খুব সাবধান! [গমনোদ্যত]

বলি। আমি যে দান-যজ্ঞে ব্রতী মা!

দিতি। তবু সাবধান!

[দ্রুত প্রস্থান।

প্রহ্লাদ বলি! বুঝ্‌তে পার্‌ছো তো ভাই! এখনও নিরস্ত হও।

বলি। তা হয় না পিতামহ! আমার দান-যজ্ঞ আমি অসম্পূর্ণ রাখ্‌তে পার্‌বো না। পার্থিব স্বার্থের দিকে চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রার্থীকে বিমুখ কর্‌তে পার্‌বো না।

অদিতি প্রবেশ করিলেন।

অদিতি। তোমার জয় হোক্ বৎস!

বলি। মা! অযাচিত মাতৃ-আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ কর্‌লাম মা!

অদিতি। সন্তানের মতই গ্রহণ কর্‌লে বটে বলি, কিন্তু আজিকার এ আশীর্ব্বাদটা ঠিক মাতৃ-আশীর্ব্বাদের মত নয় বাবা, আজ এ একটা বিনিময় চায়।

বলি। বিনিময়? না মা, সন্তানের কাছে মায়ের প্রার্থনা—সে বিনিময় নয়, সেও একটা অনুগ্রহ; সকলের ভাগ্যে তা ঘটে না।

অদিতি। নিশ্চয় তোমার উৎপত্তি আমারই মর্ম্মের রক্তবিন্দু হ'তে। তোমায় দিতিবংশধর বলা জগতের ভুল।

বলি! না মা, তাদের ভুল নয়, তোমারই বলা ভুল হ'চ্ছে। তা যদি না হবে, তবে আমি বর্ত্তমান থাক্‌তে আমার মা একটু সাহায্য ভিক্ষার জন্য জগতের দ্বারস্থ হয় কেন? বিমাতা আবার কিসে দেখায় মা?

অদিতি। পাগল ছেলে! আমি কি সেই জন্য আসি নাই? না বাবা, আসি নাই, আমার প্রার্থনাটা বড়ই সমস্যার কি না! তুমি কল্পতরু দান-ব্রতে ব্রতী; তাই ভয় হ'লো, যদি পূর্ণ কর্‌তে না পার, তোমার ব্রত-ভঙ্গ হবে যে বাবা! মায়ের একটা হঠকারিতায় সন্তানের সর্ব্বনাশ হবে যে বাবা! তবেই না ভেবে চিন্তে কি আজ আর তোমার কাছে আস্‌তে পারি? মনে তো করেছিলুম, আস্‌বোই না।

বলি। মা! মা! আমার অপরাধ হয়েছে মা! অভিমানে আমি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম। যাও মা, আশ্রমে যাও—নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাও, আমি ধরা ধারণের—

লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মী। [বাধা দিয়া বলিলেন] ভার নিও না বলি!

বলি। কেন মা?

লক্ষ্মী। এর ভিতর বড় ভীষণ জটিলতা—

বলি। ভিতরে যা আছে—আছে; অত ভিতর দেখার কি দরকার?

লক্ষ্মী। কি বল্‌ছো তুমি পাগলের মত, নিজের সর্ব্বনাশের দিকে লক্ষ্য না ক'রে?

বলি। তা ব'লে আমি ব্রত ভঙ্গ করবো? তুমি কি বল্‌ছো পাগলিনীর মত?

লক্ষ্মী। আমি যা বল্‌ছি—ঠিক বল্‌ছি, দৈত্যবংশের মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি; ঠিক মায়ের মতই বল্‌ছি।

বলি। মায়ের মত যে বল্‌ছো, এটা ঠিক। তবে কি না ওটা তোমার সাধারণের মায়ের মত বলা হ'চ্ছে, ঠিক বলির মায়ের মত বলা হয় নাই।

লক্ষ্মী। বলির মত বলা হয় নাই?

বলি। না। যে বলি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের একচ্ছত্র নিয়ে সর্ব্বোচ্চে ব'সে আছে, যার শক্তিতে সর্ব্বশক্তিমান্ নত হ'য়ে গেছে, যার আশ্চর্য্য দান-ব্রতে আজ সৃষ্টি স্তম্ভিত, তার মায়ের মুখে এত ক্ষুদ্র কথা? তার মায়ের বুকে এত ভয়?

লক্ষ্মী। বুঝেছি বলি! এ আমার অরণ্যে রোদন। তোমার বড়

ভালবাসি, তাই আমার এত ব্যাকুলতা। শেষ কথা ব'লে যাই, তারপর যা কর্ত্তব্য হয় ক'রো। বলি! তোমার দর্পচূর্ণ করতে দর্পহারী নারায়ণ এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। [গমনোদ্যতা]

অদিতি। মা! মা! এ কি সত্য?

লক্ষ্মী। তা নইলে পৃথিবী কাঁপে আর কার ভার নিতে মা?

[প্রস্থান।

অদিতি। বলির দর্পচূর্ণ করতে আমার গর্ভে নারায়ণ! পুত্রের সর্ব্বনাশ করতে মায়ের আশ্রয়ে কাল! বলি! বলি! এ কথা আমি স্বপ্নেও জানতুম না বাবা!

বলি। জান্‌লেই বা কি করতে মা?

অদিতি! জান্‌লে কি করতুম? এরূপ ভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করতুম না, নিজেই এর একটা বিহিত করতুম; আর করবোও তাই। বলি! আর তোমায় পৃথিবীর ভার ধরতে হবে না বাবা!

বলি। কি করবে মা? গর্ভস্থ শিশুকে নষ্ট করবে?

অদিতি। না বাবা! নারায়ণ না হ'লেও তোরা আমার যে বস্তু, সেও যে তাই। নষ্ট করতে পারবো না, তবে একটা কাজ করতে পারবো। আমি পরম যোগী কশ্যপের সহধর্ম্মিণী; তাঁর চরণ সেবা ক'রে আমার দেহেও কিছু কিছু যোগ-শক্তির সঞ্চার হয়েছে। আমি সেই বলে গর্ভস্থ শিশুকে আজীবন এই ভাবেই রেখে দেবো, আর তাকে এ জন্মে ভূমিষ্ঠ হ'তে দেবো না। চললুম বাবা! ওহো-হো, এখনই আমার কি সর্ব্বনাশ না হয়েছিল! [গমনোদ্যতা]

বলি। দাঁড়াও মা! কার কথায় ক্ষিপ্তা হ'য়ে উঠলে মা? কি বিশ্বাসে এমন অমূলক কল্পনা ক'রে নিলে মা? আমি এমন কি কর্ম্ম করেছি, যার জন্য পরম পুরুষকে অবতাররূপে অবতীর্ণ হ'তে হবে মা?

বৃথা ভ্রমে আচ্ছন্ন হ'য়ে গর্ভস্থ শিশুকে এমন নিগ্রহ ক'রো না। আর তাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? আমরা নিরস্ত্র শত্রুর হাতে নিজের অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করি, আর ভূভারহারী আমার জন্য ভূতলে নাম্‌ছেন, তার একটা বাধা সরিয়ে দেবো না?

অদিতি। তোরা পারিস্—তোদের অস্ত্র নিয়ে ব্যবসা। আমি তা পার্‌বো না বাবা! আমি মা—আমার শুধু স্নেহ নিয়ে খেলা, আর আমায় বোঝাতে পার্‌বি না বাবা! আমি ও পথে যাবো না—মা হ'য়ে এ কলঙ্ক নেবো না—পুত্রের জন্য পুত্রঘাতিনী হবো না। [গমনোদ্যতা]

অনুহ্রাদের প্রবেশ।

অনুহ্রাদ। তোমার গর্ভে নারায়ণ আছে না দেবমাতা? আমি একবার নারায়ণ দেখ্‌বো। [অদিতির উদরে পদাঘাত করিলেন] কৈ নারায়ণ? কোথা নারায়ণ? [পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিতে লাগিলেন]

অদিতি। ও-হো-হো! [পতন]

প্রহ্লাদ। দাদা! দাদা! [অনুহ্রাদকে ধরিয়া ফেলিলেন]

বলি। মা! মা! [সকলে অদিতিকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।]

পরিচারিকাসহ বিন্ধ্যা প্রবেশ করিলেন।

বিন্ধ্যা। শীঘ্র চ' দাসী, মা বুঝি আর নাই।

বলি। বিন্ধ্যা! বিন্ধ্যা! জল এনেছ? দাও—মার মুখে দিই। তুমি একটু বাতাস কর।

বিন্ধ্যা। [অদিতির মস্তক কোলে লইয়া মুখে জল সিঞ্চন ও ব্যজন করিতে লাগিলেন।]

বাণের প্রবেশ ।

বাণ। জ্যেষ্ঠতাত!

অনুহ্লাদ। বাণ!

বাণ। এ কাজ আপনার?

অনুহ্লাদ। তুই আবার এখানে কি কর্‌তে এলি?

বাণ। উত্তর দিন, এ কাজ আপনার?

অনুহ্লাদ। হাঁ, আমার।

বাণ। আমি এলুম তাত! আমাদের সেই সন্ধিটা ভঙ্গ কর্‌তে।

অনুহ্লাদ। সন্ধি ভঙ্গ কর্‌তে? [বাণের মুখপানে চাহিলেন]

বাণ। হাঁ তাত! আমি দেখ্‌ছি, আপনার সঙ্গে আমার মিল চলে না। মিলন হয় কতকটা সমানে সমানে। আমি আপনা হ'তে অনেক নীচে। জ্যেষ্ঠতাত! আমি পাষণ্ড; মুমূর্ষু বৃদ্ধকে অন্যায় তিরস্কারে চোখের জলে ভাসাতে পারি, মায়ের কোল হ'তে কেড়ে নিয়ে অসহায় শিশুকে তীক্ষ্ণ তরবারির অগ্রে ঘুম পাড়াতে পারি, কিন্তু এ অত্যাচার—পূর্ণগর্ভা রমণীর উদরে পদাঘাত,—এ আমার কল্পনাতেও আসে না। আমি আপনার সঙ্গ ছাড়্‌লুম তাত! আপনার কর্ম্ম দেখে, আমি সহযোগী—আমারও প্রাণ কেঁপে উঠেছে। আজ আমার ভুল ভেঙ্গেছে। আমি পশু আপনারই কুহকে; আমি দেবদ্বেষী আপনারই ইঙ্গিতে চালিত হ'য়ে; আমি পিতৃদ্রোহী শুদ্ধ আপনারই ঐ ভেদ-মন্ত্রবলে। আর না—আজ আমার চৈতন্য হয়েছে; আজ আমি পিতার সন্তান।

অনুহ্লাদ। ওঃ, তবে তো অনুহ্লাদের একটা অঙ্গপাত হ'য়ে গেল! যা—যা,—হিরণ্যকশিপুর পুত্র কারও ভরসা রাখে না, সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে জানে।

বাণ। এখনও কথা ক'চ্ছেন? এখনও কটাক্ষ করছেন? এখনও এ হ'তেও গভীর উদ্দেশ্য রাখেন? পিতা! পিতা! আর না, আমারই বুদ্ধির দোষে কালসর্প এতটা প্রশ্রয় পেয়েছে; অনুমতি দিন পিতা! আমি এর দমন করবো।

বলি। এখন সে সময় নয় বাণ! এখন তোরা সবাই মিলে আমার মায়ের শুশ্রূষা কর্—আমার মাকে বাঁচা—আমায় এ কলঙ্ক হ'তে রক্ষা কর্।

অদিতি। না—বাবা! আর আমার শুশ্রূষা করতে হবে না। আমি সুস্থ হয়েছি। আমার কি হয়েছিল—তোরা সবাই মিলে আমায় ঘিরে ব'সে মরা-কান্না কাঁদছিস্? এ রকম আমার হ'য়ে থাকে। এ কে? বৌমা! আমার জন্য তুমিও এখানে এসেছ মা? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! যাও মা! অন্তঃপুরে যাও বলি! মাথা হেঁট ক'রে কেন বাবা? কলঙ্কের ভয়ে? কলঙ্ক কিসের? ওরে, মায়ের বুকে লাথি মারা ছেলের স্বভাব-সিদ্ধ। জগৎশুদ্ধ এক হ'লেও মা কখনও ছেলের কলঙ্ক দেখে না। [ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার চরণ টলিতেছিল, বিন্ধ্যা তাঁহাকে ধরিলেন] বলি! চল্লাম বাবা! বেঁচে থাক। সৃষ্টির ললাটে তোমার নাম লেখা থাক্; কীর্ত্তি নিয়ে তুমি অমর হও। অনুত্তাপ! বাবা! এর জন্য তুমি কিছু অনুতাপ ক'রো না। তোমার মঙ্গল হোক্।

বিন্ধ্যা। কোথা যাবে মা? অন্তঃপুরে চল, তোমার শুশ্রূষা ক'রে যে আমার আশা মিটে নাই মা!

অদিতি। খুব হয়েছে মা, খুব হয়েছে। তোমার না মিট্‌লেও আমার আশা মিটে গেছে। তুমি মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী! তোমার পুত্র দীর্ঘজীবী হোক্, তোমার সিঁথির সিন্দূর অক্ষয় হোক্। যাও মা! আমি আর অন্তঃপুরে যাবো না, আমার শরীর বড় অবসন্ন।

বলি। বাণ! শীঘ্র রথ প্রস্তুত ক'রে দাও গে। রাণি! তুমিও মায়ের সঙ্গে যাও।

[বাণ, অদিতি, বিন্ধ্যা ও পরিচারিকার প্রস্থান।

বলি। পিতামহ! ওঃ, এখনও আপনাকে পিতামহ ব'লে সম্বোধন করতে হ'চ্ছে!

অনুহ্রাদ। না করলেই তো পার।

বলি। যাক্, আজ আপনাকে রাজদণ্ড নিতে হবে!

অনুহ্রাদ। কি অপরাধে আমায় রাজদণ্ড নিতে হবে রাজা?

বলি। কি অপরাধে? আশ্চর্য্য!

অনুহ্রাদ। তাতে আর আশ্চর্য্য কি! তুমি যেটায় অপরাধ ব'লে ভাবছো, আমি দেখ্‌ছি আমার সেটায় কোন অন্যায় নাই।

বলি। পিতামহ! আপনি অনেক পাপ করেছেন, তাতে আপনার ক্ষমতার তত পরিচয় নাই; আপনার সেরা ক্ষমতা এই যে, অন্যায় ক'রেও নিজের মনকে ন্যায় ব'লে বুঝিয়ে ফেল্‌তে পারেন।

অনুহ্রাদ। আমি কি অন্যায় করেছি রাজা? নারায়ণদর্শন করতে লোকে কত কি করে, আমিও না হয় এই রকম একটা করেছি,—এই তো?

বলি নারায়ণদর্শন?

অনুহ্রাদ। হাঁ রাজা, নারায়ণদর্শন—পিতৃহন্তার সাক্ষাৎ—আমার জন্মব্যাপী উদ্দেশ্য।

বলি। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার তো অনেক পথ প'ড়ে রয়েছে। দেবমাতার প্রতি এ নিগ্রহ কেন?

অনুহ্রাদ। শুন্‌লাম, তার গর্ভে নারায়ণ আছে, তাই।

বলি। তাই আপনি তাঁর গর্ভে পদাঘাত করলেন? ওঃ,

আপনার ধারণা—এই পৈশাচিক উপায়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করবেন? এ বিশ্বাস আপনাকে কে দিলে পিতামহ?

অনুহ্রাদ। আমার পিতা দিয়ে গেছেন—আর কে দেবেন? কার কথাই বা আমি নিই? বলি! স্তম্ভমধ্যে নারায়ণ আছে শুনে আমার পিতা মুষ্ট্যাঘাত করেছিলেন—তদ্দণ্ডেই নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছিল, আর গর্ভমধ্যে নারায়ণ আছে জেনে তার পুত্র পদাঘাত করলে—নারায়ণ থাক্‌লে তাকে বেরিয়ে আস্‌তে হ'তো না?

বলি। ওঃ—বুঝেছি পিতামহ! আপনার নারায়ণদর্শনের বড় সাধ। কিন্তু দেখ্‌ছি সে সাধ আপনার ইহলোকে পূর্ণ হবার নয়; আপনাকে পরলোকে যেতে হবে। লোকে পুত্র পৌত্রের কামনা করে সেই দুর্গম পথে সাহায্য করবার জন্য। আমি আপনাকে পরলোকে পাঠাবো পিতামহ! আপনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোন্। [অসি উন্মোচন করিলেন]

অনুহ্রাদ। হিরণ্যকশিপুর পুত্র মৃত্যুর জন্য কখনও অপ্রস্তুত নয়। এই আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি, যা করবে কর।

প্রহ্লাদ। দাদা! দাদা! [কণ্ঠরোধ হইল]

অনুহ্রাদ। তুমি চুপ কর ভাই! সৃষ্টির ওলোট-পালটে আমার কিছুই করতে পারে না, কেবল তোমার ছল-ছল একটী দৃষ্টিতে আমায় টলিয়ে দেয়; তুমি স্থির হও। এস বলি!

বলি। পিতামহ! আমার হস্তে আপনার এ দশা,—এ আশ্চর্য্য! প্রকৃতির সম্পূর্ণ নীতি-বিরুদ্ধ। এ কারও কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু কি করবো? করতে হ'লো। মনে করেছি, এর পর আপনার প্রতিমূর্ত্তি তৈরী ক'রে অশ্রুজলে দু'বেলা তার পূজা করবো। এখন এই কর্ত্তব্য। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলেন]

দ্রুতপদে ভয়ত্রস্ত্যা পৃথিবীর প্রবেশ।

পৃথিবী। রক্ষা কর—রক্ষা কর রাজা! অদিতির প্রসবকাল উপস্থিত; আমি পৃথিবী—বড় বিপন্না, আমায় রক্ষা কর।

বলি। প্রসবকাল উপস্থিত?

পৃথিবী। হ্যাঁ রাজা? আমারই জন্য সে এতদিন গর্ভস্থ শিশুকে ভূমিষ্ঠ হ'তে দেয় নাই—যোগবলে ধারণ ক'রে রেখেছিল, কিন্তু পদাহতা হ'য়ে আর তার সে শক্তি নাই। রক্ষা কর—রক্ষা কর রাজা! প্রলয় হ'লো!

বলি। স্থির হও মা! কোন ভয় নাই। আমি তোমায় ধর্‌বো, আমার শক্তিতে নয়—সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছায়; তুমি অনন্যমনে তাঁর ধ্যান কর। জগৎ! তুমি এ সময় সমবেত কণ্ঠে শুদ্ধ হরিধ্বনি দাও। যাও বাণ, তাঁর কার্য্য কর। [গাণ্ডীবে শরযোজনা করিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিলেন; অন্তরীক্ষে দুন্দুভি ও শঙ্খধ্বনি হইল।]

সদ্যপ্রসূত শিশুকে কোলে লইয়া মায়ার আবির্ভাব।

মায়া। ধর পৃথিবী! আজ তোমায় একটী অমূল্য রত্ন উপহার দিলাম।

[পৃথিবীর হস্তে শিশুকে প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনুহ্লাদ। [স্থিরদৃষ্টিতে শিশুকে দেখিতে লাগিলেন]

পৃথিবী।—

গীত।

ওগো, কে গো তুমি কে?

যুগে যুগে ওগো যার রাধা আমি,

তুমি কি আমার সে।

লুকায়ে রেখেছ তুমি আপনায়
আপন রচিত আঁধার মায়ায়,
ঢাকিলে কি ঢাকা যায়,
চরণ-চিহ্ন চেনে না কে ?
তুমি কখনও পতি কখনও পুত্র,
তোমাতে জড়িত কর্ম্মসূত্র,
তোমাতে আমি, আজ আমাতে তুমি,
এ লীলা বুঝিবে কে ?

বলি। যাও মা জগদ্ধাত্রী! পেয়েছ—যত্নে পালন ক'রো।

[পৃথিবী প্রস্থান করিলেন।

বলি। মুক্ত আপনি পিতামহ! আমি আর কেন কলঙ্কিত হই, যাঁর কার্য্য তিনিই করবেন!

অনুহ্লাদ। হুঁ!

[গম্ভীরভাবে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

জ্ঞানের হস্ত ধরিয়া বিরোচন।

বিরোচন। নিয়ে চল—নিয়ে চল ভাই, এ কোলাহলময় সংসার-সংগ্রামভূমি হ'তে আমায় বহুদূরে নিয়ে চল। যেখানে মৃত্যুর আর্ত্তধ্বনি নাই, উল্লাসের জয়ধ্বনি নাই, পেচকের কঠোর কণ্ঠস্বর নাই, কোকিলের মধুর প্রতিধ্বনিও নাই, আশাও নাই, নৈরাশ্যও নাই, নিয়ে চল সেই স্থির নীরবতায়।

জ্ঞান।—

গীত।

ভবে নাচ রে দু'টী বাহু তুলে।
উঠিবি আনন্দধামে অহমিকার বাঁধন খুলে॥
ছুটো না রে দিক্ বিদিকে
ভাব শুধু তুমি কে,
প'ড়ো না রে আর বিপাকে,
ভবের ভীষণ ঠিকে ভুলে।
আত্মজ্ঞানে চুপে চুপে,
জাগাও চিদানন্দরূপে,
ভেসে ওঠ সেই মধুকুপে,
নেশার ঝোঁকে ঢুলে ঢুলে॥

[প্রস্থান।

বিরোচন। চল ভাই, তুমি আগে আগে চল, আমি তোমার পিছু পিছু যাই। [গমনোদ্যত]

দুর্লভ প্রবেশ করিল।

দুর্লভ। পশ্চাতে দেখ বিরোচন!

বিরোচন। পশ্চাতে আর চক্ষু যায় না গুরু, সম্মুখে আমার সজ্জিত রাজপথ।

দুর্লভ। বাঃ—তবে নবজীবন লাভ করেছ দেখ্‌ছি। কিন্তু বড় নীরস হ'য়ে পড়েছ জ্ঞান পেয়ে বিরোচন, বুঝ্‌ছো?

বিরোচন। কিন্তু বড় সুখে আছি জ্ঞান পেয়ে গুরু! দেখ্‌ছো?

দুর্লভ। সুখ! সুখ কৈ বিরোচন? এ তো দেখ্‌ছি একাকার একটা কি! সুখ বল্‌তে গেলেই পশ্চাতে দুঃখ ব'লে একটা কিছু থাকৃতে হবে, জন্ম ধর্‌তে গেলেই মৃত্যুকেও চাই।

বিরোচন। কি বল্‌ছো গুরু?

দুর্লভ। বল্‌ছিলুম কি, সম্মুখে সজ্জিত রাজপথ দেখ্‌ছো, পশ্চাতের কর্দ্দমাক্ত কণ্টক-পথটাও দেখ, তবে তো রাজপথ দেখার তৃপ্তি পাবে। নবজীবন পেয়ে উন্মাদ হয়েছ, পুরাতন জীবনটাকেও সঙ্গে রাখ, তবে তো নবজীবনের নবীনতা বুঝ্‌বে। বিরোচন! হাস্‌বে যদি কাঁদ, তবে তাতে রস পাবে। শিশুর জলভরা চোখের উপর অকস্মাৎ হাস্য কত মিষ্ট, দেখেছ বিরোচন?

বিরোচন। গুরু! আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছো গুরু?

দুর্লভ। আরও ঊর্দ্ধে নিয়ে যাচ্ছি বিরোচন! বুঝে দেখ, পর্ব্বত শুদ্ধ পাথর নিয়ে নয়, তার মধ্যে ওষধি বৃক্ষলতাও আছে, স্বচ্ছসলিলা নদীও আছে; শুদ্ধ ও নীরস জ্ঞান নিয়েই সুখের চরম অবস্থা নয়, ওর সঙ্গে কর্ম্ম ভক্তিও চাই।

বিরোচন। সে কি গুরু? তাদের যে আসক্তি ব'লে ত্যাগ করালে?

দুর্লভ। ত্যাগের বস্তুও সময়ে ভোগ করতে হয় বিরোচন! তা না হ'লে অনাসক্তির সার্থকতা হয় না। আজ তুমি ত্যাগে সিদ্ধ, আর আসক্তিতে তোমার কিছু করতে পারবে না। এইবার ভোগ কর বিরোচন! ত্যাগের সঙ্গে ভোগের দরকার, এক কেন্দ্রে দুই-ই চাই। ভয় নাই, তখনকার জীবন যেমন এখনকার স্বপ্ন, তখনকার বন্ধনও তেমনি এখনকার মুক্তি।

[প্রস্থান।

বিরোচন। তবে আবার জেগে ওঠ তুমি সুপ্তবীর কর্ম্ম, আবার কোল দাও তুমি স্নেহময়ী ভক্তি, আবার হাত ধর তুমি প্রেমময় জ্ঞান!

[প্রস্থান।

অনন্ত ও সীমা প্রবেশ করিল।

অনন্ত ও সীমা।—

গীত।

সীমা।— ঘর চল বঁধু ঘর চল।
মুখখানি আহা শুকিয়ে গেছে,
চোখ দু'টী যে ছল ছল।

অনন্ত।— ছিঃ-ছিঃ, হাসছো কালামুখি,
হাতের মোয়া ছিনকে নিলে
করতে গিয়ে লোফালুফি,
তাতে লাভটা হ'লো কি?

সীমা।— আমি পরের তরে প্রাণটা রাখি,
পরের বোঝা বইতে ভাল।

অনন্ত।— খকমারী তোমার সঙ্গে মেশা,

সীমা।— কেটেছে তো যুদ্ধ-নেশা,

অনন্ত।— মরবো যবে কাট্‌বে তবে
এ যে আমার বাবাকেলে পেশা,

সীমা।— বালাই—ষাট্—বেঁচে থাক,
দেখ তুমি আছ তাই আমি আছি,
তুমি যেমন মন্দ তেমনি ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

অনুহ্রাদ ও প্রহ্লাদ প্রবেশ করিলেন ; প্রহ্লাদ অনুহ্রাদের অস্ত্র ধরিয়াছিলেন।

অনুহ্রাদ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও প্রহ্লাদ! আমি আমার নারায়ণকে পেয়েছি।

প্রহ্লাদ। নারায়ণকে পেয়েছ! কৈ তোমার নারায়ণ দাদা?

অনুহ্রাদ। ঐ যে—ঐ নীল আকাশের কোলে গা ঢেলে শুয়ে রয়েছে। ঐ বুঝি আবার কাল মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়্‌লো! না—না, ঐ যে সাদা মেঘগুলো হাতে ক'রে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। দাও—দাও, অস্ত্র দাও—অস্ত্র দাও।

প্রহ্লাদ। কৈ? আমি তো দাদা কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

অনুহ্রাদ। আরে তুমি দেখ্‌বে কি? তোমার কি সে চক্ষু আছে ভাই? দাও—অস্ত্র দাও; ওর মুণ্ডটা দু'ফাঁক ক'রে তোমার চোখ ফুটিয়ে দিই।

প্রহ্লাদ। দাদা! প্রলাপ দেখ্‌ছো।

অনুহ্রাদ। প্রলাপ! তাই না কি! কৈ, আর ওখানে নাই তো! এ্যাঁ—কি হ'লো! আরে, এই যে—এখানে! ঐ গাছের ওপর! বাঃ! প্রতি পাতায় পাতায় ফির্‌ছে—প্রতি ফুলে ফুলে লম্পট ভ্রমরের মত ঘুর্‌ছে—প্রতি ফলে ফলে আত্তুরে ছেলের মত দোল-দোল খেল্‌ছে।

অস্ত্রটা দাও প্রহ্লাদ ! দেবে না ? তবে আমি এই পাথর ছুড়েই ওর হাড় চুরমার করবো। [প্রস্তর নিক্ষেপে উদ্যত হইলেন]

প্রহ্লাদ। [বাধা দিয়া] কর কি—কর কি ?

অনুহ্লাদ। যাঃ—স'রে পড়েছে,—সরতেই হবে ; হিরণ্যকশিপুর পুত্র আমি। আচ্ছা, কতদিন এ লুকোচুরি চলে, দেখ্‌বো। ও কি ! নদীর জলে ও আবার কি ? সেই নয় ? সেই তো বটে ! সেই তীব্র চাহনি—সেই বিদ্রূপের অট্ট-অট্ট হাসি—সেই লক্‌-লক্‌ জিহ্বা ! পেয়েছি—আর যায় কোথা ! ধরবো—ধরবো, নদীর জল গণ্ডুষে শোষণ ক'রে ওকে ধরবো।

প্রহ্লাদ। মিছো ছুটছো দাদা ! ওকে ধরতে পারবে না ; দেখ্‌ছো তো, ও এই আছে—এই নাই ! ও আকাশে থাকে—পড়ে না, আগুনে থাকে—পোড়ে না, জলে থাকে—মরে না, হৃদয়ে থাকে—দেখা দেয় না ; ওকে তুমি ধরবে কি ক'রে ?

অনুহ্লাদ। প্রহ্লাদ ! প্রহ্লাদ ! করেছ কি ভাই ? তাড়িয়ে দাও তাড়িয়ে দাও। তোমার মধ্যেও যে তাকে দেখ্‌ছি ; তাড়িয়ে দাও—নইলে এখনি ওর জন্যে আমি ভ্রাতৃহত্যা ক'রে বসবো।

প্রহ্লাদ। আমার মধ্যে দেখ্‌ছো, আর তোমার মধ্যেও কি সে নাই দাদা ?

অনুহ্লাদ। আমার মধ্যে ? এঁ্যা ! বল কি ! কৈ—কোন খানে ? ঐ না কি ? ঐ কে হৃদয়ের মাঝখানে অস্পষ্টভাবে ব'সে রয়েছে নয় ? ঐ কে আমার সমগ্র রক্তস্রোতের উপর আনন্দে সাঁতার কাটছে নয় ? বাঃ—এ যে ব্যাধের ঘরে হরিণের বাসা ! এইবার ঠিক হয়েছে। শিকার ঘরে, আর আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথায় ? দাও তো প্রহ্লাদ অস্ত্রটা, চুপে চুপে দাও ; শুনতে পেলে পালাবে ; দাও অস্ত্র ! আমার হৃদয়ের

মূল উৎপাটিত ক'রে ওর আসন ঘুচিয়ে দিই,—নিজের রক্ত নিজে পান ক'রে ওকে নিস্তেজ ক'রে ফেলি। দাও—দাও।

প্রহ্লাদ। দাদা! অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, আর—

অনুহ্রাদ। আস্তে—আস্তে, গোল ক'রো না—গোল ক'রো না। ঐ যা, স'রে পড়্লো। যাঃ—বেঁচে গেলি আজকের মত; কি বলবো আর ভাইকে! [বিরক্তভাবে প্রহ্লাদের প্রতি] কি বল্‌ছিলে বল।

প্রহ্লাদ। বল্‌ছিলুম কি, অনেকদূর অগ্রসর হয়েছ—আকাশের সাদা কালো মেঘের উপর তাকে দেখ্‌ছো—গাছের পত্র পুষ্প ফলে তাকে দেখ্‌ছো—আমার মধ্যে দেখ্‌ছো—তোমার মধ্যে দেখ্‌ছো—সর্ব্বভূতে সমান ভাবে তাকে দেখ্‌ছো, সবই তো ঠিক হয়েছে; আর একটু বাকি রাখ কেন দাদা? তা হ'লেই তো তোর ধরা পাও।

অনুহ্রাদ। বাকিটা কি?

প্রহ্লাদ। হিংসার দেখাটা ছেড়ে দিয়ে ঐরূপ প্রীতির চক্ষে দেখ না!

অনুহ্রাদ। না—না, তা হবে না; হিংসার ঔরস নিয়ে জন্মেছি, হিংসা নিয়েই মর্‌বো। হিংসাতেই তাকে দেখ্‌ছি—হিংসাতেই ধর্‌বো। এতেই যখন এতটা এসেছি, তখন বাকিটুকু আর এতেই হবে না?

প্রহ্লাদ। না দাদা! তা হয় না; শেষটায় আলিঙ্গন চাই।

অনুহ্রাদ। না হয়, আমার জীবনের খানিকটা অংশ বাকি থেকেই গেল; তাতেই বা কি! তবু আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র,—ও তোষা-মোদের অভিনয় কর্‌বো না ভাই! আমি আমার পিতৃহন্তাকে চাই,—তার রূপ দেখ্‌তে নয়—তাকে পূজা কর্‌তে নয়, আমার পিতার নাড়ী-গুলো যেমন নখে চিরে বের করেছিল, সেই রকম একটা কিছু কর্‌তে। যাবে কোথা! এবার যদি আকাশে দেখি—আকাশ শুদ্ধ গ্রাস কর্‌বো, জলে দেখি—একটা রোষদীপ্ত ক্রূর কটাক্ষে জলের উপর আগুন জ্বেলে

দেবো, সর্ব্বভূতে দেখি—সৃষ্টির এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমভূমি ক'রে হত্যাকাণ্ড চালাবো। তুমি যে দিকে যাচ্ছো, যাও ভাই, আর আমার পিছু নিও না। আমি এই ভাবেই বাকিটুকু পূরণ ক'রে নেবো; আমি তাকে ধর্‌বোই ধর্‌বো। [বেগে প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। তাই তো! আমি কোন্ দিকে যাচ্ছি! ঐ বুঝি দাদা উন্মাদের মত ছুটে যাচ্ছে! যাক্ না—তাতে আমার মন টলে কেন? আমার চোখে জল আসে কেন? আমি যে পিতার মৃত্যু দাঁড়িয়ে দেখেছি—হাসতে হাস্‌তে নারায়ণের ধ্যান করেছি। কৈ—জল তো আসে নাই, তবে আজ আমার একি হ'লো! ও, পরকে দিক দেখাতে গিয়ে, নিজের দিক হারিয়ে ব'সে আছি বটে! যাক্—যে যেদিকে যায় যাক্, আমি কেন এ গণ্ডীর মধ্যে পড়ি? দূর হও মায়া, আমি প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদই থাক্‌বো। [প্রস্থান।

দিতি প্রবেশ করিলেন।

দিতি। পতন পশ্চাতে, তবু আমি উঠ্‌ছি। নিয়তি অলক্ষ্য হ'তে বারবার নিষেধ করছে, তবু আমি একটানা ছুটছি। দৈত্যজাতি মদগর্ব্বে আপনার কল্যাণ চাচ্ছে না, তবু আমি তাদের মঙ্গলের জন্য সাধাসাধি কর্‌ছি। আমারই উৎসাহে মাত্র অনুহ্লাদ এখনও পিতৃহত্যার প্রতিশোধে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াচ্ছে! বুঝেছি—বৃথা চেষ্টা, তবু চেষ্টিতা, বুঝেছি—কোন ফল নাই, তবু চলেছি, চল্‌তেও হবে। বিজয়-কামনায় লোকে পুত্র-পৌত্রকে যুদ্ধে পাঠায়, আমি তা করি নাই,—আমার কামনা শুদ্ধ রক্তপাত দেখ্‌তে। পিপাসা মেটাতে লোকে কূপ খনন করে, আমি তা চাই না,—আমি চাই সেই কূপে ডুবতে; আমি আশ্চর্য্য। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পল্লীপথ।

গীতকণ্ঠে দেবর্ষি ও নাগরিকগণ যাইতেছিল।

গীত।

দেবর্ষি।— চল বামনরূপ দর্শনে।
নাগরিকগণ।— চল চঞ্চল পদে চরণ-প্রান্তে চিত্ত-তুলসী বর্ষণে।
দেবর্ষি।— হৃদয়ের প্রতি পরতে পরতে প্রীতির পুষ্প ফুটায়ে নাও,
নাগরিকগণ।— তৃষিত মরভূ শুষ্ক নয়নে জাহ্নবী-বেগ ছুটায়ে দাও,
দেবর্ষি।— ধর করে সেবা-চন্দন,
নাগরিকগণ।— বল জয় জগবন্দন,
সকলে।— চল অনিত্য বিস্মরি চিদানন্দ চিন্তাকর্ষণে।

[প্রস্থান।

শ্বেতাঙ্গ শর্ম্মা ও জনৈক প্রতিবাসী।

শ্বেতাঙ্গ। কি হে! কি হে! তোমরা পাড়াশুদ্ধ লোক এ ভোর দুপুরে কোথায় ছুটোছুটি কর্‌ছো? ব্যাপারটা কি হে?

প্রতিবাসী। আরে বাঃ! শোন নাই? কশ্যপের ছেলের উপনয়ন; আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি হে!

শ্বেতাঙ্গ। এ্যাঁ—বল কি! উপনয়ন? নিমন্ত্রণ?

প্রতিবাসী। কেন, তোমার নিমন্ত্রণ হয় নাই বুঝি?

শ্বেতাঙ্গ। একশোবার হয়েছে। কশ্যপের ছেলের উপনয়ন যখন,

তখন আমার নিমন্ত্রণ হয়েইছে। তার সঙ্গে আমার চিরকেলে আলাপ, আর নিমন্ত্রণ হয় নাই? ও না হ'লেও হয়েছে।

প্রতিবাসী। না হ'লেও হয়েছে কি রকম?

শ্বেতাঙ্গ। কি রকম নয়? লোক মাত্রেই ভুল চুক আছে, তা ব'লে সে আমার বন্ধু লোক, আমি সেইটে ধ'রে ব'সে থাক্‌বো? নিজে হ'তে গিয়ে তার ভুলটা সংশোধন ক'রে দেবো না? তবে আর মানুষ কি?

প্রতিবাসী। তোমার সঙ্গে কশ্যপের এতটা বন্ধুত্ব কিসে হ'লো হে?

শ্বেতাঙ্গ। ওহে, হয়েছে—হয়েছে; সে অনেক কথা—অনেক কথা।

প্রতিবাসী। একটু আভাষেই বল না।

শ্বেতাঙ্গ। চল—চল, বেলা হয়েছে,—বল্‌বো এখন।

প্রতিবাসী। এমন কিছু বেলা হয় নাই।

শ্বেতাঙ্গ। এঃ, তুমি তো বড় ছেঁড়া লোক দেখ্‌ছি হে, কথার জের মারতে চাও না। আমি বিনা নিমন্ত্রণেও যেতে রাজী,—তোমার আর কোন কথা আছে?

প্রতিবাসী। না—না, চট কেন? তাই বল্‌ছিলাম, চল—চল। আচ্ছা, কশ্যপের ব্যাপারটা কি জান? এই তো শুন্‌লুম, প্রসবের সময় পৃথিবী যায় যায়, বলি রাজা না কি আবার তাকে ধরে। মনে কর্‌লুম, কি একটা অদ্ভুতই না জন্মাবে! এদিকে ছেলের বেলায় তো একটী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

শ্বেতাঙ্গ। ওহে, ও রকম হয়—ও রকম হয়। দাদা! ও যে কাজের যত জাঁক, তায় তত ফাঁক।

প্রতিবাসী। তা—বটে! তা—বটে! তবে শুন্‌ছি না কি, এর উপনয়নে দেবতারা শুদ্ধ আস্‌বে?

শ্বেতাঙ্গ। এ্যা! বল কি? দেবতা?

প্রতিবাসী। দেবতার নাম শুনে তুমি অমন আঁৎকে উঠ্‌লে কেন হে ?

শ্বেতাঙ্গ। তাই তো হে, তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভিতর হাত পা সেঁধিয়ে গেল হে! শুনেছি, দেবতাদের না কি কারো চারটে মুখ, কারো পাচটা, কারো ছ'টা ; কারো চারটে হাত, কেউ দশভূজা, কারো বা হাজার চোখ। তবেই বল দেখি, কি খাওয়ায়, কি ছাঁদা বাঁধায়, কি অন্য ব্যবস্থায় আমরা কি তাদের কাছে পাত্তা পাবো হে ?

প্রতিবাসী। তবে আর না গেলেই তো হ'তো।

শ্বেতাঙ্গ। না—নিমন্ত্রণটা তো রাখ্‌তে হবে ; বিশেষতঃ বন্ধুর ঘরে। চল—শুরু আছেন। ওরে লাল!

প্রতিবাসী। লালের জন্য ভাব্‌তে হবে না, সে এতক্ষণ সেখানে গিয়ে হাজির। সে তোমার পুত্র হ'লেও তোমায় ছাপিয়ে উঠেছে।

শ্বেতাঙ্গ। তা উঠ্‌বে বৈ কি, তা উঠ্‌বে বৈ কি! তার বাবা শ্বেতাঙ্গ, তার মা কালিন্দী, সে হ'লো কি না লাল,—তার তো ভুঁইফোড় হবারই কথা। সুপুত্র—সুপুত্র।

প্রতিবাসী। তা বটে!

শ্বেতাঙ্গ। চল—চল, শুভস্য শীঘ্রং। শ্রীহরি দুর্গা, গমনে গজেন্দ্রশ্চৈব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেবী-মন্দির।

সিংহাসনে লক্ষ্মী, নিম্নে বলি দণ্ডায়মান।

বলি। পূর্ণ কর মাতা!
আর না চাহিব কিছু,
এই মোর শেষ আকিঞ্চন।

লক্ষ্মী। বাছাধন! আর না—নিরস্ত হও,
দান-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দাও!
এখনো উপায় আছে,
রাখিলে রাখিতে পারি তোমারে রাজন্!
না রাখ বচন, হবে ঘোর অকল্যাণ।

বলি। অকল্যাণ কল্যাণের উৎপত্তির স্থল,—
আখণ্ডল সহস্রলোচন অভিশাপে,
দেখ মা কলঙ্কী শশী—
স্থান তার স্থাণুর ললাটে।
করপুটে করি নিবেদন মাতা,
ক'রো না মা গতিরোধ
উচ্ছ্বসিত এ স্রোতের,
উভ কুল প্লাবিত হইবে মোর।

পার যদি তারণকারিণী,
আরও দাও তনয়ে উৎসাহ,
আরও দাও প্রাণ ভ'রে ছুটিবার বল।

লক্ষ্মী। সাবধান বলি!
বার বার মাতৃবাক্য কেন কর অবহেলা?
সন্তান হ'তেও অধিক বোঝেন মাতা
তনয়ের শুভাশুভ তার।
দান-অবতার!
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আমি,
অমঙ্গল ধেয়ে আসে গ্রাসিতে তোমায়।
ত্যাগ কর এ আসক্তি,
শেষ কর অপূর্ণ আশার।
ভুলে যাও এ ভীষণ দান,
লুকাও আমার কোলে,
এইভাবে আপ্রলয় রাখিব উন্নত।

বলি। মাতৃকোলে লুকায়ে বদন
জীবন রাখিতে চাহে না সন্তান তব;
জন্মেছি—মরিতে হবে,
অমঙ্গল কিবা তায়?
তা ব'লে কি ফেরা যায়
গন্তব্যের মধ্যস্থল হ'তে?
মাতঃ! বাঞ্ছাকল্পলতে!
নাও পদে সহস্র প্রণাম,
দাও যাহা চাহে পুত্র।

বুঝিলাম গতিরোধ অসাধ্য আমার,
কামনার আজ্ঞাবাহী তুমি আজ।
আচ্ছা, কহ তব শেষ আকিঞ্চন ?

বলি। চিন্ময়ি ! প্রসাদে তব প্রতি প্রাতঃ-সন্ধ্যা
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে
স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা দিই অকাতরে ;
মণি মুক্তা রত্ন মরকত,
ভূমি শয্যা আসন তৈজস,
আহারীয় পরিধান যে যাহা চাহিল,
দিলাম যাচকে আশাতীত অযাচিত ভাবে,
কিন্তু মাগো ! দান-আশা মিটিল না মোর।
সমুদ্রের তীরে আমি অঞ্জলি ধরিয়া,
তবু তো যায় না তৃষা,
শুষ্ক তালু মুহুর্মুহুঃ,
যত করি পান—ততই পিপাসা বাড়ে।
শান্তিবিধায়িনি ! আর কিছু নাহি চাই,
দাও শান্তি এ তৃষায় মাতা !
দাও মা মিলায়ে এক সুযোগ্য ভিখারী,
দান করি মনোমত শেষ করি সকল সাধের।

লক্ষ্মী। [স্বগত] ওঃ—অতিশয় আকাঙ্ক্ষা প্রবলা।
আর রক্ষা নাই—কি করিব আমি !
আসিছে বামনরূপী ছলনাবতার।
এখনো রাখিতে পারি—কিন্তু তা হবে না,—
নিয়তি চালিত জীব।

দিই বর—চাহে ভক্ত নিষেধ সত্ত্বেও,
দায়ী নই আমি ।
[প্রকাশ্যে] যাও রাজা যজ্ঞস্থলে,
তৃপ্তি হবে পিপাসার—পূর্ণ হবে মনোরথ,
সূর্য্যাস্তের মধ্যে পাবে অদ্ভুত ভিখারী ,
পার যদি কর দান তার মনোমত ।

বিন্ধ্যা প্রবেশ করিলেন ।

বলি । বিন্ধ্যা ! বিন্ধ্যা !
আজ বড় আনন্দের দিন !
সবটুকু আশীর্ব্বাদ পেয়েছি মায়ের,
সমাপ্তি মোদের আজ সর্ব্ব কামনার,
সূর্য্যাস্তের মধ্যে হবে ব্রত-উদ্‌যাপন ।
বড় আনন্দ সংবাদ বিন্ধ্যা !
স্বহস্তে মার্জ্জন কর মায়ের মন্দির,
ফুলদল দিয়া সাজাও দেবীরে,
মাখাও বরাঙ্গে রাশি, কুঙ্কুম কস্তুরী,
শেষ পূজা কর আজ হৃদয় ঢালিয়া ।
আজ বড় আনন্দের দিন,
আজ মোর স্বপ্নের সাফল্য,
সকল সাধের আজ বিজয়া দশমী । [প্রস্থান ।

লক্ষ্মী [উঠিয়া] রাণী-মা ! রাণী-মা ! আমায় কি বিদায় দেবার আয়োজন করতে ব'লে গেলেন মা ?

বিন্ধ্যা । তাতে দোষ কি মা ? বোধন হ'লেই যে তার বিসর্জ্জন আছে !

লক্ষ্মী। তুমিও আমার মুখের দিকে তাকালে না মা?

বিন্ধ্যা। কি ক'রে তাকাই মা! নবমী নিশি গত, বিজয়ার প্রভাত-সূর্য্য অলসভাবে উদিত, চতুর্দ্দিকে নিরঞ্জন বাদ্য; আর কি কোনও দিকে তাকাবার উপায় আছে মা?

লক্ষ্মী। কিন্তু মা! তোমরা ইচ্ছে করলে এখনও যে আমায় রাখ্‌তে পার্‌তে মা!

বিন্ধ্যা। পার্‌তুম, কিন্তু তা রাখ্‌বো না মা! মেনকা ইচ্ছে করলে কি তাঁর গৌরীকে রাখ্‌তে পারতেন না মা? তবু রাখেন না, রাখ্‌তে আছে কি মা?

লক্ষ্মী। মা! মা!

বিন্ধ্যা। বহু কষ্টে হৃদয়কে বেঁধেছি, আর ও করুণ সম্বোধনে সে বাঁধ ভেঙ্গে দিও না মা! আর ও ছল-ছল দৃষ্টিতে পথভ্রষ্ট ক'রো না মা! আজ তুমি যার বস্তু, তার হাতে দেবো; যথাকার শোভা তুমি, সেই স্থানে রাখ্‌বো। আদর ক'রে এনেছি, আনন্দোৎসব সাঙ্গ হ'লো, এইবার তোমায় আদর ক'রে পাঠাবো। ব'সো মা রত্নাসনে, আজ মনোমত ক'রে তোমার বেশ-বিন্যাস ক'রে দিই—প্রাণ ভ'রে তোমার মুখখানি দেখে নিই—স্বহস্তে যুগলপদে অলক্তক পরিয়ে দিই। [লক্ষ্মীকে সিংহাসনে বসাইয়া, পদে অলক্তক দিতে লাগিলেন]

গীতকণ্ঠে পুরবাসিনীগণ প্রবেশ করিলেন।

পুরবাসিনীগণ।—

গীত।

আজি সাজাবো তোমারে ইন্দ্রিরা মনোমন্দিরে অতি ধীরে।
কত সন্ধানে কত রত্ন পেয়েছি দেখাবো বক্ষঃ চিরে।

আজি প্রীতির পুষ্প গাঁথিয়া দিব গো তোমারই অলক-বন্ধনে,
আজি স্মৃতির বিন্দু আঁকিয়া রাখিব তোমারই ললাট-চন্দনে,
কজ্জল দিব চক্ষে, স্নেহ-সুরভি মাখাবো বক্ষে,
আজি চরণে তোমার আঁকিব পদ্ম গলিত অশ্রুনীরে।

পুষ্প প্রবেশ করিল।

পুষ্প। একি! আজ আবার এ কিসের উৎসব?

লক্ষ্মী। [পুষ্পের হস্ত ধরিয়া] এ বিদায়-উৎসব বোন! আমি যাচ্ছি।

পুষ্প। তুমি যাচ্ছ? [অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল; পরে চিত্ত-সম্বরণ করিয়া বলিল] তা—যাও।

লক্ষ্মী। সে কি! তুমিও তো বেশ উদাস ভাবে ব'লে ফেল্‌লে—তা—যাও?

পুষ্প। তা—কি কর্‌বো? তোমার হাত ধ'রে টানাটানি কর্‌বো? সখিত্বের স্মৃতিচিহ্নগুলো কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তোমার সাম্‌নে ধ'রে দেবো? কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে ফেল্‌বো? কেন? কি জন্য? তুমি যেতে পার্‌বে, আর আমি সইতে পার্‌বো না?

লক্ষ্মী। আমি যেতে চাই নাই ভাই! তোমার পিতা-মাতা আমায় পাঠাচ্ছেন।

পুষ্প। পাঠাচ্ছেন কেন জান? তুমি যেতে চাও নাই বটে, কিন্তু তোমার যাওয়া স্বভাব জেনে, তাঁরা আগে হ'তেই সাবধান হ'চ্ছেন।

লক্ষ্মী। যাওয়া স্বভাব? কিন্তু পুষ্প! আবেগভরে ত্বরিতপদে এসে নতমুখে ধীরগমনে যাওয়ায় যে কি বেদনা, তা কে বুঝ্‌বে ভাই?

পুষ্প। দেখ, যাচ্ছ—যাও, আর অত ছলনা কেন? তুমি এক চোখে কাঁদ্‌ছো, এক চোখে হাস্‌ছো; এক হস্তে বলির চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছ,

লক্ষ্মী। তুমিও আমার মুখের দিকে তাকালে না মা?

বিন্ধ্যা। কি ক'রে তাকাই মা! নবমী নিশি গত, বিজয়ার প্রভাত-সূর্য্য অলসভাবে উদিত, চতুর্দ্দিকে নিরঞ্জন বাদ্য; আর কি কোনও দিকে তাকাবার উপায় আছে মা?

লক্ষ্মী। কিন্তু মা! তোমরা ইচ্ছে করলে এখনও যে আমায় রাখ্‌তে পারতে মা!

বিন্ধ্যা। পারতুম, কিন্তু তা রাখ্‌বো না মা! মেনকা ইচ্ছে করলে কি তাঁর গৌরীকে রাখ্‌তে পারতেন না মা? তবু রাখেন না, রাখ্‌তে আছে কি মা?

লক্ষ্মী। মা! মা!

বিন্ধ্যা। বহু কষ্টে হৃদয়কে বেঁধেছি, আর ও করুণ সম্বোধনে সে বাঁধ ভেঙ্গে দিও না মা! আর ও ছল-ছল দৃষ্টিতে পথভ্রষ্ট ক'রো না মা! আজ তুমি যার বস্তু, তার হাতে দেবো; যথাকার শোভা তুমি, সেই স্থানে রাখ্‌বো। আদর ক'রে এনেছি, আনন্দোৎসব সাঙ্গ হ'লো, এইবার তোমায় আদর ক'রে পাঠাবো। ব'সো মা রত্নাসনে, আজ মনোমত ক'রে তোমার বেশ-বিন্যাস ক'রে দিই—প্রাণ ভ'রে তোমার মুখখানি দেখে নিই—স্বহস্তে যুগলপদে অলক্তক পরিয়ে দিই। [লক্ষ্মীকে সিংহাসনে বসাইয়া, পদে অলক্তক দিতে লাগিলেন]

গীতকণ্ঠে পুরবাসিনীগণ প্রবেশ করিলেন।

পুরবাসিনীগণ।—

গীত।

আজি সাজাবো তোমারে ইন্দিরা মনোমন্দিরে অতি ধীরে।
কত সন্ধানে কত রত্ন পেয়েছি দেখাবো বক্ষঃ চিরে।

আজি প্রীতির পুষ্প গাঁথিয়া দিব গো তোমারই অলক-বন্ধনে,
আজি স্মৃতির বিন্দু আঁকিয়া রাখিব তোমারই ললাট-চন্দনে,
কজ্জল দিব চক্ষে, স্নেহ-সুরভি মাখাবো বক্ষে,
আজি চরণে তোমার আঁকিব পদ্ম গলিত অশ্রুনীরে।

পুষ্প প্রবেশ করিল।

পুষ্প। এ কি! আজ আবার এ কিসের উৎসব?

লক্ষ্মী। [পুষ্পের হস্ত ধরিয়া] এ বিদায়-উৎসব বোন! আমি যাচ্ছি।

পুষ্প। তুমি যাচ্ছ? [অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল; পরে চিত্ত-সম্বরণ করিয়া বলিল] তা—যাও।

লক্ষ্মী। সে কি! তুমিও তো বেশ উদাস ভাবে ব'লে ফেল্‌লে—তা—যাও?

পুষ্প। তা—কি করবো? তোমার হাত ধ'রে টানাটানি করবো? সখিত্বের স্মৃতিচিহ্নগুলো কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তোমার সাম্‌নে ধ'রে দেবো? কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে ফেল্‌বো? কেন? কি জন্য? তুমি যেতে পার্‌বে, আর আমি সইতে পার্‌বো না?

লক্ষ্মী। আমি যেতে চাই নাই ভাই! তোমার পিতা-মাতা আমায় পাঠাচ্ছেন।

পুষ্প। পাঠাচ্ছেন কেন জান? তুমি যেতে চাও নাই বটে, কিন্তু তোমার যাওয়া স্বভাব জেনে, তাঁরা আগে হ'তেই সাবধান হ'চ্ছেন।

লক্ষ্মী। যাওয়া স্বভাব? কিন্তু পুষ্প! আবেগভরে ত্বরিতপদে এসে নতমুখে ধীরগমনে যাওয়ায় যে কি বেদনা, তা কে বুঝ্‌বে ভাই?

পুষ্প। দেখ, যাচ্ছ—যাও, আর অত ছলনা কেন? তুমি এক চোখে কাঁদ্‌ছো, এক চোখে হাস্‌ছো; এক হস্তে বলির চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছ,

আর এক হস্তে অবসর বুঝে কাকে আহ্বান করছো ; মনটী দিয়ে এই বৃহৎ রাজপরিবারকে ভুলিয়ে রাখ্ছো. প্রাণটী যেন কোথায় কোন্ মহাশূন্যে উধাও হ'য়ে আছে। আমার পিতা-মাতা অন্ধ নন। যাও— যাও, বলির অমন স্বার্থময় মাতৃস্নেহে দরকার নাই, বিন্ধ্যার অমন নিষ্ফল পাষাণী-পূজায় কাজ নাই, পুষ্প অমন কাজ কেনা সখীত্ব চায় না। তোমায় প্রাণের সহিত বিদায় দিচ্ছি—তুমি যাও—[অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন ।]

লক্ষ্মী। সখি! সখি! [আকুলভাবে সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন]

বিন্ধ্যা। ওর কথা শুনো না মা! ও জন্মটা বালিকাতেই র'য়ে গেল! চল মা, আজ একবার ভাল ক'রে তোমায় এই বিশাল রাজ-প্রাসাদ দেখাই গে, তার প্রতি প্রস্তরে তোমার পদচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে নিই গে, তার অভ্রভেদী উচ্চ চূড়ায় বিচিত্র বর্ণে তোমার করুণা-স্মৃতির নিশান উড়িয়ে দিই গে।

পুরবাসিনীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চল গো দেখাই আশার রাজ্য, চল গো শুনাই মিলন-গান,
দ্বিগুণ প্রভায় জেলে দিই দীপ সম্মুখে যদি নির্ব্বাণ,—
চির সজাগ রহিব তব ধ্যানে মোরা সাধনা-তটিনীতীরে,
ওগো যথায় থাকিবে যেন দিনান্তে বারেক চাহিও ফিরে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

উপেন্দ্র।

উপেন্দ্র। আমায় কেউ পার ক'রে দিলে না। এই নদীর পর-পারেই যজ্ঞস্থল! ঐ বুঝি যজ্ঞধূম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নদী পার হই কি ক'রে? যদিও সামান্য নদী, সবাই হেঁটে পার হ'চ্ছে, কিন্তু আমার পক্ষে এ যে সমুদ্র বিশেষ। কতজনকে কত অনুনয় করলাম, আমায় কেউ চোখে দেখ্‌লে না গো, কেউ পার ক'রে দিলে না। [অদূরে অনুহ্রাদকে দেখা যাইতেছিল] ঐ একজন কে রয়েছে নয়! পোষাক-পরিচ্ছদে কোন রাজপুরুষ ব'লে বোধ হ'চ্ছে; ওঁর কাছে গেলে হয় তো উনি আদর ক'রে পার ক'রে দিতে পারেন। যাই, দেখি।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির প্রবেশ।

দেবর্ষি।—

গীত।

ইন্দ্রমুকুটমণি-রাজিত-চরণং
পূর্ণ শশধর মুখদ্যুতিম্।
পুণ্ডরীকাক্ষমতিখর্ব্বতরং
বটুকেশধরং নমো বিশ্বপতিম্॥

[প্রস্থান।

অনুহ্রাদ উপস্থিত হইলেন।

অনুহ্রাদ। না, আশা পূর্ণ হ'লো না, দেখ্‌ছি আর একটা জন্ম ঘুরতে

হবে। দেহের মাংস লোল হ'য়ে গেছে—হৃদয়ের বাঁধন শিথিল হ'য়ে গেছে, বার্দ্ধক্য আমায় গ্রাস ক'রে বসেছে! আর ক'দিন? যাক্, এখন এ দেহটার যত শীঘ্র পাত হয়, ততই ভাল,—আবার যুবার উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াতে পাই। নারায়ণ! অনেক করলাম, তোমায় পেলাম না; কিন্তু মনে ক'রো না, আমার এ জন্মটা ব্যর্থ গেল ব'লে আমি বুক-ভাঙ্গা হ'য়ে পড়্লাম। এই আশা নিয়ে মরবো—এই আশা নিয়ে আবার জন্মাবো—এই আশা নিয়ে আবার সিংহ-বিক্রমে তোমার অনু-সরণ করবো,—তোমায় নিশ্চিন্ত হ'তে দেবো না। যদি পাই—আর পাবোই না বা কেন? তুমিই আমার একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র চিন্তা, তুমিই আমার আসা যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য; তোমার জন্য আমি তিলে তিলে মরবো, তিলে তিলে জন্মাবো। পাবো না? কেন? এও তো একটা সাধনা!

উপেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

উপেন্দ্র। আপনি কি রাজপুরুষ?

অনুহ্লাদ। [উদাসভাবে] হাঁ।

উপেন্দ্র। আপনি বোধ হয় তা হ'লে এই যজ্ঞে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের তত্ত্বাবধান করছেন?

অনুহ্লাদ। তোমার কি দরকার?

উপেন্দ্র। আমায় এই নদীটা পার ক'রে দিতে হবে।

অনুহ্লাদ। একটু ঐদিকে যাও, রাজার লোকজন আছে, পার ক'রে দেবে।

উপেন্দ্র। আপনি কি রাজার লোক নন্?

অনুহ্লাদ। আঃ—যা বল্‌ছি কর না। ওটুকু যেতে আর তোমার কি?

উপেন্দ্র। দেখুন, আপনাদের পক্ষে ঐটুকু, কিন্তু আমার পক্ষে ওটুকু একদিনের পথ।

অনুহ্রাদ। [তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উপেন্দ্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আপনমনে বলিলেন] বামন মূর্ত্তি! [প্রকাশ্যে] তা কি বল্‌ছো?

উপেন্দ্র। আমায় দয়া করুন!

অনুহ্রাদ। এই মরেছে! দেখ দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-করুণা ভক্তি-মুক্তি, অনেককে অনেক রকম বল্‌তে শুনি, তাদের কথায় আমার হাসি আসে। ও সব ছেড়ে দাও, যা বল্‌বে, খোলসা ক'রে বল।

উপেন্দ্র। আমায় কোলে ক'রে এই নদীটা পার ক'রে দিন, আপনার ধর্ম্ম হবে।

অনুহ্রাদ। আবার এর ভিতর ধাঁ ক'রে একটা ধর্ম্ম এনে ঢোকালে? পার ক'রে দাও, বাস্—ফুরিয়ে গেল; আমার ইচ্ছে হ'লো দিলাম—না ইচ্ছে হ'লো না দিলাম। এর ভিতর আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? কতকগুলো বাজে বক কেন বাপু?

উপেন্দ্র। কেন, আপনি কি ধর্ম্মাধর্ম্ম মানেন না?

অনুহ্রাদ। যাও—যাও—ওদিকে যাও,—বক্‌বার আমার সময় নাই।

উপেন্দ্র। কেন? আপনি কি বড় ব্যস্ত আছেন?

অনুহ্রাদ। হাঁ, আছি।

উপেন্দ্র। আপনার এত ব্যস্ততাটা কিসের?

অনুহ্রাদ। এই তুমি যেমন নদীপারের জন্য ব্যস্ত—আমারও ব্যস্ততাটা সেই রকমই একটা কিছু—বুঝ্‌লে?

উপেন্দ্র। তা তো নয়, আমি পরপারে যাবার জন্য ব্যস্ত, আপনি দেখ্‌ছি এই পারেই থাক্‌বার জন্য ব্যস্ত।

অনুহ্রাদ। এঁ্যা—কি বল্‌লে? [চমকিয়া উঠিলেন]

উপেন্দ্র। না—আপনি বড় ব্যস্ত আছেন, আমি চল্‌লুম।

অনুহ্রাদ। আরে শোন শোন, কি বল্‌লে—আবার বল দেখি তোমার কথা তো আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!

উপেন্দ্র। বুঝ্‌তে পার্‌বেন না—ভেবে ভেবে মাথা গুলিয়ে গেছে।

অনুহ্রাদ। ভেবে ভেবে? কৈ—আমি এত কি ভাব্‌ছি?

উপেন্দ্র। নারায়ণ।

অনুহ্রাদ। তুমি কি ক'রে জান্‌লে? তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

উপেন্দ্র। আমি জ্যোতিষ জানি। লোকের ভ্রূকুঞ্চন দেখে মনের ভাব বল্‌তে পারি।

অনুহ্রাদ। বল্‌তে পার? বল্‌তে পার জ্যোতিষী? এতদূর বল্‌লে, আর একটা কথা বলতে পার? আমি এ জন্মে তাকে পাবো কি না? তোমার মাথায় ক'রে পার ক'রে দিই?

উপেন্দ্র। পাবেন বৈ কি! আপনার এতটা লক্ষ্য বৃথায় যাবে? এতটা উদ্যম পণ্ডশ্রম হবে? এতখানি একাগ্রসাধনা বিফল হবে? তা হয় না। আপনার লক্ষণ দেখে বোধ হ'চ্ছে, আপনি সিদ্ধ হয়েছেন; আপনি এই জন্মেই পাবেন, আজিই পাবেন, এই মুহূর্ত্তেই পাবেন।

অনুহ্রাদ। আমার কোলে এসো—আমার কোলে এসো। তোমার মুখখানি আমার বড় ভাল লেগেছে—তোমার কথাগুলি আমার মিষ্টি লেগেছে—তোমার জ্যোতিষ আমার বেশ মনোমত হয়েছে। এসো—এসো,—আমার বুকে এসো,—তোমায় পার ক'রে দিই।

উপেন্দ্র। দেখুন—

অনুহ্রাদ। আর কথা ক'য়ো না, শীঘ্র কোলে এসো। মরুভূমিতে এই প্রথম রস দেখা দিয়েছে, বেশীক্ষণ টিক্‌বে না। এটা তোমারও একটা মাহেন্দ্রক্ষণ জেনো। [কোলে লইয়া প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির পুনঃ প্রবেশ

দেবর্ষি।—

গীত।

জগদুদ্ভব পালন নাশকরং,
কুরুনৈব পুনস্ত্রয় রূপধরং,
প্রিয় দৈবত সাধু জনৈক গতিম্,
বটুবেশধরং নমো বিশ্বপতিম্॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান বেষ্টিত বিরোচন।

কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান।—

গীত।

আমরা তিনে এক, একে তিন।
অনুভব হবে উচ্চতা ছেড়ে হও রে ক্ষুদ্র দীন।
দেখ সাগরের জল সে তো ক্ষারময় কূপোদক কত নির্ম্মল,
তুমি হ'তে চাও যদি কাহারও প্রিয়, হও অসহায় দুর্ব্বল—
কত বড় হবে তার কাছে তুমি, সে যে বিরাট মহীয়ান্,
দেখ তবুও তাতে কি সাম্যভাব, সে করে না নিজের অভিমান,
নেবে যদি তার চরণে স্থান, পরমাণু হও পাবে সে দিন।

দুর্লভের প্রবেশ ।

বিরোচন। দেখ গুরু! তোমার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করেছি।

দুর্লভ। হাঁ—হয়েছে, আর বাকি কিছুই নাই। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম। তুমি এই ভাবেই কল্পান্ত পর্য্যন্ত তোমার যজ্ঞ রাখ্‌তে চাও, না পূর্ণাহুতি দানে নির্ব্বাণ চাও?

বিরোচন। বলি কি কর্‌ছে গুরু?

দুর্লভ। দেখে এলাম, সে নির্ব্বাণেরই আয়োজন কর্‌ছে।

বিরোচন। আমিও নির্ব্বাণ চাই গুরু! তবে তার নির্ব্বাণে আর আমার নির্ব্বাণে পার্থক্য থাকা চাই।

দুর্লভ। তা থাকৃতে হবে বৈ কি! তবে নির্ব্বাণের পূর্ব্বে আজ একবার বেশ ক'রে মনের মত দান ক'রে নাও। প্রেমদান আর কিছুই নয়—স্ত্রী-পুত্র, আত্মপর সব ভুলে গিয়ে সমানভাবে সমান চক্ষে জগতের পানে চেয়ে নাও। ধরিত্রীকে একটী শেষ প্রণাম ক'রে তার:শ্যাম কোল হ'তে বিদায় মেগে নাও।

বিরোচন। গুরু! গুরু! তোমারই মুখে শুনেছি, আশার নিবৃত্তি ব্যতীত যে নির্ব্বাণ নাই। আমি আমার সার রত্ন অকাতরে দান করেছি, অযাচিত ভাবে জগৎ মাতিয়ে তুলেছি, তোমাদের কৃপায় আমিও একজন দানী ব'লে পরিচিত হয়েছি। কিন্তু গুরু! দানের আশা এখনও আমার মেটে নাই যে! এখনও আমি অতৃপ্ত যে! এখনও আমার বাকী যে!

দুর্লভ। বাকী বুঝ্‌তে পেরেছ যখন, তখন পূরণ হ'য়ে যাবে। আপনার ত্রুটি আপনি দেখ্‌তে পেলে সে আর থাকে না। বলিরও ঠিক তোমার মত হয়েছে; তবে সে যোগ্য ভিখারীর সন্ধান পেয়েছে, তাই

আজ সে পূর্ণ উদ্যমে যজ্ঞে ব্রতী। বল্‌তে পারি না, তার ভাগ্যে কি হয়! তোমারও আশা অপূর্ণ থাক্‌বে না বিরোচন! আজ তোমাকেও যোগ্য যাচক দিয়ে দেবো। কিন্তু সে বড় সমস্যার যাচ্ঞা কর্‌বে; প্রস্তুত থেকো—দানের জন্য। [প্রস্থান।

বিরোচন। জয় গুরু!

[কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে বিরোচন সহ প্রস্থান করিল।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীর পরপার।

উপেন্দ্রকে কোলে লইয়া অনুহ্রাদ উপস্থিত হইলেন ও তাহাকে সজোরে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন।

অনুহ্রাদ। বল তুমি কে?

উপেন্দ্র। সে আবার কি?

অনুহ্রাদ। বল তুমি কে?

উপেন্দ্র। আমি আবার কে?

অনুহ্রাদ। [অস্ত্র খুলিয়া] বল ছদ্মবেশী, তুমি কে?

উপেন্দ্র। একি! আমায় বধ কর্‌বেন না কি? আমি কশ্যপের পুত্র।

অনুহ্রাদ। কখনও না। কশ্যপের পুত্রদের আমি আজীবনটা রণ-স্থলে দেখে আসছি,—এক একটায় ধরেছি, আর নিমেষে শূন্যে ছুড়ে দিয়েছি। কশ্যপের পুত্র এমন বিশ্বম্ভর হ'তে পারে না, বল তুমি কে?

উপেন্দ্র । দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন, আমি সামান্য ব্রাহ্মণবালক ।

অনুহ্লাদ । মিথ্যা কথা ! তুমি সামান্য নও । তা যদি হবে, তবে অৰ্দ্ধহস্ত পরিমিত নদীর জল, আজ কল-কল ক'রে ফুলে আমার বুকে উঠে তোমার পা ধুইয়ে দিয়ে যায় কেন ? বল তুমি কে ?

উপেন্দ্র । আমি—আমি ! ভুল বল্‌ছেন আপনি । নদী কখনও কারও পা ধুইয়ে দিয়ে যায় ? কেন, আমার পায়ে আছে কি ?

অনুহ্লাদ । আছে বৈ কি ! আমায় কি অন্ধ পেলে ? আমি যে দেখেছি, তোমার পায়ে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন । বল তুমি কে ?

উপেন্দ্র । তবে যা ভেবেছ, আমি তাই ।

অনুহ্লাদ । [উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে ঊৰ্দ্ধদৃষ্টিতে বলিলেন] পিতা ! পিতা !

উপেন্দ্র । কথাটা শুনেই অমনধারা চম্‌কে উঠ্‌লে কেন ? ঊৰ্দ্ধদৃষ্টিতে ভাব্‌ছো কি ?

অনুহ্লাদ । ভাব্‌ছি কি জান, তোমায় নিয়ে কি করি ?

উপেন্দ্র । আমায় নিয়ে আবার কর্‌বে কি ? ক্রিয়ার তো এইখানেই শেষ ?

অনুহ্লাদ । তাই তো ভাব্‌ছি—শেষটা কি ভাবে রাখি । এঁ্যা ! ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি না তো ! কি করি ? [উদ্দেশে] ব'লে দিতে পার পিতা ? না—তোমার সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আমার কাণে বুঝি পৌছাবে না ! কি করি ? ওঃ, বুকটা বড় ধড়ফড় ক'রে উঠ্‌লো যে ! কেউ ব'লে দিতে পার ? আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র—আমাতে যা কথনও সম্ভব নয়, আমি তাই হবো—তার দাস হবো । [বামনকে বলিলেন] ওহে, তুমিই বল না—তুমিই বল না, তোমায় নিয়ে কি করি ?

উপেন্দ্র । আমি বল্‌লে কথা শুন্‌বে ?

অনুহ্লাদ । কেন শুন্‌বো না ? তবে নূতনত্ব থাকা চাই । যেমন

নূতনত্ব দেখিয়েছিলে হিরণ্যাক্ষবধে বরাহ হ'য়ে, যেমন নূতনত্ব দেখিয়েছিলে হিরণ্যকশিপুবধে নরসিংহ হ'য়ে, যেমন নূতনত্ব দেখাচ্ছ আজ বামন-মূর্ত্তি ধ'রে। বল্‌তে পার—বল্‌তে পার? ওঃ, আমার বুকে বুঝি বেদনা ধর্‌লো? বল—বল।

উপেন্দ্র। আমায় বুকে ক'রে জলে ঝাঁপাও।

অনুহ্রাদ। জল শুকিয়ে যাবে।

উপেন্দ্র। আগুনে পড়।

অনুহ্রাদ। আগুন নিভে যাবে।

উপেন্দ্র। মরুভূমিতে চল।

অনুহ্রাদ। মরুভূমে নদী বইবে; তুমি মায়াবী।

উপেন্দ্র। তবে আর আমায় নিয়ে কি কর্‌বে?

অনুহ্রাদ। [অস্থিরভাবে] তাই তো, কি করি! ওঃ—বুকের বেদনাটা অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো যে! আমায় কেউ অভিশাপ দেয় না? অভিশাপে ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হয়েছিল, আমার সর্ব্বাঙ্গে সহস্র জিহ্বা হ'য়ে যাক্। তোমার মুণ্ডুটা কেটে ধড়টা তেশূন্যে ঝুলিয়ে দিই,—টস্ টস করে রক্ত পড়ুক্, আর আমি চক্-চক্ ক'রে পান করি।

উপেন্দ্র। ভক্ত!

অনুহ্রাদ। [সক্রোধে] চুপ্! চুপ্! কে ভক্ত? এখনি কেউ শুন্‌তে পাবে। হিরণ্যকশিপুর পুত্রের প্রতি ও সব ভাষা প্রয়োগ—তাকে দুর্ব্বাক্য বলা হয়, তাতে কলঙ্ক দেওয়া হয়।

উপেন্দ্র। আর কেন? তোমার তো আশা পূর্ণ হয়েছে; শান্ত হও, ক্রোধ সম্বরণ কর।

অনুহ্রাদ। ক্রোধ সম্বরণ! ক্রোধ! পিতা! এ বলে কি? ওঃ—আমার বুকটা যে গেল! বুকটা যে গেল? করি কি?

উপেন্দ্র। বল তুমি কি চাও? তোমায় উচ্চ গতি দান করছি—বৈকুণ্ঠে তোমার জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিচ্ছি—নারায়ণ দেখতে তোমার আজন্ম সাধ এ বামনমূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে তোমায় সেই সুরবাঞ্ছিত ভুবনমোহন দিব্যমূর্ত্তি দেখাচ্ছি।

অনুহ্রাদ। দিব্যমূর্ত্তি? দিব্যমূর্ত্তি? সেই যার কি কি ধরা চারটে হাত, সেই যার কুলমজানো টানা টানা চোখ, সেই যার দুর্ব্বল গলানো আঁকা বাঁকা ঠাম? আরে ছ্যা—ও সব তোমার বাজে লোকের জন্য রেখে দাও গে। হিরণ্যকশিপুর পুত্রের কাছে কি তোমার ও সব চলে? তাকে দেখাতে হ'লে দেখাতে হবে, যে মূর্ত্তিতে তার পিতার জীবনান্ত হয়েছিল—সেই নৃসিংহমূর্ত্তি; যে মূর্ত্তিতে তার খুল্লতাত পাতালগর্ভে লীন, সেই বরাহমূর্ত্তি। পার—পার—দেখাতে পার? আমি প্রাণ ভ'রে দেখি। ওহো-হো—বুকটা যে যায়। দেখাও—দেখাও, বেদনাটা সারে কি না দেখি।

উপেন্দ্র। তোমার আশা অপূর্ণ রাখতে চাই না। ঐ দেখ অভিনব সাধক, তোমার একপার্শ্বে আমার নৃসিংহমূর্ত্তি; তার কোলে নখাহত তোমার পিতা। অন্যপার্শ্বে আমার বরাহ মূর্ত্তি; তার পদতলে দন্ত-বিদারিত তোমার খুল্লতাত।

[অনুহ্রাদের একপার্শ্বে হিরণ্যকশিপুকোলে নরসিংহ ও অন্যপার্শ্বে হিরণ্যাক্ষকোলে বরাহমূর্ত্তির আবির্ভাব।]

অনুহ্রাদ। [নির্ব্বাক অস্থিরতায় বক্ষে হস্ত দিয়া ঘনশ্বাসের সহিত একবার নৃসিংহের দিকে একবার বরাহের দিকে পুনঃ পুনঃ তীব্র অথচ ঈষৎ আনন্দপূর্ণ কটাক্ষ করিতে লাগিলেন।]

উপেন্দ্র। বুকের বেদনাটা সারলো অনুহ্রাদ!

অনুহ্রাদ। নারায়ণ! [হুঙ্কার ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিয়া লাফ দিয়া

উঠিলেন।] ওহো-হো, বুক গেল—বুক গেল, নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ! [উত্তেজনার আধিক্যে রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া গেলেন।]

উপেন্দ্র। কি হ'লো? কি হ'লো? [অনুহ্রাদের ভূলুণ্ঠিত মস্তক কোলে লইয়া বসিলেন] এ কি! একেবারে শ্বাসরুদ্ধ যে। ভক্ত! ভক্ত! দানববীর! যা—চক্ষু স্থির—সব শেষ! [অনুহ্রাদের মৃত্যু হইল, নৃসিংহ ও বরাহ-মুর্ত্তিকে বলিলেন] তোমরা অন্তর্হিত হও।

প্রহ্লাদ প্রবেশ করিলেন।

প্রহ্লাদ। যেও না—দাঁড়াও ; আমি একবার নারায়ণের স্তব করবো।

উপেন্দ্র। প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। সহানুভূতি দেখাতে হবে না হরি! আমি কাঁদ্‌তে আসি নাই—শোক প্রকাশ করতে আসি নাই—তোমায় শ্লেষ দিতে আসি নাই ; আমি এসেছি শুদ্ধ তোমার স্তব করতে।

উপেন্দ্র। স্তব?

প্রহ্লাদ। জান না ভগবান্! তুমি নৃসিংহমুর্ত্তিতে আমার সমক্ষে আমার পিতাকে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করেছিলে, আমি টলি নাই—স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ভক্তিগদগদস্বরে তোমার স্তব করেছিলাম। আজ আমার দাদার সমাধি, স্তব করবো না?

উপেন্দ্র। আমি কিন্তু তোমার দাদার কেশ স্পর্শ করি নাই প্রহ্লাদ! তিনি উত্তেজনার আধিক্যে হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে গতাসু হয়েছেন।

প্রহ্লাদ। তুমি কেশ স্পর্শ না করলেও জন্মতেও তুমি, মৃত্যুতেও তুমি ; তোমার ইচ্ছায় সব, তুমি ছাড়া জগতে ক্রিয়া নাই। এখন বল ভগবান্! আমার দাদার গতি কি হবে ভক্তাধীন?

উপেন্দ্র। বুঝ্‌তে পার্‌ছো না? তোমার দাদার মৃত্যু-অবসন্ন শির আজ আমার কোলে। ভক্তিতেই হোক্, হিংসাতেই হোক্, আমি যার চিন্তা, আমি যার জপ, আমি যার একমাত্র লক্ষ্য, তার গতি কি আর দেখ্‌তে হয়! ভক্তিমান সাধকের চিন্তায় আলস্য বরং সম্ভব, কিন্তু এ সাধকের চিন্তা অবিরাম। এ আমার আরও প্রিয়। ঐ দেখ প্রহ্লাদ! তোমার দাদাকে দিব্যমুর্ত্তি দান ক'রে বৈকুণ্ঠে ল'য়ে যাবার জন্য আমার প্রিয় ভক্ত দেবর্ষি এইদিকে আস্‌ছে। [নৃসিংহ ও বরাহ মুর্ত্তির প্রতি] যাও তোমরা।

[নৃসিংহ ও বরাহমুর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

প্রহ্লাদ। জয় ভগবান!

উপেন্দ্র। প্রহ্লাদ! এইবার আমায় বলির যজ্ঞস্থলে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। চল, আমাকেও এইবার তোমায় শেষ প্রণাম কর্‌তে হবে। [প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির প্রবেশ।

দেবর্ষি।—

গীত।

দুরীকুরু দুষ্কৃতি শোক তাপ পাপং,
হর কৃপয়া মম কুমতি-কলাপং,
নাশ নিরঞ্জন ভবভীতিম্,
বটুবেশধরং নমো বিশ্বপতিম্।

[অনুহ্লাদকে দিব্যদেহ দান করিয়া সঙ্গে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞাগার।

সম্মুখে প্রজ্বলিত যজ্ঞানল, চতুর্দ্দিকে ঋত্বিকগণ, মধ্যে শুক্রাচার্য্য উপবিষ্ট ছিলেন।

ঋত্বিকগণ। [ওঁ স্বাহা শব্দে যজ্ঞে আহুতি দান করিতেছিলেন।]

শুক্রাচার্য্য। এইবার পূর্ণাহুতি দিতে হবে। ঋত্বিকগণ! নারায়ণের ধ্যান কর।

ঋত্বিকগণ। ওঁ ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ইত্যাদি—

উপেন্দ্রের প্রবেশ।

উপেন্দ্র। অপূর্ব্ব এ যজ্ঞস্থল! অদ্ভুত ক্ষমতাশালী এর ঋত্বিকগণ! আশ্চর্য্য এঁদের মন্ত্রশক্তি! একি! একি! এ আপনারা কি করছেন? পূর্ণাহুতির উদ্যোগ করছেন যে?

শুক্রাচার্য্য। কে তুমি অভূতপূর্ব্ব শিশু?

উপেন্দ্র। আমি যেই হই, আপনি তো দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য? আচার্য্য হ'য়ে এমন অন্যায় ব্যবস্থা দিচ্ছেন কেন? গুরু হ'য়ে শিষ্যের এমন সর্ব্বনাশ করে?

শুক্রাচার্য্য। শিষ্যের সর্ব্বনাশ? অন্যায় ব্যবস্থা শুক্রাচার্য্যের? তুমি বালক না হ'লে তোমায় কি করতাম, বলতে পারি না; যাও।

উপেন্দ্র। আপনি এতটা উচ্চ হয়েছেন ঐ ক্রোধের সাধনা ক'রে?

শুক্রাচার্য্য। ক্রোধের সাধনা?

উপেন্দ্র। তা বৈ কি? তা নইলে আমার প্রস্তাবে কর্ণপাত ন' ক'রে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠ্‌লেন কেন?

শুক্রাচার্য্য। তোমার প্রস্তাব অন্যায্য।

উপেন্দ্র। প্রমাণ করুন।

শুক্রাচার্য্য। এ বয়সে কতদূর শাস্ত্র আলোচনা করেছ?

উপেন্দ্র। কতদূর চান আপনি? শাস্ত্র যতদূর উঠ্‌তে পারে না— শাস্ত্রকারগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টি যতদূর যেতে পারে না, আমি ততদূরের।

শুক্রাচার্য্য। বেশ—তবে বল, যজ্ঞশেষে পূর্ণাহুতি দান, এ কোন্ শাস্ত্রবিরুদ্ধ?

উপেন্দ্র। শাস্ত্র তো শাস্ত্রকার মনীষিগণের এক একটা অভিমত মাত্র। বলুন, যজ্ঞ-কর্ম্ম বৈদিক কর্ম্ম কি না?

শুক্রাচার্য্য। নিশ্চয়।

উপেন্দ্র। বৈদিক কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম?

শুক্রাচার্য্য। তারপর?

উপেন্দ্র। আপনি যে এই কাম্য যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিচ্ছেন, আপনার শিষ্য যজ্ঞকর্ত্তায় একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর কামনা পূর্ণ হয়েছে কি না?

শুক্রাচার্য্য। অবশ্য; জিজ্ঞাসা না কর্‌লেও আমি যার গুরু, তার কামনা পূর্ণ হ'তে বাকী থাকে না, তাকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের অধীশ্বর করেছি—কমলার পরম অনুগৃহীত করেছি—দানে শ্রেষ্ঠ করেছি, আবার কামনার রেখেছি কি?

উপেন্দ্র। ও যতই বলুন, কামনা বল্‌তে একটু না একটু থেকে যায়ই যায়। কামনা শব্দের পর পূর্ণ শব্দের ব্যবহার চলে না, সে অপূর্ণা— অসমাপিকা—অমরী। জিজ্ঞাসা করি, আপনি তো শিষ্যের কামনা পূর্ণ

করতে বসেছেন, কিন্তু ক্রিয়াবান জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্যশ্রেষ্ঠ আপনি, আপনার কামনা পূর্ণ হয়েছে ?

শুক্রাচার্য্য। [স্বগত] কে—এ ! শুক্রাচার্য্যকে নীরব করে—তাকে শাস্ত্র-যুক্তি তর্ক-মীমাংসা সব ভুলিয়ে দেয়—তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখে !

উপেন্দ্র। কি ভাব্‌ছেন আপনি, আমি কে ?

শুক্রাচার্য্য। [স্বগত] এ কি অন্তর্য্যামী ! [চিন্তা করিতে লাগিলেন]

উপেন্দ্র। অহং যজ্ঞস্বরূপম্ !

বলি প্রবেশ করিলেন।

বলি। হে যজ্ঞস্বরূপ বামনরূপী মহাপুরুষ ! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। [প্রণাম]

উপেন্দ্র। আসুন মহারাজ ! গৃহাশ্রম যেমন সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, অশ্বমেধ যেমন সকল ক্রতুর শ্রেষ্ঠ, আপনিও তেমনি দানবসৃষ্টির সার। আপনার যজ্ঞ দর্শনে ধন্য হয়েছি—আপনার নম্রতায় প্রীত হয়েছি।

বলি। আমিও আপনার পদার্পণে জীবনের যেন একটা চরম সাফল্য অনুভব কর্‌ছি। এমন রূপ আমি কখনও দেখি নাই ; এ মূর্ত্তি জগতের কল্পনাতীত। পদতলে কুলু কুলু তানে সহস্রধারায় মন্দাকিনী ব'য়ে যাচ্ছে, বক্ষস্থলে তপ্ত শ্রান্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ব্বিকার ভাবে বিরাম লাভ কর্‌ছে, বদনমণ্ডলে সহস্র সুধাকর একযোগে সৃষ্টির উপর অমরতা ঢেলে দিচ্ছে। এ বিবেক-বুদ্ধির ধারণাতীত ; আকারে বালক, জ্ঞানে বৃদ্ধ, এ স্বপ্নের অননুভূত ; হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, শিরে অলক্ষিতভাবে রাজ-রাজেশ্বরের মণিময় কিরীট ! এ সুন্দর—চমৎকার ! এ কোন কোটী জন্ম তপস্যার।

উপেন্দ্র। মহারাজ !

বলি। কে আপনি মহাপুরুষ? কোন্ পুণ্য-ফলে আমায় দর্শন দিলেন মহাপুরুষ?

উপেন্দ্র। মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক মাত্র। শুন্‌লাম, আপনি দানে সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। আপনাকে দেখ্‌বার বড় ইচ্ছা হ'লো। দেখ্‌তে হয় তো এইরূপ রাজেন্দ্রকে, আশ্রয় নিতে হয় তো এইরূপ অনাথপালকের কাছে, ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয় তো এইরূপ দানীর নিকট।

বলি। ভিক্ষা! ভিক্ষা! আপনি আমার এই অকিঞ্চিৎকর ভিক্ষা গ্রহণ কর্‌বেন?

উপেন্দ্র। সেই মানসেই তো আগমন করেছি।

বলি। ধন্য আমি! বলুন আপনার অভিলষিত প্রার্থনা!

উপেন্দ্র। প্রার্থনার পূর্ব্বে পূর্ণ কর্‌বার জন্য বোধ হয় মহারাজকে আর প্রতিজ্ঞা করাতে হবে না?

বলি। কোন চিন্তা নাই দ্বিজোত্তম! আমি দান-ব্রতে ব্রতী। লক্ষ লক্ষ যাচকের কত অসম্ভব প্রার্থনা পূর্ণ করেছি—ধন, রত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সব এই ব্রতে উৎসর্গ করেছি, জীবন পর্য্যন্ত দিতেও পরাঙ্মুখ নই, তবু প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—

শুক্রাচার্য্য। [সুপ্তোত্থিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলিলেন] সাবধান বলি! প্রতিজ্ঞা ক'রো না—দিতে পার্‌বে না! আমি এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হ'য়ে চিন্তামগ্ন ছিলাম। বুঝেছি, এ একটা বিরাট মায়া; তুমি প্রতারিত হবে।

বলি। এ আবার কি আদেশ কর্‌ছেন গুরু? এ তো আমার নূতন প্রতিজ্ঞা নয়, এ প্রতিজ্ঞা যে আমার জন্মের সঙ্গে গাঁথা। [উপেন্দ্রের প্রতি] বলুন আপনার অভিলষিত প্রার্থনা, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—যা প্রার্থনা কর্‌বেন, সর্ব্বস্ব দিয়ে পূর্ণ কর্‌বো।

উপেন্দ্র। সাধু আপনি! আমার অন্য প্রার্থনা কিছুই নাই, রাজ-সকাশে একটু ভূমি প্রার্থনা করি মাত্র। ভূমিদানই দানের শ্রেষ্ঠ।

বলি। আপনি সসাগরা পৃথিবী গ্রহণ করুন।

উপেন্দ্র। পৃথিবী ল'য়ে আমি কি করবো মহারাজ? আমি সামান্য ভিখারী মাত্র।

বলি। তবে স্থান নির্দ্দেশ করুন।

উপেন্দ্র। নগর জনপদেরও আকাঙ্ক্ষা করি না। "পদানি ত্রীনি দৈত্যেন্দ্র সম্মিতানি পদামহম্।" আমার পদের পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি আমায় দান করুন; এই মাত্র আমার ভিক্ষা।

বলি। ত্রিপাদ ভূমি? আপনার পদের? সে কি! [চিন্তা]

শুক্রাচার্য্য। আরও চিন্তা কর বলি—আরও স্থিরচিত্ত হও। এই বিরাট ছলনায় তোমার সর্ব্বস্ব যাবে।

বলি। তা ব'লে আপনার শিষ্য মিথ্যাবাদী হবে গুরু?

শুক্রাচার্য্য। সময়ে হ'তে হয় বলি! মিথ্যারও একটা শৃঙ্খলা আছে, তারও একটা কাল নির্দ্দেশ আছে। জেনো বলি, এ তোমার জীবন-সঙ্কট; মিথ্যাটা দূষণীয় বটে, কিন্তু একেবারে পরিত্যাজ্য নয়। দেহ মিথ্যা, তার এত যত্ন কেন? জগৎ মিথ্যা, তার এত আদর কেন? আমার কথা শোন বলি!

বলি। মার্জ্জনা করবেন গুরুদেব! দেহ মিথ্যা হোক, জগৎ মিথ্যা হোক্, ব্রহ্ম পর্য্যন্ত মিথ্যা হোক্, বলির প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবার নয়। [উপেন্দ্রের প্রতি] আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করছেন প্রভু? এরূপ আকারোচিত ক্ষুদ্র প্রার্থনা কেন? এ সামান্য দানে যে আমার তৃপ্তি হবে না; আপনি অন্য প্রার্থনা করুন।

উপেন্দ্র। না মহারাজ! ব্রাহ্মণ যে, সে লোভী নয়। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা-

জীবী হ'লেও সে ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব সম্মানের জন্য ভিক্ষা করবে না; ভিক্ষা করবে অবশ্য প্রয়োজনীয় যা—তাই, তার বেশী না। আমি আমার গুরু অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করি; এই প্রার্থনাই আমার যথেষ্ট।

বলি। তবে তাই হোক্।

শুক্রাচার্য্য। বলি! তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। "প্রায় সমাপন্ন বিপত্তিকালে ধীয়োপি পুংসাম্ মলিনী ভবন্তি!" বিপদের সময় লোকের এইরূপই হ'য়ে থাকে। এখনও তুমি এই বটুবেশধারী বালককে চিন্‌তে পারলে না? তবে শোন বলি! ইনি কে জান? দেবানাম্ কার্য্যসাধক। যিনি তোমার প্রপিতামহগণকে সংহার ক'রে স্বর্গ-উদ্ধার করেছিলেন, সেই দৈত্য-নিসূদন নারায়ণ তোমার সম্মুখে।

বলি। গুরু! গুরু! আপনি যথার্থই গুরু! অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং, আপনি আমায় তাঁকে চেনালেন—তাঁকে সম্মুখে ধরলেন—তাঁর পাদপদ্ম দর্শন করালেন, তবে আর বাধা দিচ্ছেন কেন গুরু? এমন দানের পাত্র আর পাব কোথায়? যাঁর জন্য যজ্ঞ—যাঁর জন্য ব্রত—যাঁর জন্য জীবন, তিনিই যখন সম্মুখে, তখন আর আমার যথাসর্ব্বস্ব কি আছে গুরু? [উপেন্দ্রের প্রতি] দান গ্রহণ করুন।

শুক্রাচার্য্য। নিরস্ত হও বলি! গুরুবাক্য অবহেলা ক'রো না।

বলি। শিষ্যের অপরাধ নেবেন না গুরু! বহু দিন হ'তে আমি এ ভিক্ষাদানে প্রতিশ্রুত আছি—প্রস্তুত আছি; আজ আমার সুপ্রভাত।

শুক্রাচার্য্য। আমি তোমায় অভিশাপ দেবো গুরুদ্রোহী!

বলি। অভিশাপের ভয় করি না গুরু! মহতের অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হ'তেও ফলদায়ক।

শুক্রাচার্য্য। শ্রীভ্রষ্ট হও দুরাত্মন্! শ্রীভ্রষ্ট হও দুরাত্মন্! [প্রস্থান।

বলি। মাথা পেতে অভিশাপ গ্রহণ করলাম। শিষ্যের সভক্তি প্রণাম গ্রহণ ক'রে যান গুরুদেব! [উপেন্দ্রের প্রতি] তবে দান গ্রহণ করুন।

উপেন্দ্র। হাঁ—ভৃঙ্গারের জল মন্ত্রপূতঃ ক'রে আমার হস্তে দান করুন; আমি স্বস্তি বাক্য ব'লে গ্রহণ করি।

বলি। তথাস্তু। [ভৃঙ্গার লইয়া] একি! ভৃঙ্গার হ'তে জল বহির্গত হয় না কেন?

উপেন্দ্র। কি হয়েছে? [স্বগত] ওঃ, শুক্রাচার্য্য বুঝি উপদেশ, ভয়প্রদর্শন, অভিশাপ সকল বিষয়ে অকৃতকার্য্য হ'য়ে শেষ ভৃঙ্গারের জল বহির্গমন-পথ রোধ ক'রে ব'সে আছে! কি ভীষণ প্রতিকূলতা! [প্রকাশ্যে] মহারাজ! ভাবছেন কি? কোন পুষ্প বোধ হয় জলনিসেক-পথ রোধ ক'রে আছে; এই কুশ দ্বারা তাকে স্থানভ্রষ্ট করুন। বজ্র! কুশের মধ্যে অধিষ্ঠিত হও। [কুশ দিলেন]

বলি। [কুশ দ্বারা আঘাত করিলেন]

নেপথ্যে শুক্রাচার্য্য। ওহো, অন্ধ হ'লাম—অন্ধ হ'লাম—অন্ধ হ'লাম!

উপেন্দ্র। [স্বগত] ভোগ কর একচক্ষু, দাতার দানে প্রতি-বন্ধকতার বিষময় পরিণাম। [প্রকাশ্যে] দিন মহারাজ!

বলি। তবে গ্রহণ করুন দেব! আমি আপনাকে ত্রিপাদভূমি দান করলাম। [জল দান করিলেন]

উপেন্দ্র। স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি! [গ্রহণ করিলেন]

[উপেন্দ্রের বিরাট মূর্ত্তি প্রকাশ।]

বলি। ওহো—এ কি আশ্চর্য্য! "হস্তে চ পতিতে তোয়ে বামনো-ভূত বামন"—একি বিরাটমূর্ত্তি! একি অদ্ভুত মূর্ত্তি! এ যে বিশ্বরূপ!

উপেন্দ্র। বলি! দেখছো কি? আমায় ত্রিপাদ ভূমি দাও। এই

আমি এক পদে স্বর্গ, আর এক পদে পৃথিবী অবরোধ করলাম ; আমার তৃতীয় পদের স্থান দাও।

বলি। তাই তো—তাই তো! সত্যই তো! একপদে স্বর্গ, অন্যপদে পৃথিবী! তৃতীয় পদের স্থান কোথায়! কি করি! একি ছলনা!

নেপথ্যে দিতি। দৈত্যগণ! কে কোথায় আছ? জাগ—ছোট—দেখ, এক মায়াবী ব্রাহ্মণ তোমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করে—তোমাদের শক্তি নির্জীব হয়—তোমাদের প্রতিপালক ন্যায়বান রাজা রসাতলে যায়।

বাণ ও মহানাদ প্রবেশ করিল।

মহানাদ। জীবন থাকৃতে নয়। ছলনার সমাধি করবো—লোভের প্রতিফল দেবো—ব্রহ্মহত্যা-পাপ মাথা পেতে নেবো।

বলি। ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর সেনাপতি, এ সে সময় নয়, এখন পার তো আমায় সত্যপাশ হ'তে মুক্ত কর।

বাণ। পিতা! পিতা!

দিতি প্রবেশ করিলেন।

দিতি। একি! হুঙ্কারের পরিবর্ত্তে আকুল বিলাপ উঠ্‌লো কেন? অস্ত্রধারী বীরগণ! নিরস্ত নিশ্চল যে? [নারায়ণের বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া] এ কে? ও—তুমি! আমি—তা জানি না ; ছি-ছি, করলে কি? কি অপরাধ করেছে এ দিতি? কি ফুলে পূজেছে তোমায় অদিতি? কোন্ যোগে অক্ষম এ দৈত্যবংশ? কি বিচারে এত ভালবাস দেবতার বন্ধন, যার জন্য তোমায়—সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ তোমায় জগতের নিকৃষ্ট নীচতা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হ'লো? এই পক্ষপাতিত্ব নিয়ে তুমি সমদর্শী? এই হীন প্রবৃত্তি নিয়ে তুমি ভগবান্? এই ছলনাময়ী প্রকৃতি নিয়ে তুমি পরম-

পুরুষ পরব্রহ্ম ? থাক্—আর বল্‌তে চাই না কিছু। আমাদের বুক নয়—পাথর, যা করবে—সব সহ্য হবে। এর জন্য কাঁদি না। কেঁদে কি করবো ? আজ কাঁদবো, কাল আবার হাসতে হবে—আবার খেল্‌তে হবে—আবার একটা ডাল ধ'রে সব ভুল্‌তে হবে। তার চেয়ে হেসে যাই—হা-হা-হা ! তুমিও হাস—হা-হা-হা ! তোমার ইঙ্গিতে চালিত এই ব্রহ্মাণ্ড হাসুক্—হা-হা-হা !

[প্রস্থান

উপেন্দ্র। দাও বলি, তৃতীয় পদের স্থান।

বলি [স্বগত] কোথা পাই স্থান—
কি করি এখন ?
ভঙ্গ হ'লো জীবনের ব্রত,
টুটিল রে দান-গর্ব্ব মোর।

উপেন্দ্র। নীরব যে বলি ! ওঃ—বুঝেছি। গরুড় !

গরুড় প্রবেশ করিল।

উপেন্দ্র। বলিকে নাগপাশে বন্ধন কর। [গরুড় বন্ধন করিল] দানে প্রতিশ্রুত হ'য়ে প্রত্যাখ্যান করার এই প্রতিফল।

অলক্ষ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মবেষ্টিত বিরোচন, সঙ্গে দুর্লভ।

দুর্লভ। দেখ বিরোচন, বলির দানের পরিণাম !

বিরোচন। এ কি গুরু ! দানের পরিণাম বন্ধন ?

দুর্লভ। হাঁ বিরোচন ! ও দানের পরিণাম বন্ধন। ও দান আসক্তি-ময়, তাই এ দশা। দেখ্‌ছো, ভগবান্ ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা ক'রে এক পদে স্বর্গ, অন্য পদে মর্ত্ত্য অবরোধ করেছেন, তৃতীয় পদের স্থান

বলির অধিকারের বহির্ভূত—অজ্ঞাত ; তাই এ বন্ধন-দশা—দান-দর্প চূর্ণ।

বিরোচন। হাঃ—হাঃ—হাঃ, ! দানটাও শিখ্‌তেও হয় বাবাজি ! নিজের বুদ্ধিতে যা নয় তা একটা কর্‌লেই হয় না, হাঃ—হাঃ—হাঃ !

দুর্লভ। হেসো না বিরোচন ! এইবার তোমার পালা।

বিরোচন। আমার পালা ?

দুর্লভ। দেখ্‌তে পাচ্ছ, তোমার হৃদয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত বিরাট-মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে ?

বিরোচন। সে তো অনেক দিন হ'তে দেখে আস্‌ছি গুরু ! তার জ্যোতিঃতে আমায় ছেয়ে রেখেছে।

দুর্লভ। না বিরোচন ! আজ এ মূর্ত্তি অন্যরূপ ; আজ তোমারও দানব্রতের পরীক্ষা। আজ এ মূর্ত্তি হস্তপ্রসারিত ক'রে তোমার কাছে ভিক্ষা করছে।

বিরোচন। কি ভিক্ষা ?

দুর্লভ। ঐ ত্রিপাদ ভূমি।

বিরোচন। আমি দেবো গুরু ! বলি দিতে পারে নাই, কিন্তু আমি দেবো,—আমি তার পিতা। আমি আজ আমার দান-যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌বো—আসক্তির সমাপ্তি কর্‌বো—বিরাটকে বিরাটের মতই দান দেবো।

দুর্লভ। দাও তবে ত্রিপাদ ভূমি।

বিরোচন। দেখ গুরু, আমার ত্রিপাদ ভূমি দান ! এক পদে যাও তুমি কর্ম্ম, এক পদে যাও তুমি ভক্তি, এক পদে যাও তুমি জ্ঞান। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি। তুমি মুক্ত—তুমি মুক্ত—তুমি মুক্ত।

[বিরোচন সহ অন্তর্দ্ধান।

দুর্লভ। যাও বিরোচন ! আজ তুমি বহু উচ্চে—আমি তোমার বহু

নিয়ে। আর আমি তোমার সঙ্গে যেতে পার্‌বো না ভাই! আমার কর্ম্ম এই পর্য্যন্ত।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। দানের সাধ মিট্‌লো বলি? এখনও প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার কর। বল, ভিক্ষা দানে অসমর্থ তুমি; অমি তোমায় দয়া করবো।

বিন্ধ্যা প্রবেশ করিলেন।

বিন্ধ্যা। রসনা সংযত কর ভিখারি!

বলি। রাণি!

বিন্ধ্যা। ভয় নাই স্বামি! [নারায়ণের প্রতি] তুমি কাকে দয়া কর্‌বো বল্‌ছো জান? যাঁর দয়ায় সৃষ্টি পালিত, যাঁর দানে সৃষ্টিকর্ত্তা চমৎকৃত, যাঁর দ্বারে আজ তুমি ভিখারী—দানের প্রার্থী।

উপেন্দ্র। এখনও তোমাদের গর্ব্ব?

বিন্ধ্যা। গর্ব্ব খর্ব্ব করেছ কোনখানটায়?

উপেন্দ্র। দাও স্থান তৃতীয় পদের। এই তো এক পদে স্বর্গ, আর এক পদে মর্ত্ত্য অধিকার করেছি, তৃতীয় পদের স্থান কৈ?

বিন্ধ্যা। তোমার তৃতীয় পদ কৈ যে, স্থান চাও?

উপেন্দ্র। তৃতীয় পদের পরিমিত স্থান দেবে?

বিন্ধ্যা। অবশ্য।

উপেন্দ্র। এই দেখ—আমার তৃতীয় পদ, স্থান দাও মহারাণি! [নাভিস্থল হইতে তৃতীয় পদ প্রকাশ করিলেন]

বিন্ধ্যা। স্বামী! আর চিন্তা কিসের? স্থান দাও; অতি সুন্দর স্থান তোমার অধিকারে রয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গ যেমন শ্রেষ্ঠ, এ দেহ-সৃষ্টির মধ্যে মস্তকও তেমনি উচ্চ! দাও স্বামী ঐ স্থান, ভিক্ষুকের ছলনাজাল

ছিন্ন হ'য়ে যাক্—আমাদের গুপ্ত অহমিকার শেষ হোক্—সকল বন্ধন চিরদিনের মত খ'সে পড়ুক্। দাও স্বামী, ওঁর যেমন নূতন চরণ আমাদেরও তেমনি নূতন স্থান।

বলি। বিন্ধ্যা! বিন্ধ্যা! তুমি সহধর্ম্মিণী—তুমি বিপদে মন্ত্রিণী-রক্ষা তুমি যথার্থ প্রাণদায়িকা। তবে গ্রহণ কর নারায়ণ, তৃতীয় পদের স্থান- তবে উদ্‌যাপন ক'রে দাও ব্রতরূপী বলির দান—তবে ছেদন কর কলুষহারী, কর্ম্মের বন্ধন। [পদতলে মস্তক দিলেন]

প্রহ্লাদ প্রবেশ করিলেন।

প্রহ্লাদ। সাধু—সাধু তুমি বলি! অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যুগযুগান্তর সাধনা ক'রেও যা পান নাই—ইন্দ্র, চন্দ্র, বিধি, শঙ্কর এমন কি কমলারও যা অজ্ঞাত, তুমি সেই দুর্জ্ঞেয় দুর্লভ বস্তু লাভ করলে। তোমার জন্য নারায়ণকে আর একটি স্বতন্ত্র চরণের আবিষ্কার করতে হ'লো। তুমি ধন্য—তোমার জন্ম ধন্য—তোমার দানববংশ ধন্য!

লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মী। এইবার তা হ'লে আমার বলির বন্ধন মোচন কর মুক্তিময়।

বিন্ধ্যা। বন্ধন কেউ কারো মোচন করে না মা—করতে পারে না; তার জন্য অনুনয় করা নিষ্ফল। নিজের বন্ধন নিজেকে মোচন করতে হয়! সকল পাশ মুক্ত হ'লেও এখনও আমরা তোমার মায়া বন্ধনে প'ড়ে আছি যে মা! এস মা—আজ হাস্যমুখে সে বাঁধন ছিন্ন ক'রে সংসার হ'তে দূরে দাঁড়াই। তবে ধর নারায়ণ! বলির সহধর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গিনীর প্রীতিপূজা। স্বামী রাজ্য দান করেছেন, আমি তোমায় রাজলক্ষ্মী দিলাম। [লক্ষ্মীকে বামভাগে দিলেন]

উপেন্দ্র। তোমাদের দানে আমি চমৎকৃত হয়েছি মহারাণি! তবে—

লক্ষ্মী। এখনও তোমার আশা মেটে নাই? এখনও তোমার ছলনার অন্ত হয় নাই ছলনাময়? এখনও কি আমার বিন্ধ্যা-বলি দান-মন্ত্রিণী-দীক্ষায় কৃতকার্য্য হয় নাই?

উপেন্দ্র। কৃতকার্য্য; তবে দান করলেই যে তার দক্ষিণা চাই, দক্ষিণা না হ'লে যে সে দান অসিদ্ধ! দাও রাজা, দাও মহারাণি, দানের যোগ্য দক্ষিণা দাও।

পুষ্প প্রবেশ করিল।

পুষ্প। দক্ষিণা দেওয়ার ভার আমার উপর দেওয়া আছে ভিক্ষুক!

উপেন্দ্র। তুমি এ দানের দক্ষিণা দেবে রাজকুমারি? দিতে পারবে? বুঝতে পারছো তো, তোমার পিতা আমায় সর্ব্বস্ব দান করেছেন, রাজভাণ্ডার, ধন, অর্থ সবই এখন আমার অধিকারে। তুমি কি দক্ষিণা দেবে রাজকুমারি?

পুষ্প।—

গীত।

তুমি দক্ষিণা নাও আমারে।
আর তো দেবার কিছু নাই, শুধু আমি আছি আমার ভাণ্ডারে॥
হ'লো যদি আজ দানের শেষ, দাসী কর মোরে চরণের,
পুষ্প ব্যতীত কি আছে যোগ্য দক্ষিণা আর এ দানের,—
যদিও নই হে সুন্দর আমি, যদিও নহি সুবাসিত,
আমি তবুও পুষ্প তোমাগত প্রাণ, তোমারই কারণে বিকশিত,
হ'লো যদি সবে কূলে উপনীত, আমি কেন ভাসি পাথারে।

উপেন্দ্র। মূর্ত্তিমতী ভক্তি তুমি রাজকুমারি! তোমার স্থান এখানে

নয়; তুমি গোপিনীরূপে গোলোকে বিহার কর। বলি! তুমি মুক্ত [গরুড় বন্ধন মোচন করিল] যাও রাজা! স্বর্গ, মর্ত্ত্য আমায় দ করেছ, আর তোমার এখানে বাস করা অসঙ্গত; এ রাজ্যে আ তোমার পুত্র বাণকে অভিষিক্ত কর্‌লাম, তুমি সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে পাতা রাজ্য স্থাপন কর।

বলি। আবার রাজ্য—আবার আসক্তি—আবার এইরূপ বন্ধন।

উপেন্দ্র। না বলি! আর বন্ধনের ভয় নাই, আর তোমার ম আসক্তি প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না; আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ চিরদি তোমার দ্বারে দ্বারী হ'য়ে থাক্‌বো; বন্ধন আমারই।

সকলে। জয় ভক্তবৎসল নারায়ণের জয়!

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির প্রবেশ।

দেবর্ষি

গীত।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন,
পদনখনীরজনিতজনপাবন,
মন্থর মন্দ মরালগতিম্,
বটুবেশধরং নমো বিশ্বপতিম্।